তাওহীদের ডাক

৪৬ তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২০
Web : www.tawheederdak.com

রামাযানের আমলনামা

মানব জীবনে পাপের কুপ্রভাব

করোনা নিয়ন্ত্রণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

রোগ-ব্যাধিতে মুমিনের করণীয়

সাক্ষাৎকার : আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত)

সমকালীন মনীষী : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

www.tawheederdak.com

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৪৬ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম

সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  করোনাকাল আমাদের কি শেখালো? ১
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
  পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ২
- **আক্বীদা**
  রোগব্যাধিতে মুমিনের করণীয় ৪
  শরীফ হোসাইন
- **তাবলীগ**
  মানব জীবনে পাপের কুপ্রভাব ৮
  মুজাহিদুল ইসলাম
- **তারবিয়াত**
  রামাযানের আমলনামা ১৪
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ২২
  রবীউল ইসলাম
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  পর্দা নারীর রক্ষাকবচ ২৮
  নিযামুদ্দীন
- **সাক্ষাৎকার**
  মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী ৩৩
- **চিন্তাধারা**
  আলেম সমাজের প্রতি প্রত্যাশা ৪১
  জগলুল আসাদ
- **ভ্রমণস্মৃতি**
  অনুভবের অনুরণনে আহলেহাদীছ আন্দোলনের শিক্ষা সফর ২০২০ ৪৩
  এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ
- **সমকালীন মনীষী** ৪৯
  মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **পরশ পাথর** ৫০
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫১
- **সংগঠন সংবাদ** ৫৩
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫

সম্পাদকীয়

করোনাকাল আমাদের কি শেখালো?

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯। চীনের উহানে আবির্ভূত হওয়া এক ভাইরাসের অপ্রতিরোধ্য যাত্রা শুরু হওয়ার পর কেটে গেল একে একে চারটি মাস। নানা জল্পনা-কল্পনার এক ঘোরলাগা প্রহর অতিক্রান্ত হ'তে না হ'তেই বিশ্ববাসী দেখতে পেল এক অদৃশ্য মহাশত্রুর হাতে কিভাবে একে একে পর্যুদস্ত হচ্ছে বিশ্বের বাঘা বাঘা শক্তিধর দেশগুলো। এ এক অকল্পনীয় দৃশ্য। অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা কোনকিছুই এই শত্রুর মোকাবিলায় কাজে আসছে না। পারমানবিক অস্ত্রেরও ক্ষমতা নেই এই সুক্ষ্ম, চোখে না দেখা শত্রুকে ঠেকাবার। ক্ষমতার গর্বে, বিত্তের অহংকারে স্ফীত হয়ে যেসব দেশ বিশ্বব্যাপী অন্যায়ভাবে ছড়ি ঘোরাতো, তারা আজ অসহায় হয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে একটুখানি আশ্রয়ের আশায়। এ এমন এক শত্রু যার ভয়ে ভীত হয়ে সারাবিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ গৃহবন্দী। আসমানে বিমান উড়ে না, যমীনে গাড়ি-ঘোড়া চলে না। রাস্তার মোড়ে জটলা নেই। খেলার মাঠে শিশু-কিশোরদের কোলাহল নেই। হাসপাতাল রোগীশূন্য। আদালত আসামীশূন্য। রাস্তাঘাট জনশূন্য। হাট-বাজার ক্রেতা-বিক্রেতাশূন্য। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা শিক্ষক- শিক্ষার্থীশূন্য। স্টেশন-বিমানবন্দর যাত্রীশূন্য। কল-কারখানা শ্রমিকশূন্য। মসজিদ মুছাল্লীশূন্য। হারামাইন হাজীশূন্য। সিনেমা হল, রেস্তোরা, পার্ক, স্টেডিয়াম, পর্যটনকেন্দ্র কোথাও কেউ নেই। ভারত, কাশ্মীর, মিয়ানমার, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া, আফগানিস্তানে প্রতিনিয়ত যারা নিত্যনতুন অস্ত্রের পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল, লাখো-কোটি নিরীহ আদম সন্তানের প্রাণ সংহার করে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ঠেকানোর দায়িত্ব নিয়েছিল, তারা আজ কোথায় যেন আত্মগোপনে গেছে।

এ এমন এক ভয়ংকর গোপন আততায়ী যার হিম আতংকে অসুস্থ রোগীর যত্নে কেউ এগিয়ে আসে না। একান্ত আপন স্বজনরাও বাড়িতে জায়গা দিতে চায় না। হাসপাতালে নিলেও খোঁজ নেয় না। মৃত্যু হলেও দাফন করে না। জানাযা হলেও উপস্থিত থাকে না। এ যেন কেয়ামত দিবসের সেই ভয়ংকর গা শিহরানো দৃশ্যপট মঞ্চায়িত হচ্ছে পৃথিবীতে, যেদিন মানুষ তার সহোদর ভাই থেকে পলায়ন করবে, মা-বাপ থেকে পলায়ন করবে, স্ত্রী-সন্তান থেকে পলায়ন করবে। প্রতিটি মানুষ সেদিন থাকবে স্ব স্ব বিপদ নিয়ে ব্যস্ত। সুবহানাল্লাহ! পবিত্র রামাযান মাস জুড়ে মুসলিম দেশগুলোতে চিরাচরিত সেই পারস্পারিক সৌহার্দের পবিত্র দৃশ্যগুলো অনুপস্থিত। নেই ইফতারের কোন উৎসবমুখর আয়োজন, নেই তারাবীতে মুছাল্লীদের সারি। দেখা হলে নেই সহজাত করমর্দন কিংবা কোলাকুলির দৃশ্য। কি ডাক্তার, কি সাধারণ মানুষ; কি নারী কি পুরুষ; কি মধ্যযুগীয় পশ্চাদপদ, কি আধুনিক; সবার মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস।

যে হিজাব আর নেকাব পরার জন্য মুসলিম নারীদের হেনস্থার শিকার হ'তে হ'ত, আজ তা পরিধান না করলেই হয় জরিমানা। পারিবারিক মিলনমেলা বন্ধ। বিবাহ-শাদী, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, সভা-সমাবেশ সবকিছু বন্ধ। অজানা আতংকে জগতজুড়ে কর্মচঞ্চল মানুষগুলো আজ স্রেফ ঘরবন্দী। কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন আর লকডাউনের ঘেরাটোপে গোটা মানব সমাজ নিমজ্জিত এক সীমাহীন স্থবিরতায়। এই দৃশ্যপটে ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর কোন বাছ-বিচার নেই। সমগ্র বনু আদম আজ এক কাতারে।

প্রিয় পাঠক! ২০২০ সালের প্রথম সূর্য যেদিন উদিত হয়েছিল, সেদিন কারো মনে ঘুণাক্ষরেও এমন চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল? সেদিন কেউ যেমন কল্পনা করেনি পৃথিবীর এমনরূপ কখনও দেখতে হবে, ঠিক তার বিপরীতে এখন কল্পনাও করতে পারছে না যে আগামীর পৃথিবীর রূপ কেমন হবে। পৃথিবী কি আবার আগের রূপে ফিরে যাবে, নাকি নতুন রূপে নিজেকে সাজিয়ে নেবে? বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি কোন দিকে মোড় নেবে? এক অন্তহীন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাড়িয়ে গোটা মানবসমাজ।

সেই উত্তর হয়ত আমরা অচিরেই পাব, কিংবা দেরিতে। কিন্তু সময় এখন গভীরভাবে আত্মোপলব্ধির। জীবনকে নিয়ে নতুন করে ভাববার। ২০০১ সালের নাইন ইলেভেন যেমন বিশ্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছিল, ২০২০ সালের করোনা ভাইরাস হয়ত তার চেয়ে বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে যাচ্ছে। এর কিছু নেতিবাচক দিক যেমন থাকবে, তেমনি কিছু থাকবে ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল- মানুষ হয়ত দিনে দিনে আরো অসামাজিক, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, প্রযুক্তিনির্ভর জীব হয়ে পড়বে। আর রাষ্ট্রগুলো হয়ে পড়বে আরও বেশী জাতীয়তাবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক। ফলে মানুষে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো হয়ে পড়বে শিথিল, উষ্ণতাহীন এবং নিরেট স্বার্থপ্রণোদিত। অপরদিকে ইতিবাচক দিকগুলো হ'ল, মানুষ হয়ত অর্থ আর ক্ষমতার মোহের পিছনে ছোটা থেকে কিছুটা হলেও পিছপা হবে। কেননা বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, তখন অর্থ আর ক্ষমতা যে কোনই কাজে আসে না, তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে করোনা। ফলে অন্যায়, পাপাচার, হিংস্রতা, অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি লোলুপতা, অন্যের বিনাশকামিতার মত ধ্বংসাত্মক চিন্তা থেকে মানুষ বেরিয়ে এসে আরও মানবিক হওয়ার কথা ভাববে। সেই সাথে জীবন-জীবিকার ইঁদুর দৌঁড়ে পরিবার-পরিজনকে ভুলতে বসা মানুষ নিজেকে নিয়ে, পরিবার ও সমাজকে নিয়ে ভাবার সুযোগ পাবে। আর এভাবেই হয়ত জন্ম নেবে আগামীর পৃথিবীকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার জন্য পরিচ্ছন্ন ও ইতিবাচক চিন্তাধারার। মানবসভ্যতার পুনর্বিনিমাণে যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তা আমাদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, এই পৃথিবীতে আমরা সামান্য একটি সৃষ্টি ব্যতীত কিছুই নই। পৃথিবীর পরিচালনায় একজন মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যার সামান্য ইশারায় সবকিছু নিমিষে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আসমান-যমীনের যিনি একচ্ছত্র মালিক, ফিরে যেতে হবে কেবল তাঁরই কাছে। করোনা আমাদের শিখিয়েছে, আমরা যতই নিজেদের বড় মনে করি, ক্ষমতাধর মনে করি, আইনের উর্ধ্বে মনে করি, আসল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। করোনা আমাদের শিখিয়েছে বস্তুগত উপকরণে আমরা যতই সমৃদ্ধ হই না কেন, কোন কিছুই আমাদেরকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়, কোনকিছু দিয়েই মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত।

অতএব সেই মহাশক্তিধর সত্তার কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণই আমাদের জীবনের পরমার্থ। বস্তুতঃ পৃথিবী ভাঙ্গা-গড়ার এই পরীক্ষা আল্লাহ এজন্যই নিয়ে থাকেন, যেন মানুষ তাঁর দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করে। অতএব করোনার এই বিপর্যয়কালে আসুন আমরা ধৈর্য ধারণ করি ও তওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসি। তাঁরই কাছে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মসমার্পণ করি। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, নিশ্চয়ই আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

আল-কুরআনুল কারীম :

১– يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ–

(১) ‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, তখন (তার পূর্বে বে-ওযূ থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর। আর যদি তোমরা নাপাক হয়ে যাও, তাহলে গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা টয়লেট থেকে আস কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহ’লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং এজন্য তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু’হাত উক্ত মাটি দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনরূপ সংকীর্ণতা চান না। বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করতে। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর’ *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

২– يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ–

(২) ‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না’ *(আ‘রাফ ৭/২৯-৩১)*।

৩– يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ–قُمْ فَأَنْذِرْ–وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ– وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ– وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ–فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ––

(৩) ‘হে চাদরাবৃত! উঠুন! ভয় প্রদর্শন করুন আপনার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোষাক পবিত্র করুন। অপবিত্রতা হ’তে দূরে থাকুন। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/১-৫, বাক্বারাহ ২/২২২)*।

৪– لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ–

(৪) ‘তুমি সেখানে কখনো দাঁড়াবে না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(তওবা ৯/১০৮)* ।

হাদীছে নববী :

৫– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

(৫) আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হ’ল মোচ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া (হাত ধোয়া), বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভীর নীচের পশম মুন্ডন করা এবং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। যাকারিয়া বলেন, হাদীছের রাবী মুস‘আব বলেন, দশমটির কথা আমি ভুলে গেয়েছি। সম্ভবতঃ সেটি হবে কুলি করা’।[১]

৬– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا–

(৬) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নাংশের লোম কামানো এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা যেন চল্লিশ দিনের বেশী রেখে না দেয়া হয়’।[২]

১. *মুসলিম হা/৪৯২;৫৬।*
২. *তিরমিযী হা/২৭৫৯।*

٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে, তখন তিনবার হাত না ধুয়ে যেন পানির পাত্রে তা না ডুবায়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, (ঘুমন্ত অবস্থায়) তার হাত কোথায় থাকে'।[৩]

٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ. وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ.

(৮) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের এখানে এসে এক বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালাকে দেখে বললেন, লোকটি কি তার চুলগুলোকে আঁচড়ানোর জন্য চিরুনী পায়না? তিনি ময়লা কাপড় পরিহিত অপর এক ব্যক্তিকে দেখে বলেন, লোকটি কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য পানি পায় না?'[৪]

٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَجُلاً جَمِيلاً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَىَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِى أَحَدٌ إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِى وَإِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْلِى أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এলো। লোকটি ছিল খুবই সুন্দর। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সৌন্দর্যকে ভালবাসি। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে কেউ আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক তা আমি চাই না, এমনকি কেউ যদি বলে, আমার জুতার ফিতার চাইতে তার ফিতাটা ভালো, সেটাও পসন্দ করি না। এরূপ করা কি অহংকার? প্রত্যুত্তরে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, না, বরং অহংকার হ'ল সত্যকে অবজ্ঞা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা'।[৫]

١٠- عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ-

(১০) আবু মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্রতা হ'ল ঈমানের অর্ধেক'।[৬]

৩. *মুসলিম হা/৮৭; মিশকাত হা/৩৯১।*
৪. *আবুদাউদ হা/৪০৬২।*
৫. *আবুদাউদ হা/৪০৯২।*
৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১; ছহীহুল জামে' হা/১৩১০৮।*

١١- عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِى مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.

(১১) আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজই আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমি দেখলাম তাদের ভাল কাজ হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং মন্দ কাজ হ'ল মসজিদের মধ্যে কাশি বা থুথু ফেলা এবং তা মিটিয়ে না ফেলা'।[৭]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) বলেন, তুমি যখন যথাযথ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হবে, তখন তুমি প্রকৃত ক্ষমা প্রার্থনাকারী হিসাবে বরিত হবে।[৮]

২. আ'মাশ (রহঃ) বলেন, পরিচ্ছন্নতা হ'ল কৃত পাপ থেকে তওবা করা এবং শিরক থেকে পবিত্র হওয়া।[৯]

৩. আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন, সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য পানি দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করতে হয়। কিন্তু প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা হ'ল পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়া'।[১০]

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াবী অপরিচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিল, সে আখেরাতে আল্লাহ্র সাথে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কেউ দুনিয়াতে অপরিচ্ছন্ন থাকে, তবে তার অবস্থা একজন কাফেরের মত, যে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[১১]

সারবস্তু :

১. ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দিয়ে বান্দা মহান প্রভুর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

২. ছালাত, তওয়াফ এবং কুরআন পাঠের মত বিশেষ ইবাদতে মনোনিবেশ করার অন্যতম মাধ্যম হ'ল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সমাজ জীবনের সুখ-শান্তির অন্যতম বাহন।

৪. প্রতিটি ইবাদতের প্রাণ হ'ল পরিশুদ্ধ ঈমান। আর তা অর্জিত হয় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে।

৫. এটি রোগব্যাধি থেকে বাঁচার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, যা চিকিৎসার চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়।

৭. *মুসলিম হা/১১২০; মিশকাত হা/৭০৯।*
৮. *মাজমাউল যাওয়ায়েদ ১/২২৩ পৃ.।*
৯. *তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৩৯১ পৃ.।*
১০. *ঐ।*
১১. *ইগাছাতুল লাহফান ১/৭১ পৃ.।*

রোগব্যাধিতে মুমিনের করণীয়

-শরীফ হোসাইন

রোগব্যাধি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুমিন বান্দার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এটা পূর্ব নির্ধারিত। কেননা আলাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। সুতরাং এর দ্বারা বান্দার আত্মশুদ্ধির এক মহা সুযোগ তৈরী হয়। মহান আল্লাহ বলেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 'বান্দা কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আলাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আলাহ সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ' *(তাগাবুন ৬৪/১১)*।

আর বিপদাপদ দ্বারা মুমিন ব্যক্তির পাপ দূর হয়ে থাকে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ 'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন'।[১] সুতরাং সকল বিপদাপদে একমাত্র আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে জনমনে রোগ সম্পর্কে ব্যাপক ভয়-ভীতি তৈরী হয়েছে। এ ব্যাপারে একজন মুমিনের করণীয় কী হবে, সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমতঃ তাক্বদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ধৈর্য ধারণ করা : প্রতিটি ইনসানের জীবন চক্র আবর্তিত হয় একটি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। অসুখ-বিসুখ, বালা-মুছীবতে মহান আল্লাহ সকলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ ক্ষেত্রে নাস্তিক, মুরতাদ, নৈরাশ্যবাদী কাফেররা অব্যক্ত যাতনায় ভোগে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা তাদের চিরন্তন অভিভাবক হলেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। ফলে তাকদীরে বিশ্বাস মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সমাধান। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আববাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাবো। আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে। তাহলে তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন। আল্লাহকে স্বরণ করলে, তাকে তোমার সামনেই পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহ্র নিকট চাইবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। জেনে রাখ, যদি উম্মতের সবাই তোমার কোন উপকারের জন্য একত্রিত হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবাই তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবে কেবল অতটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, احفظ الله تجده أمامَك ، تَعرَّفْ إلى الله في الرَّخاء يَعْرِفْك في الشِّدَّةِ واعلَمْ أنَّ ما أخطأَكَ لم يَكُن لِيُصِيبَكَ، وما أصابَكَ لم يَكُن ليُخطِئَكَ واعلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِ، وأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأنَّ معَ العُسْرِ يُسراً 'আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্বরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখ, যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আর জেনে রেখ, ধৈর্য্যধারণের ফলে (আল্লাহ্র) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে'।[২]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, মুমিন বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে শোকর আদায় করে, আর যদি দুঃখ মুছীবত আসে তবে সে ছবর করে। অতএব প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে'।[৩]

১. *বুখারী হা/৫৬৪১; মুসলিম হা/২৫৭২; মিশকাত হা/ ১৫৩৭।*

২. *তিরমিযী হা/২৫১৬; আহমাদ হা/২৮০৪; মিশকাত হা/৫৩০২।*

৩. *মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান২৮৯৬।*

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়া : রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল বালা-মুছীবত থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট আশ্রয় চাইতেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ 'আমরা তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি নত হয়নি এবং তারা মিনতিও করেনি' *(মুমিনুন ২৩/৭৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 'যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন' *(শো'আরা ২৬/৮০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ– 'তোমরা বালা মুছীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া, অশুভ পরিণতি এবং দুশমনের আনন্দিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাও'।[৪] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ 'যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দো'আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দো'আকে আবশ্যিক করে নাও'।[৫]

রোগাক্রান্ত অবস্থায় যেমনটি আইয়ুব (আঃ) দো'আ করেছিলেন। যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ভাষায়, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ– فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ 'আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন, আমি কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি সর্বোচ্চ দয়াশীল'। 'অতঃপর আমরা তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে। আর এটা হ'ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/৮৩-৮৪)*। এছাড়া আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ الأَسْقَامِ سَيِّئِ 'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বা-ম' (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেত রোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠ এবং সব ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে'।[৬]

২. اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَدْوَاءِ– 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মন্দ চরিত্র, মন্দ কামনা, মন্দ কাজ ও মন্দ ব্যধি হতে দূরে রাখ'।[৭]

৩. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 'আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব' (আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি'।[৮]

এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আমরা বিভিন্ন রোগব্যাধিতে বাঁচতে পারি।

১. পাত্র ঢেকে রাখা : পাত্র ঢেকে রাখা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ– 'তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে এবং মশকসমূহের মুখ এটে রাখবে। কেননা বছরে একটি রাত আছে, যে রাতে মহামারী নাযিল হয়। যে কোন অনাবৃত পাত্র এবং বন্ধনমুক্ত মশকের উপর দিয়ে তা অতিক্রম করে তাতেই সে মহামারী নেমে আসে'।[৯]

২. সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র নিকট সুস্থতা কামনা করা :

হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي يَعْنِي الْخَسْفَ– ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল ও সন্ধ্যায় এ দো'আ কখনই পরিত্যাগ করতেন না। হে আল্লাহ! আমি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার কাছে সুস্থতা চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দীন ও দুনিয়ার ক্ষমা ও কল্যাণ চাই; আর আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের জন্য ও কল্যাণ চাই! হে আল্লাহ! আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন এবং আমার অন্তরে শান্তি প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করুন-আমার ডান দিক হতে, বাম দিক হতে, সামনে হতে, পেছন হতে এবং উপর ও নীচের দিকের ক্ষতি থেকে। রাবী ওয়াকী (রহঃ) বলেন, যমীনের মধ্যে ধ্বসে যাওয়া থেকে।[১০]

---

৪. বুখারী হা/৬৬১৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০১৬।
৫. তিরমিযী হা/৩৫৪৮; হাকেম হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/২২৩৯।
৬. আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০১৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৪৭০।
৭. হাকেম হা/১৯৪৯।
৮. মুসলিম হা/২৭০৮, মিশকাত হা/২৪২২।
৯. মুসলিম হা/২০১৪; মিশকাত হা/৪২৯৮।
১০. আবু দাঊদ হা/৫০৭৬; আহমাদ হা/৪৭৮৫; মিশকাত হা/২৩৯৭।

রোগ আসার পূর্বে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা। এ বিষয়ে হাদীছ, উসমান ইবন আফফান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দো'আ তিনবার পড়বে, সকাল পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না। দো'আটি হ'ল, بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

অর্থাৎ আমি শুরু করছি সে আল্লাহ্র নাম নিয়ে, যার নাম নিলে যমীন ও আসমানের কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

আর যে ব্যক্তি সকালে এ দো'আ তিনবার পাঠ করবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হবে না'।[১১]

৩. অধিক পরিমাণে দো'আয়ে ইউনুস পাঠ করা :

আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ কর মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপর কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘণ অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘণকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

ইবনু কাছীর বলেন, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ 'আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা অত্যাধিক কষ্টে উপনীত হন তখন একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহকে ডাকে। বিশেষ করে তারা যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হতেন তখন তারা এই দো'আ করতেন' *(ইবনু কাছীর ৫/৩৬৮ পৃঃ)*।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার নবী যুন-নূন ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাকালে যে দো'আ করেছিলেন তা হ'ল, لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আমি নিশ্চয় যালিমদের দলভুক্ত নই *(সূরা আম্বিয়া ৮৭)*। যে কোন মুসলিম লোক কোন বিষয়ে কখনো এ দো'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেন'।[১২]

হাদীছে এসেছে, ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে আমাকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে বসে ছিলাম। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ে জানাবো না যে, তোমাদের কোন ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কষ্ট বা মুছীবতে নিপতিত হয় এবং দো'য়া করলে তা থেকে মুক্ত হয়? উনাকে বলা হল, জী, আপনি বলুন। তিনি বলেন, (দো'আ যিন নূন) দো'আ ইউনুস পাঠ করবে'।[১৩]

৪. অধিক পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা :

অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করুন। কেননা এটা মুমিনের জন্য আরোগ্য দানকারী। মহান আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু পাপীদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(বনী ইস্রাইল ১৭/৮২)*।

তিনি আরও বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসে গেছে উপদেশবাণী (কুরআন) এবং অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়কারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত' *(ইউনুস ১০/৫৭)*।

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ- 'যদি আমরা আজমী (অনারব ভাষায়) কুরআন নাযিল করতাম, তাহলে ওরা বলতঃ যদি এই আয়াতগুলি (আমাদের ভাষায়) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হত। কি আশ্চর্য! কুরআন হ'ল আজমী অথচ রাসূল হলেন আরবী!! তুমি বলে দাও যে, এটি বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও ব্যাধির আরোগ্য। আর যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন তাদের উপর অন্ধকার। ওদেরকে যেন বহু দূর থেকে আহ্বান করা হচ্ছে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৪)*।

৫. ক্বিয়ামুল লাইল :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الجَسَدِ. 'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদাত করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের নিত্য আচরণ ও প্রথা। রাতের ইবাদাত আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, পাপকর্মের প্রতিবন্ধক, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং দেহের রোগ দূরকারী'।[১৪]

---

১১. *আবু দাঊদ হা/৫০৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/২৩৯১।*
১২. *তিরমিযী হা/৩৫০৫; আহমাদ হা/১৪৬২; মিশকাত হা/২২৯২।*
১৩. *হাকেম হা/১৮৬৪; ছহীহাহ হা/১৭৪৪।*
১৪. *তিরমিযী হা/৩৫৪৯।*

৬. বাড়ীতে থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ :

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এ দো'আটি পড়া, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ। কেননা হাদীছে এসেছে, 'যখন কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দো'আ পড়ে, 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, ভরসা করছি আল্লাহ্র উপর, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন ক্ষমতা নেই'। তখন ফেরেশতা তাকে বলে, তুমি হিদায়াত পেয়েছ, তোমাকে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এ দো'আ তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন শয়তান তার থেকে আলাদা হয়ে যায়, আর অন্য শয়তান তাকে বলে, এখন তুমি তার কি ক্ষতি করতে পার? যে হিদায়াত পেয়েছে, এ দো'আ তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তাকে সমস্ত বালা-মসীবত থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।[১৫]

৭. মধু ও কালোজিরা খাওয়া :

মধু হ'ল এক মহা প্রতিষেধক, যা যেকোন রোগের জন্য প্রতিকারক। মহান আল্লাহ মধুন গুণাগুণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন, ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 'অতঃপর তুমি সর্বপ্রকার ফল-মূল হতে ভক্ষণ কর? অতঃপর তোমার প্রভুর পথ সমূহে (অর্থাৎ গাছে, পাহাড়ে প্রভৃতিতে) প্রবেশ কর বিনীতভাবে। তার পেট থেকে নির্গত হয় নানা রংয়ের পানীয়। যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য নিহিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য' *(নাহল ১৬/৬৯)*।

আর কালোজিরা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ مِنَ السَّامِ 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ'।[১৬]

৮. আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দো'আ :

এসময় আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। আর সেটি হ'ল- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا 'আযহিবিল বা'স, রববান না-স! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা' (কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগকে বাকী রাখেনা'।[১৭]

৯. মহামারী এলাকায় না যাওয়া ও আক্রান্ত এলাকা থেকে বের না হওয়া :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ 'তোমরা যখন কোন এলাকায় (মহামারীর) প্রাদুর্ভাবের কথা শোন, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব নেমে আসে, আর তোমরার সেখানে থাক, তাহ'লে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না'।[১৮] অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ 'রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের মধ্যে মিশাবে না'।[১৯] অপর হাদীছে এসেছে, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ- নবী (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহামারী রোগের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তখন আল্লাহ্র নবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অবহিত করেন যে, এটি হচ্ছে এক প্রকারের আযাব। আল্লাহ যার উপর তা পাঠাতে ইচ্ছা করেন, পাঠান। কিন্তু আল্লাহ এটিকে মুমিনদের জন্য রহমতস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব মহামারী রোগে কোন বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে, এই বিশ্বাস নিয়ে আপন শহরে অবস্থান করতে থাকে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোন বিপদ তার উপর আসবে না; তাহ'লে সেই বান্দার জন্য থাকবে শহীদ ব্যক্তির ছওয়াবের সমান ছওয়াব'।[২০]

উপসংহার : মহান আল্লাহ প্রতিটি অসুখের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করেছেন, তবে মৃত্যু ব্যতীত। চিকিৎসা করার পরেও যদি রোগব্যাধি ভাল না হয়, তাহলে মুমিন বান্দাকে সর্বদা এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যা কিছু হচ্ছে, সবকিছু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে এবং এতেই ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে যাবতীয় বালা-মুছীবত থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

[লেখক : মাস্টার্স, দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া]

১৫. আবু দাঊদ হা/৫০৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৬; মিশকাত হা/২৪৪৩।
১৬. বুখারী হা/৫৬৮৭; মুসলিম হা/২২১৫; মিশকাত হা/৪৫২০।
১৭. বুখারী হা/৫৭৫০; মুসলিম হা/; মিশকাত হা/১৫৩০।
১৮. বুখারী হা/৫৭২৯; মুসলিম হা/২২১৯; মিশকাত হা/১৫৪৮।
১৯. বুখারী হা/৫৭৭৪; মুসলিম হা/২২২১; আহমাদ হা/৯৬১০।
২০. বুখারী হা/৫৭৩৪; আহমাদ হা/২৪৪০৩।

মানব জীবনে পাপের কুপ্রভাব

-মুজাহিদুল ইসলাম

মানুষ মাত্রই ভুলকারী। ভুল করার প্রবণতা আছে বলেই আমাদেরকে মানুষ বলা হয়। যারা ভুল বা পাপ করার পর সেই পাপ থেকে ফিরে আসে না এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা, তাদের দেহ-মন পাপের কালিমায় কলুষিত হয় এবং গুনাহের প্রভাবে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। আর তাদের জন্য আখেরাতের শাস্তি তো আছেই। পাপ মানুষের দুনিয়াবী জীবনে কেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

পাপের পরিচয় :

পাপ বা গুনাহ শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ হ'ল- অন্যায়, কলুষ, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি ইত্যাদি।[১] আরবী সমার্থবোধক শব্দ الإثم، المعصية، الذنب প্রভৃতি পাপ বা গুনাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পারিভাষিক অর্থে, ترك ما أوجب وفُرض من كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم وارتكاب ما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة 'পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মাধ্যমে যা কিছু ওয়াজিব ও ফরয করা হয়েছে, তা পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা থেকে নিষেধ করেছেন, তাতে লিপ্ত হওয়া। সেটা কথার মাধ্যমে হোক বা কর্মের মাধ্যমে হোক, প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক'।[২] ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন- المعصية هي مخالفة الأمر الشرعي 'শার'ঈ নির্দেশের বিপরীত কর্মই হ'ল পাপ'।[৩] আহমাদ আল-মারাগী (মৃ:১৩৭১হিঃ) বলেন, الذنب: هو التقصير فى المعاملة بين العبد وربه 'বান্দা ও তার রবের সম্পর্কের মাঝে যা কিছু অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাকে পাপ বলা হয়'।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ 'পাপ হ'ল যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং সেটা মানুষ জানতে পারুক তা তুমি অপসন্দ কর'।[৫] মোটকথা পাপ হ'ল এমন কথা এবং কাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘিত হয়, সেটা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক।

পাপের প্রকারভেদ :

প্রকৃতিগতভাবে পাপ সাধারণত ৪ প্রকার :

(১) আক্বীদাগত পাপ। যেমন: শিরক, মুনাফিক্বী।

(২) চারিত্রিক পাপ। যেমন: যিনা-ব্যভিচার, মাদকতা প্রভৃতি।

(৩) ইবাদতে ক্ষেত্রে পাপ। যেমন: ছালাত পরিত্যাগ করা, ছালাতে অবহেলা করা, যাকাত আদায় না করা ইত্যাদি।

(৪) মু'আমালাতগত পাপ। যেমন: সুদ-ঘুষ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, চুরি ইত্যাদি।[৬]

ধরণগত দিক থেকে পাপ দুই প্রকার- বড় পাপ এবং ছোট পাপ। ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন- والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، بنصّ القرآن والسنة، وإجماع السلف، وبالاعتبار 'কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের ইজমার ভিত্তিতে পাপ দুই প্রকার- ১. কবীরা গুনাহ এবং ২. ছগীরা গুনাহ।[৭]

মানব জীবনে পাপের কুপ্রভাব :

মুসলিম বলতেই সবারই এ কথা জানা উচিৎ যে, বিষ যেমন শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তেমনিভাবে গুনাহও অন্তরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে তাতে ক্ষতির তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতে যত অকল্যাণ অথবা ব্যাধি রয়েছে তার মূলে রয়েছে গুনাহ ও পাপাচার। এর কারণেই আদম ও হাওয়া (আঃ) একদা জান্নাত থেকে বের হতে বাধ্য হন। এরই কারণে শয়তান ইবলীস আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। এরই কারণে নূহ (আঃ)-এর যুগে বিশ্বব্যাপী মহা প্লাবন দেখা দেয় এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও বস্তু ছাড়া সবই ধ্বংস হয়ে যায়। এরই কারণে হূদ (আঃ)-এর যুগে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এরই কারণে ছালিহ (আঃ)-এর যুগে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে সবাই হৃদয় ফেটে অথবা হৃদয় ছিঁড়ে মারা যায়। এরই কারণে লূত্ব (আঃ)-এর কওমকে উল্টিয়ে তাতে পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং শুধু একজন ছাড়া তাঁর পরিবারের সকলকেই রক্ষা করা হয়। আর অন্যরা সবাই দুনিয়া থেকে একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়। এরই কারণে শু'আইব (আঃ)-এর যুগে আকাশ থেকে আগুন

---

১. *বাংলা একাডেমী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃ:৭৪৬।*
২. *হামিদ মুছলেহ, আল-মা'আছী ও আছারুহা, পৃ:৩০।*
৩. *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৮/২৬৯।*
৪. *তাফসীরে মারাগী ৪/ ১৬১*
৫. *মুসলিম হা/২৫৫৩; তিরমিযী হা/২৩৮৯; মিশকাত হা/৫০৭৩।*
৬. *আল-মা'আছী ও আছারুহা, পৃ:৩৯।*
৭. *মাদারিজুস সালেকীন ১/৩৪২।*

বর্ষিত হয়। এরই কারণে ফির‘আউন ও তার বংশধররা লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়। এরই কারণে ক্বারূন তার ঘর, সম্পদ ও পরিবারসহ ভূমিতে ধসে যায়।[৮] এরই কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইস্রাঈল তথা ইহুদীদের উপর এমন শত্রু পাঠিয়ে দেন, যারা তাদের এলাকায় ঢুকে তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে, তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের সকল সম্পদ লুটে নেয়। এভাবে একবার নয়। বরং দু’ দু’ বার ঘটে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে কসম করে বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ‘(হে নবী!) তুমি স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করলেন, তিনি অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদীদের প্রতি এমন লোক পাঠাবেন যারা ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে’ *(আ‘রাফ ৭/১৬৭)*।

সুতরাং পাপের কুপ্রভাব ও ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়। মুমিন বান্দাকে পাপের এই কুপ্রভাব সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকে। সে কখনো প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পাপ ও দুনিয়াবী বাহ্যিক চাকচিক্যের অতল গহ্বরে নিজেকে বিলীন করতে পারে না। যেমন হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ‘লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-কে কল্যাণ বা নেকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। আমি তাঁকে অকল্যাণ ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। যেন সেটা আমাকে পেয়ে না বসে’।[৯] নিম্নে মানব জীবনে পাপের কুপ্রভাব বিস্তারের কিছু নমুনা আলোচনা করা হ’ল।

১. পাপের কারণে রিযিক সংকুচিত হয় ও জীবন বরকত শূণ্য হয়ে পড়ে :

পাপের কারণে আল্লাহ তার বান্দার জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেন এবং তার রিযিক সংকুচিত করে দেন। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খাদ্যাভাব, অভাব-অনটন ও দারিদ্রতার মূল কারণ আমাদের পাপ। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা সতর্ক নই। ছাওবান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ‘সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কিছু আয়ুস্কাল বাড়াতে পারে না এবং দো‘আ ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষ তার পাপকাজের দরুন তার প্রাপ্য রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়’।[১০]

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় অংশের সনদ যঈফ হলেও তার মর্মার্থ ছহীহ। কারণ পবিত্র কুরআনের আয়াত এর সত্যতা স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ‘যদি তার তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের উপর নাযিলকৃত বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করত। তাহলে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে আহার করত’ *(মায়েদা ৫/৬৬)*। প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আলী (রাঃ) বলেন,

إِذا كُنتَ في نِعمَةٍ فَارعَها * فَإِنَّ الـمَعاصي تُزيلُ النِعَم.

وَحافِظ عَلَيها بِتَقوى الإِلَهِ * فَإِنَّ الإِلَهَ سَريعُ النِّقَم.

‘যখন তুমি আল্লাহ নি‘মতের মধ্যে থাক, তখন এর যত্ন নাও। কারণ, গুনাহ নি‘মাতকে দূর করে দেয়। আর তুমি আল্লাহভীতির মাধ্যমে সেই নি‘মতকে সংরক্ষণ কর। কেননা, নিশ্চয় ইলাহ/ আল্লাহ দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী’।[১১] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, إن للحسنة نورا في القلب، وزينا في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق . وإن للسيئة ظلمة في القلب، وشينا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق ‘নিশ্চয় নেক আমলের প্রভাব হ’ল- অন্তরের আলো, চেহারার উজ্জ্বলতা, শরীরের শক্তিমত্তা, রিযিকের প্রশস্তি এবং সৃষ্টিকূলের আন্তরিক ভালোবাসা। আর গুনাহের প্রভাব হ’ল- অন্তরের অন্ধকার, চেহারার কলুষতা, শরীরের দুর্বলতা, রিযিকের সংকট এবং সৃষ্টিকূলের অন্তরসমূহের ঘৃণা ও অপসন্দনীয়তা’।[১২] আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ‘যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার রিযিক বৃদ্ধি হোক অথবা তার হায়াত বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তাদের সাথে সদাচরণ করে’।[১৩] সুতরাং বোঝা গেল, নেকীর কারণে বান্দার রিযিক বরকতমণ্ডিত ও প্রশস্থ হয় এবং পাপের কারণে রিযিক সংকুচিত হয়।

২. পাপ জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে :

জ্ঞানের আলো বান্দার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অনন্য নে‘মত। কোন পাপী বান্দা জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারে না এবং লাভ করলেও সেই আলো দ্বারা উপকৃত হ’তে পারে না। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘একবার ইমাম

৮. ইবনুল কাইয়ুম, আল-জাওয়াবুল কাফী (আদ্দা-উ ওয়াদ্দাওয়া) পৃ: ৪২-৪৩।
৯. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭।
১০. ইবনে মাজাহ হা/৪০২২; সনদ হাসান। তবে ‘মানুষ তার পাপকাজের দরুন তার প্রাপ্য রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়’ অংশটুকু যঈফ।

১১. দীওয়ানে ইমাম আলী, পৃ: ২১৫।
১২. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃ: ৪৪১।
১৩. বুখারী হা/২০৬৭; মুসলিম হা/৬৬৮৭; আবু দাঊদ হা/১৬৯৩।

মালেক (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তোমার হৃদয়ে জ্ঞানের আলো দান করেছেন। সুতরাং পাপের অন্ধকার দিয়ে এটাকে নিভিয়ে দিওনা'। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ** فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور ** ونور الله لا يهدى لعاصي.

'আমি আমার ওস্তাদ ওয়াকী'র কাছে আমার মুখস্থ শক্তির দুর্বলতা নিয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি আমাকে পাপ ত্যাগ করার দিক্ষা দিলেন। আর আমাকে জানালেন যে, জ্ঞান হ'ল আলো। কোন পাপী বান্দাকে আল্লাহ্র এই আলো দান করা হয় না'।[১৪] স্বাভাবিকভাবেই মানের মাঝে একটা প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে যে, একজন পাপিষ্ট ব্যক্তি তো কখনো কখনো মুমিন বান্দার চেয়ে জ্ঞান ও মেধাশক্তিতে এগিয়ে থাকে। এর কারণ কি? উত্তর মহান আল্লাহ সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

'তাদেরকে ঐ লোকের সংবাদ পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে সেগুলোকে এড়িয়ে যায়। অতঃপর শয়তান তাকে অনুসরণ করে, ফলে সে পথভ্রষ্টদের দলে শামিল হয়ে যায়।

আমি ইচ্ছে করলে আমার নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চতর মর্যাদা দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে পড়ল আর তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তাই তার দৃষ্টান্ত হল কুকুরের দৃষ্টান্তের মত। যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপাও তাহলে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তাকে ছেড়ে দিলেও জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। এটাই হল ঐ সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যে মনে করে অমান্য করে। তুমি এ কাহিনী শুনিয়ে দাও যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-১৭৬)*।

৩. পাপ মানব হৃদয়কে মেরে ফেলে :

পাপ বান্দার অন্তরে তার সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার বীজ বপন করে। বান্দা ও তাঁর রবের মধ্যকার নির্মল ভালোবাসার অন্তরায় সৃষ্টি করে। আর এই পাপের পরিমাণ যখন বেড়ে যায়, তখন অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে মরে যায়। ইমাম ইবনুল মুবারাক (রহঃ) বলেন,

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ ... وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا

وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ ... وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا

'আমি দেখেছি যে, পাপ অন্তরকে মেরে ফেলে এবং পাপে লিপ্ত থাকা অপমান কুড়িয়ে আনে। পক্ষান্তরে পাপ পরিহার করা অন্তরকে জীবিত রাখে এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার মাঝেই আত্মার কল্যাণ নিহিত'।[১৫] হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

'চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দু'টি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। এটি সাদা পাথরের ন্যায়; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিৎনা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো সাদা মিশ্রিত কালো কলসির ন্যায়, তার প্রবৃত্তির মধ্যে যা গেছে তা ছাড়া ভাল-মন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না'।[১৬] অর্থাৎ, ফিৎনার কারণে পাপিষ্ট অন্তর ভাল-মন্দের খেই হারিয়ে ফেলে। কারণ পাপের দরুন তার হৃদয় মরে যায়। তবে এই মৃত অন্তরকে তাওবাহ ও ইসতিগফারের মাধ্যমে জীবিত করা যায়। আবু হুরায়রন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ-كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-

'বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহর কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবাহ করে, তখন

১৪. *ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ: ৫৮।*

১৫. *শারহুত ত্বাহাবিয়্যাহ, পৃ: ২০৪; হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/২৭৯; আল-মুজালাসা ওয় জাওয়াহিরিল ইলম ২/৩০।*

১৬. *ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪।*

তার অন্তর পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তা'আলা যার বর্ণনা করেছেন, 'কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে' *(মুত্বাফফিফীন ১৪)*।[১৭]

এ ব্যাপারে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যখন কোন পাপ করে, তখন পাপ তার অন্তরে একটি গিঁট দিয়ে দেয়। তারপর আবার পাপ করলে আরো একটি গিঁট দেয়। অবশেষে পাপ তার অন্তরকে বেষ্টন করে ফেলে'।[১৮] ফলে তার অন্তর সেই পাপাচারের ঘোর অমানিষা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না।

৪. পাপের কারণে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় :

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তার সবগুলো আমাদের পাপের ফসল। খরা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, প্লাবন, মহামারি প্রভৃতি বিস্মৃতির মূল কারণ হ'ল আমাদের কৃত পাপ ও গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'মানুষের কৃতকর্মের ফলে জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কিছু কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে' (রূম ৩০/৪১)। অত্র আয়াতে 'কিছু কর্মের' (بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) অর্থ হ'ল কিছু পাপের শাস্তি মানুষ দুনিয়ায় ভোগ করবে। আর সব বাকী থাকবে আখেরাতের জন্য। অর্থাৎ পাপ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এখানে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি হাদীছ উল্লেখ করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

'হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। (১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। (২) যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে, তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। (৩) যখন তার যাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। (৫) যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন'।[১৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে বৈশ্বিক জীবনে যত মহামারি, সংকট, বিপদাপদ ও কষ্টের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তা কেবল আমাদের পাপ ও অবাধ্যতার কারণে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এহেন কর্ম থেকে রক্ষা করুন।

৫. পাপ লজ্জা-শরম কমিয়ে দেয় :

পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে বান্দার লজ্জা শরম অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে যা ইচ্ছা তাই করতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ 'নবীদের কালাম থেকে মানবজাতি যা কিছু লাভ করেছে, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল, যখন তোমার লজ্জ-শরম থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে'।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'।[২১] সুতরাং পাপের ফলে যখন বান্দা লজ্জাহীন হয়ে যায়, তখন তার ঈমানটাও পঙ্গু হয়ে যায়।

৬. পাপীর পার্থিব অবস্থা দারিদ্র পীড়িত ও সংকটাপন্ন হয় :

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা পাপে লিপ্ত হয়, দারিদ্রতা তাদেরকে গ্রাস করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তোমাদেরকে

১৭. *তিরমিযী হা/৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; সনদ হাসান।*
১৮. *তাফসীরে কুরতুবী ১৯/২৫৯।*
১৯. *ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহাহ্ হা/১০৬; সনদ হাসান।*
২০. *বুখারী হা/৩৪৮৩; মিশকাত হা/৫০৭২।*
২১. *নাসাঈ হা/৫০০৬; ইবনু মাজাহ হা/৫৮; সনদ ছহীহ ।*

অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়' *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 'যদি তার তাওরাত, ইঞ্জিল এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের উপর নাযিলকৃত বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করত। তাহলে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে আহার করত' *(মায়েদা ৫/৬৬)*। আর যারা আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে প্রবৃত্তি পূজায় লিপ্ত হয়, দারিদ্রতা তাদের চির সাথী হয়। বাহ্যিকভাবে সে ধনাঢ্য হলেও, তার ভিতরটা নিঃস্বতায় ভরপুর হয়ে যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার অন্তরকে আমার ইবাদতের জন্য খালি করে নাও, আমি তোমার অন্তরকে সচ্ছলতা দ্বারা ভরে দেব এবং তোমার অভাবের পথ বন্ধ করে দেব। অন্যথায় আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততা দ্বা ভরে দেব এবং তোমার অভাবের পথ কখনো বন্ধ করবো না'।[২২]

৭. পাপীদের জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে :

মহান আল্লাহ পাপীকে মনে রাখেন না। সেকারণ পাপিষ্ট ব্যক্তির জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করল, সে আল্লাহ্র নিরাপত্তায় চলে গেল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র যিম্মাদারিকে নষ্ট করো না। কেননা যে ব্যক্তি তা নষ্ট করবে, আল্লাহ তাকে তলব করে এনে উল্টেমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[২৩]

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। তারাই হ'ল পাপিষ্ট' *(হাশর ৫৯/১৯)*।

৮. পাপী ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও মানুষের কাছে ঘৃণিত হয় :

আল্লাহ পাপী ব্যক্তির উপর মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন। ফলে সবাই তাকে অপসন্দ করে। এমনকি তার পাপ সম্পর্কে অবগত না থাকলেও তার প্রতি মানুষে খারাপ ধারণা তৈরী হয়। তার অর্থ-সম্পদ ও সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা থাকলেও কেউ তাকে মন থেকে ভালোবাসে না। এর কারণ হ'ল পাপের কারণে আল্লাহ তাকে অপসন্দ করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.

'আল্লাহ তা'আলা যদি কোন বান্দাকে পসন্দ করেন তখন জিবরীল (আঃ)-কে ডাক দেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই আমি অমুক লোককে পসন্দ করি, তুমিও তাকে পসন্দ কর। তিনি বলেন, তখন জিবরীল (আঃ) তাকে পসন্দ করেন। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীতে ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক লোককে পসন্দ করেন, সুতরাং আপনারাও তাকে পসন্দ করুন। তখন আকাশবাসীরা তাকে পসন্দ করে। তিনি বলেন, এরপর দুনিয়াতে তাকে নন্দিত, সমাদৃত করা হয়। আর আল্লাহ যদি কোন লোকের উপর রাগ করেন তখন জিবরীল (আঃ)-কে ডাক দেন এবং বলেন, আমি অমুক বান্দার উপর রাগ করেছি, তুমিও তার প্রতি নারায হও। তিনি (ছাঃ) বলেন, তখন জিবরীল (আঃ) তার উপর রাগান্বিত হন। তারপর তিনি আকাশবাসীদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অমুকের উপর রাগান্বিত। কাজেই আপনারাও তার উপর ক্রোধান্বিত হোন। তিনি বলেন, তখন লোকেরা তার উপর দুশমনি পোষণ করে। তারপর তার জন্য পৃথিবীতে শত্রু বানিয়ে দেয়া হয়'।[২৪] সুতরাং কোন বান্দা যদি গোপনেও আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে এবং পাপে লিপ্ত হয়, তার প্রতি মানুষের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর যে যদি গোপনেও আল্লাহ্র আনুগত্য করে এবং তাঁকে ভয় করে, মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি মহাব্বত পয়দা হয়। যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন, مَنِ اتَّقَى اللهَ حَبَّهُ النَّاسُ وَإِنْ كَرِهُوا 'যে আল্লাহকে ভয় করে, মানুষ তাকে গোপনে ভালোবাসে, যদিও প্রকাশ্যে তাকে অপসন্দ করে'।[২৫] আবূদ্দারদা (রাঃ) বলেন, إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى، فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر 'মানুষ

২২. *তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; মিশকাত হা/৫১৭২; সনদ ছহীহ।*
২৩. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৫; মিশকাত হা/৬২৭; ছহীহ হাদীছ।*
২৪. *মুসলিম হা/২৬৩৭; মিশকাত হা/৫০০৫; ছহীহ হাদীছ।*
২৫. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২২২।*

যখন নির্জনে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তখন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অন্তর সমূহে তার প্রতি অপসন্দনীয়তা এমনভাবে স্থাপন করেন যে, সে বুঝতেই পারে না'।[২৬]

৯. পাপ আল্লাহ ও বান্দার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে :

পাপের কারণে আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝে দূরত্ব তৈরী হয়। অনেক সময় মনে প্রশ্ন আসতে পারে, আমি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করি, কিন্তু মানুষ আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে না কেন? আমি আমার সন্তানদের জন্য এত কষ্ট করি, তাদেরকে এতো ব্যয় করি, তবুও তারা আমার অবাধ্য কেন? স্ত্রীকে এতো ভালোবাসি, কিন্তু সে আমার আনুগত্য করছেনা কেন? তাহলে জেনে রাখা দরকার যে, আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন পাপগুলোই এর মূল কারণ। আমাদের পাপের কারণে মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি রাগান্বিত হন, তাই সৃষ্টিকুলও আমাদের অবাধ্য হয়। কোন এক সালাফী বিদ্বান বলেছেন, لأعصي الله سبحانه، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي 'আমি যখন আল্লাহ অবাধ্যতা করি, তখন আমি এর কুপ্রভাব আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর আচার-আচরণের মাঝে দেখতে পাই'।

১০. পাপ ভাল-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা নষ্ট করে দেয় :

অনবরত গুনাহ করার ফলে পাপী ব্যক্তির হৃদয় ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। ফলে ঘোর অন্ধকারে তার জীবন ছেয়ে যায়।

২৬. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, ১৮৬ পৃ:*

তবে সে যদি আল্লাহকে ভয় করে পাপ থেকে তাওবাহ করে ফিরে আসে। তাহলে তাকে আবার সেই যোগ্যতা প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর মহাকল্যাণের অধিকারী' *(আনফাল ৮/২৯)*।

উপসংহার :

আলোচ্য নিবন্ধে পাপের কতিপয় দুনিয়াবী প্রভাব আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর আখেরাতে এর ভয়ানক প্রতিফল তো আছেই। সুতরাং জান্নাত পিয়াসী মুমিন বান্দার কর্তব্য হ'ল যাবতীয় ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সকল পাপ থেকে বিরত থাকা এবং শয়তানের প্ররোচনায় কখনো পাপ করে ফেললে সাথে সাথে তওবা করে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করা। তা না হ'লে আমরা দুনিয়াতে যেমন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হব, তেমনি আখেরাতেও মহা আযাবের সম্মুখীন হব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে পাপ থেকে বিরত থাকার এবং তাওবা করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

[লেখক : কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী, ও সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী সদর]

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

রামাযানের আমলনামা

–আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা : পবিত্র মাহে রামাযান সমাগত। মুমিন-মুসলমানের রামাযানের প্রতিটি ক্ষণ যেন ভরে উঠে রহমত, বরকত, মাগফিরাতের উষ্ণ আভায়। নিম্নে সফল রামাযান উদযাপনে রামাযানের আমলনামা পেশ করা হ'ল।

১. ছিয়াম : মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ–'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমান ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[১]

২. একনিষ্ঠ নিয়ত : মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, رُبَّ عَمَلٍ صَغِيْرٍ تُعَظِّمُهُ النِّيَّةُ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيْرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ 'নিয়ত গুণে অনেক ছোট আমলও বড় আমলে পরিণত হয়; আবার অনেক বড় আমলও ছোট আমলে পরিণত হয়'।[২]

৩. সাহারী গ্রহণ ও আলহামদুলিল্লাহ বলা : মহান আল্লাহ বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ– 'আর তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً 'তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে'।[৩] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট, যে খাওয়ার পরে তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং পানীয় পান করার পরে তার শুকরিয়া স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলে'।[৪]

৪. মিসওয়াকসহ অযূ ও জান্নাত পাওয়ার পূর্ণ নিশ্চয়তা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের জন্য (বা তিনি বলেন, লোকদের জন্য) যদি কঠিন মনে না করতাম, তা হ'লে প্রত্যেক ছালাতের সাথে তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৫] রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওযু করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায়, এমন কি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়'।[৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করার পর বলে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ 'তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছামত যে কোন দরজা দিয়েই তাতে যেতে পারবে'।[৭]

৫. ওযুর পরে দু'রাক'আত ছালাত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে কোন মুসলমান উত্তমরূপে ওযু করে অন্তর ও স্বীয় মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যায়'।[৮]

৬. আযানের দো'আ : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে আযানের দো'আ পাঠ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে'।[৯]

৭. আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো'আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ 'আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দো'আ কখনই প্রত্যাখ্যাত হয়না'।[১০]

৮. সকাল-বিকেল মসজিদে গমন : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ 'যে ব্যক্তি সকাল বা বিকালে যতবার মসজিদে যায়,

---

১. *বুখারী হা/৩৮, ২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২. *জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১৩।*
৩. *বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২।*
৪. *মুসলিম হা/২৭৩৪; তিরমিযী হা/১৮১৬; মিশকাত হা/৪২০০।*
৫. *বুখারী হা/৮৮৭; আবু দাঊদ হা/৪৭; মিশকাত হা/৩৭৬।*
৬. *মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪।*
৭. *তিরমিযী হা/৫৫; মিশকাত হা/২৮৯।*
৮. *(মুসলিম হা/৩৩৪; আবু দাঊদ হা/৯০৬; মিশকাত হা/২৮৮।*
৯. *বুখারী হা/৬১৪; আবু দাঊদ হা/৫২৯; মিশকাত হা/৬৫৯।*
১০. *আবু দাঊদ হা/৫২১; তিরমিযী হা/২১২; মিশকাত হা/৬৭১।*

আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ততবার মেহমানদারীর আয়োজন করেন'।[১১]

৯. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয ছালাতের সময় হয় আর সে ছালাতের ওযূকে উত্তমরূপে আদায় করে, ছালাতের বিনয় ও রুকুকে উত্তমরূপে আদায় করে তাহ'লে যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই ছালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান'।[১২]

১০. জামা'আতে ছালাত আদায় : রাসূল (ছাঃ) বলেন, জামা'আতে ছালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত ছালাতের থেকে সাতাশ গুণ বেশী'।[১৩]

১১. আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা : হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আমলটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করা'।[১৪]

১২. প্রথম কাতারে ছালাত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, লটারি মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহ'লে অবশ্যই তারা লটারির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিত'।[১৫]

১৩. ফজর ও আসর ছালাত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি শান্ত-স্নিগ্ধ দুই সময়ে ছালাত অর্থাৎ ফজর ও আসর আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৬]

১৪. ফরয ছালাতান্তে যিকির সমূহ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের শেষে তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' বর্ণনা বলবে আর এইভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে- *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।* তার গোনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মত অসংখ্য হলেও মাফ করে দেয়া হয়'।[১৭] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশ বার পড়বে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*-সে একশ' গোলাম আযাদ করার ছওয়াব অর্জন করবে এবং তার জন্য একশ'টি নেকী লেখা হবে, আর তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য রক্ষা কবচে পরিণত হবে এবং তার চাইতে বেশী ফযীলত ওয়ালা আমল আর কারো হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ আমল তার চাইতেও বেশী করবে'।[১৮]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে-তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার ছওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব)।[১৯]

১৫. জুম'আর দিনে বিশেষ আমল ও ছালাত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাঁচ ছালাত এবং এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়'।[২০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'জুম'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যদি সে মুহূর্তটিতে কোন মুসলমান দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র নিকট কোন কল্যাণের জন্য দো'আ করে, তবে আল্লাহ তাকে দান করবেন'।[২১] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুম'আর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে'।[২২]

১৬. বাড়ীতে নফল ছালাত আদায় : রাসূল (ছাঃ) বলেন, اجْعَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا 'তোমাদের ঘরেও কিছু ছালাত আদায় করো এবং ঘরকে তোমরা কবরে পরিণত করো না'।[২৩]

১৭. ছালাতুয যুহা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি ছাদাক্বাহ রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ ছাদাক্বাহ, প্রতি আলহামদুলিল্লাহ ছাদাক্বাহ, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছাদাক্বাহ, প্রতি আল্লাহু আকবার ছাদাক্বাহ, আমর বিল মারুফ (সৎকাজের আদেশ) ছাদাক্বাহ, নাহী আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) ছাদাক্বাহ। অবশ্য চাশতের সময় দু' রাক'আত ছালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট'।[২৪]

১৮. দিনে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রি বারো রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করবে তার প্রতিদানে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে'।[২৫]

---

১১. বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; মিশকাত হ/৬৯৮; ।
১২. মুসিলম হা/২২৮; ইবনু হিব্বান হা/১০৪৪; মিশকা হা/২৮৬।
১৩. বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২।
১৪. বুখারী হা/৭৫৩৪; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮।
১৫. বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; মিশকাত হা/৬২৮।
১৬. বুখারী হা/৫৭৪; মুসলিম হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬২৫।
১৭. মুসলিম হা/৫৯৭; আবু দাউদ হা/১৫০৪; মিশকাত হা/৯৬৭।
১৮. বুখারী হা/৬৪০৩; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২৩০২।
১৯. তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১।
২০. মুসলিম হা/২৩৩; হাকেম হা/৭৬৬৬।
২১. বুখারী হা/৫২৯৪; মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/১৩৫৭।
২২. হাকেম হা/৩৩৯২; দারেমী হা/৩৪০৭ মিশকাত হা/২১৭৫।
২৩. বুখারী হা/৪৩২; মুসলিম হা/৭৭৭; মিশকাত হা/৭১৪।
২৪. মুসলিম হা/৭২০; মিশকাত হা/১৩১১।
২৫. মুসলিম হা/৭২৮; নাসাঈ হা/১৭৯৪; মিশকাত হা/১১৫৯।

১৯. কুরআন পাঠ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ ‘তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে’।[২৬]

২০. কুরআন শিক্ষা দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।[২৭]

২১. সন্তানদের ছালাতের নির্দেশনা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ‘যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে ছালাত পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন ছালাত না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে’।[২৮]

২২. সন্তাদের ছিয়ামের প্রতি নির্দেশনা : রুবায়্যি‘ বিনতে মু’আব্বিয (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আশূরার সকালে নবী করীম (ছাঃ) আনছারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি ছিয়াম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার ছিয়াম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। তিনি (রুবায়্যি) (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন ছিয়াম রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের ছিয়াম রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ইফতার পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম’।[২৯]

২৩. পরিবার-পরিজনদের সুশিক্ষা দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তিন ধরনের লোকের জন্য দু’টি ছওয়াব রয়েছেঃ (১) আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্র হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দীনী ইলম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দু’টি ছওয়াব রয়েছে’।[৩০]

২৪. মজলিস ভঙ্গের দো‘আ পাঠ করা : কেউ যদি কোন মজলিসে বসে আর তাতে সে অধিক অনর্থক কথাবার্তা বলে ফেলে তবে প্রস্থানের পূর্বে মজলিস ভঙ্গের দো‘আটি পড়লে সমস্ত ত্রুটি মাফ হয়ে যায়’।[৩১]

২৫. রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো : রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি জান্নাতে এক ব্যক্তিকে একটি বৃক্ষে আনন্দ উপভোগ করতে দেখেছি। এই বৃক্ষটি সে রাস্তার উপর থেকে অপসারণ করেছিল যেটি লোকদের কষ্ট দিত’।[৩২]

২৬. হাসিমুখে সাক্ষাৎ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন কিছু দান করাকে তুচ্ছজ্ঞান করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও’।[৩৩]

২৭. সালামের প্রচলন : রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করো, অভুক্তকে আহার দাও এবং রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত পড়ো। তাহ’লে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে’।[৩৪]

২৮. মুছাফাহা করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু’জন মুসলমান পারস্পরিক সাক্ষাতে মুছাফাহা করলে তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হয়’।[৩৫]

২৯. মানুষের নিকট না চাওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, সে অন্যের কাছে কিছু চাইবে না, তাহ’লে আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার হবো’।[৩৬]

৩০. নিচের হাত থেকে উপরের হাত উত্তম : রাসূল (ছাঃ) বলেন, উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত ভিক্ষুকের’।[৩৭]

৩১. নিজ হাতে উপার্জন : হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন প্রকার জীবিকা উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, নিজ হাতের কামাই এবং সৎ ব্যবসা’।[৩৮]

৩২. ক্রয়-বিক্রয়ে সততা ও উদারতা অবলম্বন করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে’।[৩৯] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নম্র ব্যবহার করে, মহান আল্লাহ তা‘আলা তার উপর রহম করেন’।[৪০]

---

২৬. মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০।
২৭. বুখারী হা/৫০২৭; আবুদাউদ হা/১৪৫২; মিশকাত হা/২১০৯;।
২৮. আবুদাউদ হা/৪৯৫; আহমাদ হা/৬৬৮৯; মিশকাত হা/৫৭২।
২৯. বুখারী হা/১৯৬০; ইবনু হিব্বান হা/৩৬২০।
৩০. বুখারী হা/৯৭; মিশকাত হা/১১।
৩১. তিরমিযী হা/৩৪৩৩; আবু দাউদ হা/৪৮৪৯; মিশকাত হা/২৪৩৩।
৩২. মুসলিম হা/১৯১৪; মিশকাত হা/১৯০৫।
৩৩. মুসলিম হা/২৬২৬; তিরমিযী হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/১৮৯৪।
৩৪. তিরমিযী হা/২৪৮৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৪; মিশকাত হা/১৯০৭।
৩৫. তিরমিযী হা/২৭২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৩; মিশকাত হা/৪৬৭৮।
৩৬. আবু দাউদ হা/১৬৪৩; মুসনাদে আহমাদ হা/২২৪২৮।
৩৭. বুখারী হা/১৪২৯; মুসলিম হা/১০৩৩; মিশকাত হা/১৮৪৩।
৩৮. হাকেম হা/২১৫৮; আহমাদ হা/১৭৭২৮; মিশকাত হা/২৭৮৩।
৩৯. বুখারী হা/২০৮২।
৪০. বুখারী হা/২০৭৬; মিশকাত হা/২৭৯০।

৩৩. স্ত্রী-পরিবারের জন্য খরচ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً 'ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার ছাদাক্বাহ হিসাবে পরিগণিত হয়'।[৪১]

৩৪. বিধবা, মিসকিন ও ইয়াতীম প্রতিপালন : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর ছিয়াম পালনকারীর মত'।[৪২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকবে। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখান'।[৪৩] হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিজের কঠিন হৃদয় সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি (ছাঃ) তাকে প্রতিকার হিসাবে বললেন যে, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং নিঃস্বদেরকে খাদ্য খাওয়াও'।[৪৪]

৩৫. অসহায়কে সাহায্য করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের দুর্দশা লাঘব করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন'।[৪৫] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে ছাদাক্বাহ রয়েছে। কোন লোককে তার সাওয়ারীর উপর উঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া ছাদাক্বাহ। উত্ত কথা বলা ও ছালাতের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছাদাক্বাহ এবং (পথিককে) রাস্তা বাতলিয়ে দেওয়া ছাদাক্বাহ।[৪৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে ভিক্ষা চায়, তাকে দাও। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তোমরা তার উত্তম প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মতো কিছু না পেলে তার জন্য দো'আ করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমরা অনুধাবন করতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো'।[৪৭]

৩৬. আল্লাহ্র রাস্তায় দান : মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'আর তোমরা নিজেদের জন্য যে সকল সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা আল্লাহ্র নিকটে প্রাপ্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর তা প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ২/১১০)*।

৩৭. ছাদাক্বাহ ও যাকাত প্রদান : রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. 'পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয় তেমনি ছাদাক্বাহও গুনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়'।[৪৮] হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন ধরনের দান অতি উত্তম? তিনি বললেন, সামান্য সম্পদের মালিক নিজ সামর্থ্যানুযায়ী যা দান করো এবং নিজের পোষ্যদের থেকেই দান করা আরম্ভ করো'।[৪৯] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গোপনে দান আল্লাহ্র ক্রোধকে দমন করে'।[৫০] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইলম, যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[৫১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ 'হে নারী সমাজ! তোমাদের অলংকার দিয়ে হলেও তোমরা ছাদাক্বাহ কর'।[৫২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, স্ত্রী যদি তার ঘর থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে খাদ্যদ্রব্য ছাদাক্বাহ করে তবে এ জন্যে সে ছওয়াব পাবে। আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও ছওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ ছওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্যজনের ছওয়াবের কোন কম হবেনা'।[৫৩] মহান আল্লাহ বলেন, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 'ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

৩৮. ওমরাহ পালন : রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي 'অতঃপর নিশ্চয় রামাযান মাসে একটি ওমরাহ আদায় করা আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান'।[৫৪]

৩৯. মসজিদ নির্মাণ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন'।[৫৫]

৪০. সদাচরণ : হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমল দ্বারা মানুষ বেশী জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি ও সদাচরণের কারণে।[৫৬]

---

৪১. বুখারী হা/৫৩৫১; মুসলিম হা/১০০২; মিশকাত হা/১৯৩০।
৪২. বুখারী হা/৬০০৬; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
৪৩. বুখারী হা/৫৩০৪; আবু দাঊদ হা/৫০৫১; মিশকাত হা/৪৯৫২।
৪৪. আহমাদ হা/৭৫৬৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৫৪; মিশকাত হা/৫০০১।
৪৫. মুসলিম হা/২৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৫; মিশকাত হা/২০৪।
৪৬. বুখারী হা/২৮৯১; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।
৪৭. আবু দাঊদ হা/১৬৭২; নাসাঈ হা/২৫৬২; মিশকাত হা/১৯৪৩।
৪৮. তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/২৯৭৩; মিশকাত হা/২৮।
৪৯. আবু দাঊদ হা/১৬৭৭; হাকেম হা/১৫০৯; মিশকাত হা/১৯৩৮।
৫০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯০৮।
৫১. মুসলিম হা/১৬৩১; আবু দাঊদ হা/২৮৮০; আহমাদ হা/৮৮৩১।
৫২. মুসলিম হা/১০০০।
৫৩. বুখারী হা/১৪২৫; মুসলিম হা/১০২৪; আহমাদ হা/২৬৪১৩।
৫৪. বুখারী হা/১৭৮২, ১৮৬৩; মুসলিম হা/১২৫৬; মিশকাত হা/২৫০৯।
৫৫. বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; মিশকাত হা/৬৯৭।
৫৬. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩২।

৪১. পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ ও আনুগত্য : রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কার হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, এর পরও সে জান্নাতে প্রবেশ করল না'।[৫৭]

৪২. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৫৮]

৪৩. স্বামীর আনুগত্য : রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– 'কোন মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, স্বামীর একান্ত অনুগত হয়। তার জন্য জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশের সুযোগ থাকবে'।[৫৯]

৪৪. পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুর সংগে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা'।[৬০]

৪৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় : রাসূল (ছাঃ) বলেন, রেহম আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন'।[৬১]

৪৬. স্ত্রীর প্রতি সদয় হওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম'।[৬২]

৪৭. প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে'।[৬৩]

৪৮. মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে।[৬৪]

৪৯. লজ্জাশীলতা গ্রহণ :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ; ঈমানের স্থান হ'ল জান্নাতে। অশ্লীলতা হ'ল অবাধ্যতা ও অন্যায়াচারের অঙ্গ ; অন্যায় আচরণের স্থান হ'ল জাহান্নামে'।[৬৫]

৫০. সত্যবাদী হওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পথ প্রদর্শন করে আর নেকী জান্নাতের পথের নির্দেশ দেয়। কোন মানুষ সত্য কথা রপ্ত করতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে (সত্যবাদী)... হিসেবে (তার নাম)... লিপিবদ্ধ হয়'।[৬৬]

৫১. আমানত ও ওয়াদা পূর্ণ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীনও নেই'।[৬৭]

৫২. ক্ষমা প্রদর্শন করা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা : মহান আল্লাহ বলেন, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 'যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

৫৩. ধৈর্যধারণ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন'।[৬৮] রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ 'তোমার মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পসন্দ করেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা'।[৬৯]

৫৪. জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হেফাযত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব'।[৭০]

৫৫. দুর্বলদের প্রতি দয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, রহমকারীদের উপর রহমান অর্থাৎ আল্লাহ রহম করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর রহম কর, তাহ'লে আসমানের অধিপতি আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন'।[৭১]

৫৬. অধীনস্ত কর্মচারীদের প্রতি সদয় হওয়া : রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের দায়িত্বশীল হয় এবং সে তাদের সাথে

---

৫৭. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।
৫৮. হাকেম হা/২০৯; আবু দাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯১৯।
৫৯. ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩; মিশকাত হা/৩২৫৪।
৬০. মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭।
৬১. মুসলিম হা/২৫৫৫; মিশকাত হা/৪৫২১।
৬২. তিরমিযী হা/৩৮৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩২৫২।
৬৩. বুখারী হা/৬০১৯; মুসলিম হা/৪৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫২৮৭।
৬৪. বুখারী হা/৬০১৮; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।
৬৫. তিরমিযী হা/২০০৯; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৪; মিশকাত হা/৫০৭৬।
৬৬. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।
৬৭. আহমাদ-১২৪০৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান-১৯৪; মিশকাত হা/৩৫।
৬৮. বুখারী হা/৫৬৪১; মুসলিম হা/২৫৭৩; মিশকাত হা/১৫৩৭।
৬৯. মুসলিম হা/১৮; আবু দাউদ হা/৫২২৫; মিশকাত হা/৫০৫৪।
৭০. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।
৭১. আবু দাউদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হ/৪৯৬৯।

কঠোরতা করে তুমিও তার প্রতি নির্দয় ও কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের শাসক হয় এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করে, তুমিও তার সাথে সদয় ব্যবহার কর'।[৭২]

৫৭. জীব-জন্তুর প্রতি দয়া করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, (পূর্ব যুগে) এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসার তাড়নায় ভিজা মাটি চাটতে দেখতে পেল। তখন সে ব্যক্তি তাঁর মোজা নিল এবং কুকুরটির জন্য কুয়া থেকে পানি এনে দিতে লাগল। এভাবে সে ওর তৃষ্ণা মিটাল। আল্লাহ এর বিনিময় দিলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন'।[৭৩]

৫৮. ভাল কথা বলা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও। যদি তা না পাও, তাহ'লে মধুর ভাষার বিনিময়ে'।[৭৪]

৫৯. ভাল কথা বলা নয়তো চুপ থাকা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে নয়তো চুপ থাকে।[৭৫]

৬০. মন্দ কাজের পর ভাল কাজ করা : আবু যার (রাঃ)-কে লক্ষ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে; মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেককাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে; আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে'।[৭৬]

৬১. পাপ হয়ে গেলে দু'রাক'আত ছালাত পড়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোনো বান্দা কোনরূপ গুনাহ করার পর উত্তমরূপে ওযূ করে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং আল্লাহ্র নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন'।[৭৭]

৬২. কম আমল হলেও সৎকাজ নিয়মিত করা : হাদীছে এসেছে, নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল কি? তিনি বললেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হোক'।[৭৮]

৬৩. সৎ লোকদের সাথে উঠা-বসা করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র যিকর করতে বসলে একদল ফিরিশতা তাদের পরিবেষ্টন করে নেন এবং রহমত তাদের উপর আচ্ছাদন হয়ে যায়। আর তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তার কাছের ফিরিশতাগণের মাঝে তাদের স্বরণ করেন'।[৭৯]

৬৪. ভাল কাজের শুকরিয়া আদায় করা ও প্রতিদান দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয় সে যেন তাকে তার অনুরূপ বিনিময় দান করে। যদি বিনিময় দান করার সামর্থ্য না থাকে তাহ'লে সে যেন তার প্রশংসা করবে। কেননা সে যখন তার প্রশংসা করলো তখন সে যেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যে ব্যক্তি তা (ভাল ব্যবহার) গোপন রাখলে সে যেন তার প্রতি অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করলো'।[৮০]

৬৫. আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের নিজস্ব ছওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না'।[৮১]

৬৬. ভালো কাজ করা ও ভালোর পথ দেখিয়ে দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 'প্রত্যেক ভাল কাজ হ'ল ছাদাক্বাহ'।[৮২] অপর হাদীছে এসেছে, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ নেকী রয়েছে'।[৮৩]

৬৭. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহ'লে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহ'লে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজ ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর'।[৮৪]

৬৮. আল্লাহ্র জন্য অপর ভাইকে দেখতে যাওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, নবীগণ জান্নাতী, ছিদ্দীকগণ জান্নাতী, গর্ভের মৃত শিশু জান্নাতী, আর ঐ ব্যক্তি যে শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত তার ভাইয়ের নিকট আল্লাহ্র জন্যই যিয়ারত করে সেও জান্নাতী'।[৮৫]

৬৯. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করে, সে জান্নাতের ফলমূলের মাঝে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! (জান্নাতের ফলমূলে অবস্থান করা) কী? তিনি বললেন, এর ফলমূল সংগ্রহ করা'।[৮৬]

৭০. মুসলমানদের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা এবং তাদের কাজের গুরুত্ব দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি মু'মিনদের পারস্পারিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ

---

৭২. মুসলিম হা/১৮২৮; ইবনু হিব্বান হা/৫৫৩; মিশকাত হা/ ৩৬৮৯।
৭৩. বুখারী হা/১৭৩; আহমাদ হা/১০৭৬২।
৭৪. বুখারী হা/৬০৬৩; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭।
৭৫. বুখারী হা/৬১৩৬; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।
৭৬. তিরমিযী হা/১৯৮৭; আহমাদ হা/২১৩৯২; মিশকাত হা/৫০৮৩।
৭৭. আবু দাউদ-১৫২১; ছহীহ ইবনু হিব্বান-৬২৩; ইবনু খুযাইমা-৫৩৪।
৭৮. বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২।
৭৯. মুসলিম হা/২৭০০; আহমাদ হা/১১৮৯৩; মিশকাত হা/২২৬১।
৮০. আদাবুল মুফরাদ হা/২১৪; আবু দাউদ হা/৪৮১৪।
৮১. মুসলিম হা/৫৬৯; আবু দাউদ হা/৪৬০৯; মিশকাত হা/১৫৮।
৮২. বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩।
৮৩. মুসলিম হা/১৬৭৭; আবু দাউদ হা/৫১২৯; মিশকাত হা/২০৯।
৮৪. মুসলিম হা/৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৪০১৩; মিশকাত হা/৫১৩৭।
৮৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৭; আবু দাউদ হা/২৫২১।
৮৬. মুসলিম হা/২৫৬৪; আহমাদ হা/২২৪৪৩।

রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে'।[৮৭]

৭১. মুসলমানের ইযযত রক্ষা করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে লোক তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মানের উপর আঘাত প্রতিরোধ করে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার মুখমন্ডল হ'তে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন'।[৮৮]

৭২. যুলুম ছেড়ে হক্বদারের হক্ব দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাই এর ওপর যুলুম করেছে সে যেন তা থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাই-এর জন্য তার কাছ থেকে নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মযলুম) ভাই-এর গুনাহ এনে তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে'।[৮৯]

৭৩. মুসলমানদের কষ্ট না দেওয়া : হাদীছে এসেছে, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, সর্বোত্তম মুসলিম কে? তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে'।[৯০]

৭৪. মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা করা : মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না *(মায়েদাহ ৪/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহ হ'তে কোন একটি কষ্টও দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার ক্বিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের মধ্য হ'তে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন'।[৯১] অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিন মুমিনের জন্য ইমারতের ন্যায়, যার এক অংশ আরেক অংশকে মজবুত করে রাখে। এরপর তিনি (হাতের) আঙ্গুলগুলো (আরেক হাতের) আঙ্গুল (এর ফাঁকে) ঢুকালেন'।[৯২]

৭৫. মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সুফারিশ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সুফারিশ কর ছওয়াব পাবে, আল্লাহ যেন তাঁর ইচ্ছা তাঁর রাসূলের মুখে চূড়ান্ত করেন'।[৯৩]

৭৬. মানুষের গোপনীয়তা রক্ষা করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ দুনিয়াতে যে বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছেন, ক্বিয়ামত দিবসেও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন'।[৯৪]

৭৭. বাদী-বিবাদীর মাঝে সমাধান করে দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদের ছালাত, ছিয়াম এবং যাকাত হ'তে উত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করবো না? ছাহাবীগণ বলেন, হ্যাঁ; তিনি বললেন, তা হ'ল পরস্পরের মাঝে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। কেননা পরস্পরের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ লোকদের ধ্বংস করে দেয়'।[৯৫]

৭৮. অন্তরের প্রশান্তি রাখা ও শত্রুতা ছেড়ে দেওয়া : রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দু'জনকে আপোষ মিমাংসা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ মিমাংসা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ মিমাংসা করার জন্য অবকাশ দাও'।[৯৬]

৭৯. ছিয়াম অবস্থায় দো'আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর ব্যক্তির দো'আ আল্লাহ ফেরত দেননা। (১) ছায়েমের দো'আ ইফতারের সময়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। (২) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দো'আ ও (৩) মযলুমের দো'আ'।[৯৭]

৮০. দ্রুত ইফতার করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 'লোকেরা যতদিন যাবৎ সময় হওয়ামাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে'।[৯৮]

৮১. খেজুর দিয়ে ইফতার : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছিয়াম রাখে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। আর সে যদি খেজুর না পায়, তবে সে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে, কেননা পানি পবিত্র'।[৯৯]

৮২. ইফতার করানো : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا 'কেউ যদি কোন ছায়েমকে ইফতার করায় তবে তার জন্যও অনুরূপ (ছিয়ামের) ছওয়াব হবে। কিন্তু এতে ছিয়াম পালনকারীর ছওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না'।[১০০]

৮৩. ইফতারের দো'আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 'তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো বিনিময় নির্ধারিত হয়েছে'।[১০১]

---

৮৭. বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৩।
৮৮. তিরমিযী হা/১৯৩১; আহমাদ হা/২৭৫৭৬; মিশকাত হা/৪৯৮২।
৮৯. বুখারী হা/৬৫৩৪; তিরমিযী হা/২৪১৯।
৯০. বুখারী হা/১১; মুসলিম হা/৪২; মিশকাত হা/৪৬।
৯১. মুসলিম হা/২৬৯৯; আবু দাউদ হা/৪৯৪৬; মিশকাত হা/২০৪।
৯২. বুখারী হা/৬০২৬; মুসিলম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।
৯৩. বুখারী হা/১৪৩২; মুসলিম হা/২৬২৭; মিশকাত হা/৪৯৫৬।
৯৪. মুসলিম হা/২৫৯০।
৯৫. আবু দাউদ হা/৪৯১৯; তিরমিযী হা/২৫০৯; মিশকাত হা/৫০৩৮।
৯৬. মুসলিম হা/২৫৬৫; তিরমিযী হা/২০২৩; মিশকাত হা/৫০২৯।
৯৭. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৪২৮।
৯৮. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।
৯৯. আবু দাউদ হা/২৩৫৫; হাকেম হা/১৫৭৫।
১০০. তিরমযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; মিশকাত হা/১৯৯২।
১০১. আবু দাউদ হা/২৩৫৭; হাকেম হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/১৯৯৩।

৮৪. ক্বিয়ামুল লাইল : রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হচ্ছে রাতের ছালাত'।[১০২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ যে ব্যক্তি রামাযানের রাতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১০৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ 'বান্দার সিজদারত অবস্থাই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম অবস্থা (বা মুহূর্ত)। অতএব তোমরা অধিক পরিমাণ দো'আ পড়।[১০৪]

৮৫. আল্লাহ্র স্মরণ : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করব? যে আমল হবে তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পরিশুদ্ধ তোমাদের মর্যাদা সমুচ্চকারী, সোনা ও রূপা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার চেয়েও তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর এর চেয়েও মঙ্গলকর হবে যে তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে তাদের গর্দানে আঘাত করবে আর তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত করবে। ছাহাবীরা বললেনঃ হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন, এ হ'ল আল্লাহ্র যিকর'।[১০৫]

৮৬. রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন'।[১০৬]

৮৭. নিভৃতে দো'আ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দার ধারণানুরূপ আমি আছি। আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে'।[১০৭]

৮৮. পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে'।[১০৮]

৮৯. অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দো'আ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলমান বান্দা তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করলে একজন ফিরিশতা তার জবাবে বলে আর তোমার জন্যও অনুরূপ'।[১০৯]

৯০. সমস্ত মুসলমানদের জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার করা : মহান আল্লাহ বলেন, (আর এই সম্পদ তাদের জন্য) যারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল, পরম দয়ালু *(হাশর ৫৯/১০)*।

৯১. ইতিক্বাফ : আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রামাযানের শেষ দশকে নবী করীম (ছাঃ) ইতিকাফ করতেন'।[১১০]

৯২. কদর রাত্রি জাগরণ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদর-এ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[১১১]

৯৩. শেষ দশক জাগরণ : আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ 'রামাযানের শেষ দশ দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সারা রাত জেগে থাকতেন ও নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগাতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন'।[১১২]

৯৪. যাকাতুল ফিতর আদায় : হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) ছাদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রামাযানের) ছিয়ামকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য। যে ব্যক্তি (ঈদের) ছালাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আদায় করে, তা সাধারণ দান হিসেবে গৃহীত হবে'।[১১৩]

৯৫. তওবাহ : হাদীছে এসেছে, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তাওবাহ করবে আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করবেন'।[১১৪]

[লেখক : মাস্টার্স, দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ইবি, কুষ্টিয়া]

---

১০২. মুসলিম হা/১১৬৩; তিরমিযী হা/৪৩৮; মিশকাত হা/২০৩৯।
১০৩. বুখারী হা/৩৭, ২০০৯; মুসলিম হা/৭৫৯, মিশকাত হা/১২৯৬।
১০৪. মুসলিম হা/৪৮২; আবু দাঊদ হা/৮৭৫; মিশকাত হা/৮৯৪।
১০৫. তিরমিযী হা/৩৩৭৭; মিশকাত হা/২২৬৯।
১০৬. মুসলিম হা/৩৮৪; আবু দাঊদ হা/৫২৩; মিশকাত হা/৬৫৭।
১০৭. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪।
১০৮. আহমাদ হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪।
১০৯. আহমাদ হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪।
১১০. বুখারী হা/২০৩৩; মুসলিম হা/১১৭১; মিশকাত হা/২১০২।
১১১. বুখারী হা/৩৫, ২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।
১১২. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০।
১১৩. আবু দাঊদ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; হাকেম হা/১৪৮৮।
১১৪. মুসলিম হা/২৭০৩; মিশকাত হা/২৩৩১।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

– রবীউল ইসলাম

ভূমিকা :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণা। তাই স্বভাব যদি বিকৃত না হয় তাহ'লে মানুষ নিজেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পসন্দ করে এবং চারপাশের পরিবেশ ও লোকজনকেও পরিচ্ছন্ন দেখতে ভালবাসে। মানুষের শারীরিক সুস্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে পরিচ্ছন্নতার উপরে। তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলাম অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অংশ বলে আখ্যায়িত করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ 'পবিত্রতা হ'ল ঈমানের অর্ধেক'।[১] সুস্থ সবল দেহ এবং উৎফুল্ল মন কামনা করলে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। বিশেষকরে বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসজনিত রোগব্যাধি থেকে বাঁচতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই। ভাইরাসজনিত মরণব্যাধি করোনা আমাদের এলাহী গযব হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে আমাদের এলাহী সমাধানের পথেই হাটতে হবে। তবেই মুক্তি। আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত আলোকপাত করা হ'ল।

করোনা ভাইরাস :

আমরা প্রথমেই জানবো করোনা ভাইরাস কী এবং এটি কিভাবে একজনের শরীর থেকে অপরজনের শরীরে সংক্রমিত হয়। করোনা ভাইরাসের পূর্ণ নাম হ'ল রয়েল 'করোনা' (কোভিড ১৯)। করোনা ভাইরাসের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণে যতগুলো কারণ পাওয়া গেছে তন্মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপিরচ্ছন্নতাও একটি। প্রথমে একজন রোগী এ রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণতঃ শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং জ্বর ও কাশি হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর সংক্রমণের সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিতে ১৪ দিন সময় লাগে। প্রথম লক্ষণ হচ্ছে জ্বর। তারপর দেখা দেয় শুকনো কাশি। এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। কেউ বলছেন, এতে প্রথমে প্রচণ্ড মাথা ব্যাথাসহ কাঁপুনি জ্বর আসে। এরপর গলা ব্যাথা, খুবই ক্লান্তিবোধ হওয়া এবং শ্বাসকষ্ট হওয়া। কোনো ব্যক্তি উক্ত ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসলে, সে-ও আক্রান্ত হয়। আর এই রোগ থেকে রক্ষা পেতে চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, যেন সর্বদা জীবনুযুক্ত স্থান এড়িয়ে চলা হয় এবং বাহির থেকে ঘরে প্রবেশকালে ভালভাবে হাত পরিষ্কার করে নেয়া হয়। সেই সাথে হাঁচি-কাশি যত্র-তত্র নিক্ষেপ না করা হয়।

সুতরাং এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে হ'লে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনাগুলো আলোচনা করা হ'ল।

১. ঘুমানোর শুরুতে পরিচ্ছন্নতা :

ঘুম মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ নে'মত। দিনের বেলায় কঠোর প্ররিশ্রমের ফলে মানুষের শারীরিক যত ক্লান্তি, কষ্ট-ক্লেশ থাকে তা ঘুমের মাধ্যমে দূরীভূত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমানোর শুরুতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘুমাতেন। সুন্দরভাবে ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন। কারণ যে ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন হয়ে ওযূ করে ঘুমায় স্বয়ং ফেরেশতারা তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لاَ يَسْتَيْقِظُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ اللهمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا 'যে ব্যক্তি ওযূ করে শয্যা গ্রহণ করে, তার শরীরের সাথে থাকা বস্ত্রের মাঝে একজন ফেরেশতা রাত্রি যাপন করেন। যখনই সে ব্যক্তি জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ আপনি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় সে ওযূ করে শয়ন করেছে।[২]

শুধু তাই নয় একজন মুমিন ওযূ করে ঘুমালে রাত্রিতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইবে তা পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 'যে কোন মুসলমান রাতে যিকর-আযকার (দো'আ পাঠ) করে এবং ওযূ করে শয়ন করে, সে যদি রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে, তাহ'লে তাকে তা দান করা হবে'।[৩] মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত একজন পরিচ্ছন্ন মুমিন বান্দা কখনো অসুস্থ হতে পারে না। তার সবধরণের মনোষ্কামনা পূর্ণ হবে এবং সে বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ।

২. বিছানা ঝাড়ু দিয়ে ঘুমানো :

ঘুমানোর শুরুতে বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করে ঘুমানো উচিত। অনেক সময় বিছানায় পোকা-মাকড় বা জীবাণু থাকে যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমানোর শুরুতে বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে ঘুমাতেন। তিনি বলেন, إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ

১. *মুসলিম হা/২২৩; আহমাদ হা/২২৯৫৩; দারেমী হা/৬৫৩; মিশকাত হা/২৮১।*

২. *ইবনু হিব্বান হা/১০৫১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৩৯।*

৩. *আবূদাঊদ হা/৫০৪২; মিশকাত হা/১২১৫।*

فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ 'যদি তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গীর ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, বিছানায় তার অবর্তমানে কষ্টদায়ক কোন কিছু রয়েছে কিনা। তারপর পড়বে- হে আমার প্রতিপালক! আপনারই নামে আমার দেহখানা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠবো। যদি আপনি ইতোমধ্যে আমার জান কবয করে নেন; তা হ'লে তার উপর দয়া করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন, তবে তাকে এমনভাবে হিফাযত করবেন, যেভাবে আপনি নেককারদের হিফাযত করে থাকেন'।[৪]

৩. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকতেন। রাত্রি বেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত হ'লে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আবার ওযূ করে ঘুমাতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাযায়ে হাজত সেরে মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধৌত করে পুনরায় ঘুমাতেন'।[৫]

৪. জুনুবী অবস্থায় ওযূ করে ঘুমানো :

স্ত্রী মিলনের পর গোসল ছাড়াই কেউ ঘুমাতে চাইলে ঘুমাতে পারে। তবে ওযূ করে ঘুমানো উত্তম। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অপবিত্রাবস্থায় যখন শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন'।[৬]

৫. ঘুম থেকে উঠে পরিচ্ছন্নতা :

মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার হাত সম্পর্কে খবর রাখেনা। ঘুমন্ত অবস্থায় হাতে কোন ময়লা বা জীবাণু লেগে যেতে পারে। এজন্য ঘুম থেকে উঠে ওযূর পাত্রে হাত ডুবাতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমে হাত ভালভাবে পরিষ্কার করে পাত্রে প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন সে যেন ওযূর পানিতে হাত ঢুকানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে'।[৭]

৬. ছালাতে পরিচ্ছন্নতা :

ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ছালাত। ছালাত আমাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'তে শিক্ষা দেয়। অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ 'নিশ্চয় আল্লাহ অপবিত্র অবস্থায় ছালাত কবুল করেন না'।[৮] ছালাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কতিপয় পদ্ধতি নিম্নরূপ :

(ক) ওযূ : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার যত মাধ্যম আছে তার অন্যতম মাধ্যম হ'ল ওযূ। ছালাত আদায় করলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'তে হবে। অর্থাৎ সুন্দরভাবে ওযূ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছালাতে দ-ায়মান হবে,তখন (তার পূর্বে বে-ওযূ থাকলে ওযূ করার জন্য) তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও পদযুগল টাখনু সমেত ধৌত কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

(খ) মিসওয়াক করা : মিসওয়াক করলে মানুষের মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হয়ে মানুষের মুখ পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং অন্য মুছল্লীরা কষ্ট পাবে না এটাই ইসলামের কাম্য। সে জন্য ওযূর শুরুতে মিসওয়াক করার গুরুত্ব অত্যাধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা মুখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। এমনকি রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে ইস্তিঞ্জা বা প্রয়োজন পূরণের পর মিসওয়াক করতেন। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন, يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ 'তখন তিনি মিসওয়াক করে স্বীয় মুখ পরিষ্কার করতেন'।[৯]

অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ سِوَاكٌ 'আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টসাধ্য না হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[১০]

(গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক : ছালাতে পোশাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান হওয়া অপরিহার্য নয়। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া যরূরী। কেননা মুমিনকে দুনিয়ার জীবন-যাপনেও সুরুচির পরিচয় দিতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি অপরিচ্ছন্ন থাকে তাহ'লে আল্লাহ্র নে'মতের নাশোকরী করা হবে। এজন্য সব সময় পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-

---

৪. বুখারী হা/৬৩২০; আবূদাঊদ হা/৫০৫০; আহমাদ হা/৯৫৮৭; মিশকাত হা/২৩৮৪।
৫. মুসলিম হা/৩০৪; বায়হাক্বী হা/৯১৯।
৬. বুখারী হা/২৮৮; মুসলিম হা/৩০৫; আবূদাঊদ হা/২২২; ইবনু মাজাহ হা/৫৮৪।
৭. বুখারী হা/১৬২; আহমাদ হা/৭৯৬২।
৮. নাসাঈ হা/২৫২৪; আহমাদ হা/৫১২৩।
৯. বুখারী হা/২৪৫; মুসলিম হা/২৫৫; আবূদাঊদ হা/৫৫।
১০. বুখারী হা/৮৮৭; আহমাদ হা/৭৫০৪; আবূদাঊদ হা/৪৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮৭; মিশকাত হা/৩৭৬।

কে বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'আপনার পোশাক পবিত্র করুন' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪)*। বিশেষত ছালাতের সময় আরো গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান কর *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

(ঘ) স্থান পরিষ্কার : পৃথিবীর সমস্ত স্থান মসজিদ কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।[১১] তবে ছালাতের স্থান অবশ্যই পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হ'তে হবে। অপবিত্র স্থানে ছালাত সিদ্ধ নয়।

(ঙ) কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুনের দুর্গন্ধ হ'তে পরিচ্ছন্নতা : কাঁচা রসুন ও পেঁয়াজ খেলে মুখে দুর্গন্ধ তৈরী হয়। এতে মুছল্লীরা কষ্ট পায়। এ জন্য রাসূল (ছাঃ) কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا. 'যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন বা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের হতে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে হতে দূরে থাকে।[১২]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন কিংবা পেঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের থেকে কিংবা আমাদের মসজিদ থেকে আলাদা থাকে। আর সে যেন তার ঘরে বসে থাকে'।[১৩] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ ও রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান যেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়।[১৪]

এসকল হাদীছ হতে স্পষ্ট যে, কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া বৈধ। তবে মুখ দুর্গন্ধ থাকা পর্যন্ত মানুষের কাছাকাছি আসা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কেননা এতে মানুষেরা যেমন কষ্ট পায় তেমনি ফেরেশতাগণও কষ্ট পান।

৮. খাদ্যে পরিচ্ছন্নতা :

বাঁচতে হ'লে খেতে হবে। খাওয়া ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। তবে মানুষ কী খাবে আর কী খাবেনা ইসলাম তার নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

শয়তান মানুষকে হারাম ও অপবিত্র খাদ্য খেতে প্ররোচিত করে। ফলে মানুষ পচা খেজুর ও পচা খেজুর রসের তৈরী মদ খেতে ও সকল হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে সর্বদা প্রলুব্ধ হয়। চুরিকৃত পবিত্র কলা অথবা নিজের গাছে উৎপাদিত পচা কলা কোনটিই মুমিনের জন্য ভোগ্য নয়। মুমিনের খাদ্য সর্বদা হালাল ও পবিত্র হতে হবে। অতএব মনের মধ্যে শয়তানী হারাম ও অপবিত্র খাদ্যের কথা এলেই তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। নিম্নে খাবারের কিছু আদবের কথা উল্লেখিত হ'ল।

(ক) দস্তরখানা বিছানো : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওয়ার শুরুতে দস্তরখানা বিছাতেন। যাতে প্লেট থেকে খাবার পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়া যায়। কারণ এতে বরকত আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، 'তোমাদের কারো খাবারের লোকমা হাত থেকে পড়ে গেলে তার ময়লা দূর করে সে যেন তা খেয়ে ফেলে। আর শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। তিনি আমাদেরকে প্লেট চেঁটে খাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন খাবারে বরকত আছে'।[১৫]

ইসলাম খাবার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে যেমন সতর্ক তেমনি অপরিচ্ছন্ন খাবার খাওয়ার ব্যাপারেও সতর্ক। পরিচ্ছন্ন দস্তরখানায় খাবার পড়ে গেলে তা থেকে উঠিয়ে খেতে কোন অসুবিধা নেই। সমস্যা হ'ল আমরা প্লেট থেকে পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাওয়ার কথা বলি। কিন্তু দস্তরখানা বিছানোর কথা খুব কম বলি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ দস্তরখানা উঠানোর সময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন। আবূ উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দস্তরখানা তুলে নেওয়া হ'লে তিনি বলতেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا 'পবিত্র বরকতময় প্রশংসা অনেক অনেক আল্লাহ্‌র জন্য। হে আমাদের প্রতিপালক, এ থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারব না, বিদায় নিতে পারব না এবং এ থেকে বেপরোয়াও হ'তে পারব না'।[১৬]

(খ) ভালভাবে হাত ধোয়া : খাওয়ার শুরুতে ভালভাবে হাত ধুতে হবে। যাতে কোন প্রকার ময়লা বা জীবাণু খাদ্যের সাথে পেটে প্রবেশ না করে। ঠিক তেমনি খাওয়া শেষে হাতকে চর্বিমুক্ত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ 'যে লোক নিজের হাতে (গোশত ইত্যাদি) খাবারের ময়লা নিয়ে রাত অতিবাহিত করল এবং তাতে তার কোন প্রকার ক্ষতি হ'লে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে'।[১৭]

---

১১. *আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৫।*

১২. *বুখারী হা/৫৪৫২।*

১৩. *বুখারী হা/৭৩৫৯,৮৫৫; মিশকাত হা/৪১৯৭।*

১৪. *বুখারী হা/৮৫৪; মুসলিম হা/৫৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৫; মিশকাত হা/৭০৭।*

১৫. *মুসলিম হা/২০৩৪; আবূদাঊদ হা/৩৮৪৫।*

১৬. *বুখারী হা/৫৪৫৮; আবূদাঊদ হা/৩৮৫১; আহমাদ হা/২২২২২।*

১৭. *তিরমিযী হা/১৮৬০ ইবনু মাজাহ হা/৩২৯৭।*

(গ) খাদ্য ও পানীয়তে ফুঁক দিয়ে না খাওয়া : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন'।[১৮] আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ফুঁ দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। একজন বলল, পানির পাত্রে ময়লা দেখতে পেলে? তিনি বললেন, তা ঢেলে দাও। লোকটি বলল, আমি এক নিঃশ্বাসে তৃপ্ত হ'তে পারি না। তিনি বললেন, পাত্রটিকে নিঃশ্বাসের সময় তোমার মুখ হ'তে সরিয়ে রাখ'।[১৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর এরূপ নির্দেশনার পিছনে হেকমত এমন হ'তে পারে যে, মানুষ তার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র অনেক নে'মত উপভোগ করে থাকে। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করার ক্ষেত্রে গাছের সাথে উভয়ের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- মানুষ গ্রহণ করে অক্সিজেন, ত্যাগ করে কার্বনডাই অক্সাইড। গাছ গ্রহণ করে কার্বনডাই অক্সাইড আর ত্যাগ করে অক্সিজেন। মানুষ গ্রহণ করে গাছের নিকট হ'তে একেবারে নির্মল ও স্বচ্ছ বায়ু অক্সিজেন, যা দেহের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষ যা ত্যাগ করে তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। আর এই দূষিত বায়ু কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে গাছ। তাই যখন পানপাত্রে নিঃশ্বাস পড়বে তখন পানি দূষিত হয়ে যাবে। এই দূষিত পানি পানের ফলে আমাদের পেটের ভিতর নানাবিধ রোগের জন্ম নিবে। এজন্য শরীআতে এমন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞান পানি পানের সময় আরো কতিপয় নিয়ম মেনে চলার কথা বলেছে। যেমন-

১. পানি পানের সময় চুমুক দিয়ে অল্প অল্প পান করা।
২. একবার মুখে পানি নিয়ে নূন্যতম ৩০ সেকেণ্ড রেখে লালাসহ পান করা।
৩. দুই ঢোকের মাঝে ৩০ সেকেণ্ড ব্যবধান রাখা।

(ঘ) হেলান দিয়ে খাদ্যগ্রহণ নিষেধ : আবূ জুহাইফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا 'আমি হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি না'।[২০] ইসলাম হেলান দিয়ে বসে খানা খেতে নিষেধ করেছে। কেননা হেলান দিয়ে খাবারের মধ্যে তিনটি অপকারিতা রয়েছে।

১. সঠিকভাবে খাবার চিবানো যায় না, ফলে যে পরিমাণ লালা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কথা ছিল তা হয় না যার কারণে পাকস্থলীতে মাড় বিশিষ্ট খাবার হজম হয় না, ফলে হজম প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. হেলান দিয়ে বসলে পাকস্থলি প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে অপ্রয়োজনীয় খাবার পেটে গিয়ে হজম প্রক্রিয়াতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৩. হেলান দিয়ে খাবারের ফলে অন্ত্র এবং যকৃতের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। একথা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত।[২১]

(ঙ) খাবার শেষে কুলি করা : কোন কিছু খাওয়ার পর মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। মুখ পরিষ্কার না করলে খাদ্যকণা অনেক সময় দাঁতের ফাকে লুকিয়ে থাকে। পরে তা পচে দাঁতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। আবার পচা খাদ্য পেটে প্রবেশ করে যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কিছু খেলে বা দুধ পান করলে কুলি করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুধ পান করে কুলি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ত বস্তু রয়েছে'।[২২]

(চ) খাবার ঢেকে রাখা : প্রয়োজন শেষে খাবার পাত্র বা পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে। খোলা পাত্রে অনেক সময় জীবাণু প্রবেশ করে। আবার কখনো পোকা-মাকড় প্রবেশ করে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হ'লেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও'।[২৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ. وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ 'রাত্রে ঘুমাবার আগে) তোমরা পাত্র ঢেকে দাও, পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, কেননা, শয়তান মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উন্মুক্ত করে না। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি পাত্রের মুখে 'বিসমিল্লাহ' বলে আড় করে রাখার জন্য কেবল একটি কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহ'লে সে যেন তাই করে। কারণ ইঁদুর ঘরের লোকজনসহ ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়'।[২৪]

(ছ) পাত্রে মাছি পড়লে : মাছির একটি ডানায় মারাত্মক জীবাণু থাকে। আর অপর ডানায় তার প্রতিষেধক থাকে। মাছি কখনো কোন পানপাত্রে পড়লে প্রথমে জীবাণুযুক্ত পাখাটি নিচে রাখে। তাই পানীয়কে জীবাণুমুক্ত করার জন্য মাছিটির দু'টি পাখাকে পানিতে ডুবিয়ে দিতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِى شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، ثُمَّ

---

১৮. তিরমিযী হা/১৮৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪২৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২১১৭।
১৯. তিরমিযী হা/১৮৮৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২১১৫।
২০. বুখারী হা/৫৩৯৮; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬২; মিশকাত হা/৪১৬৪।
২১. সুন্নাতে রসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম) ও আধুনিক বিজ্ঞান- ডা. মুহাম্মাদ তারেক মাহমূদ।
২২. বুখারী হা/২১১; আহমাদ হা/১৯৫১; মিশকাত হা/৩০৭।
২৩. বুখারী হা/৩২৮০।
২৪. বুখারী হা/৩২৮০; মুসলিম হা/২০১২; তিরমিযী হা/১৮১২।

لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِى إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً ‘যখন তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়বে, তখন তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিবে। তারপর তাকে বাইরে ফেলে দিবে। কারণ তার দু’টি ডানার মধ্যে একটিতে আছে রোগজীবাণু এবং অপরটিতে আছে রোগমুক্তি’।[২৫]

৯. কুকুরের লালা থেকে পরিচ্ছন্নতা :

কুকুরের লালায় র‍্যাবিস ভাইরাস জীবাণু থাকে। এ লালা পুরানো ক্ষতের বা দাঁত বসিয়ে দেয়া ক্ষতের বা সামান্য আঁচড়ের মাধ্যমে রক্তের সংস্পর্শে আসলে রক্তের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং জলাতঙ্ক রোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ ভাগ জলাতঙ্ক রোগ হয় কুকুরের কামড়ে।

কুকুরের লালার নাপাকী এবং মারাত্মক জীবাণু থেকে মুক্ত থাকার জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ‘যখন কোন পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধৌত করবে। আর প্রথম বার মাটি দিয়ে মাজবে’।[২৬]

উল্লেখ্য যে, কুকুরের শরীর নাপাক নয়। সুতরাং কুকুর যদি কারো শরীর অথবা কাপড় ছুঁয়ে নেয় তাহ’লে তা নাপাক হবে না। তবে কুকুরের লালা যেহেতু নাপাক তাই কাপড়ে, শরীরে বা অন্য কোনো জিনিসে লালা লেগে যায় তবে তা নাপাক হয়ে যাবে।

১০. হাঁচি ও হাই থেকে পরিচ্ছন্নতা :

হাঁচি আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর হাই আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। তাই হাই আসলে সাধ্যমত মুখ চেপে রাখতে হয়। যাতে মুখের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে। পক্ষান্তরে হাঁচি আল্লাহ ভালবাসেন। সুতরাং হাঁচি আসলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হবে এবং মুখ পরিষ্কার করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা হাঁচি দেওয়া পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। কাজেই কেউ হাঁচি দিলে اَلْحَمْدُ اللهِ বলবে। যারা তা শুনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তাই যথাসম্ভব তা রোধ করা উচিত। কারণ কেউ যখন মুখ খুলে হা করে তখন শয়তান তাতে হাসে’।[২৭]

১১. থুথু থেকে পরিচ্ছন্নতা :

থুথুর মধ্যে অনেক সময় জীবাণু থাকে। এ জন্য থুথু যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। নির্দিষ্ট স্থানে থুথু ফেললে এক দিকে যেমন জীবাণুমুক্ত থাকা যাবে। অন্যদিকে পরিবেশ সুন্দর থাকবে। তবে যারা পান খান তারা পানের পিক এমন জায়গাতে ফেলেন যা কোন রুচিশীল মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষ সদা পরিচ্ছন্ন থাকবে কাউকে কষ্ট দিবে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) থুথু ফেলার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِى مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ ‘আমার উম্মতের সমস্ত আমল বা কাজ-কর্ম (ভাল-মন্দ উভয়ই) আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি দেখলাম তাদের সমস্ত উত্তম কাজের মধ্যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীকরণও একটা উত্তম কাজ। আর আমি এটাও দেখলাম যে, তাদের খারাপ আমলের মধ্যে রয়েছে মসজিদের মধ্যে কাশি বা থুথু ফেলা এবং তা মিটিয়ে না ফেলা’।[২৮]

১২. প্রস্রাব-পায়খানায় পরিচ্ছন্নতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। প্রসাব-পায়খানার প্রয়োজন হ’লে তিনি নিম্নভূমিতে চলে যেতেন। যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। সাথে ইস্তিঞ্জার জন্য পানি নিয়ে যেতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, ‘নবী (ছাঃ) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হ’তেন তখন আমি এবং আমাদের অন্য একটি ছেলে তাঁর পিছনে পানির পাত্র নিয়ে যেতাম’।[২৯]

পানি না পেলে তিনের অধিক বোজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করতেন। এভাবে তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীকে পরিচ্ছন্ন থাকতে শিক্ষা দিয়েছেন। সালমান (রাঃ) বলেন, ‘মুশরিকরা একবার আমাকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সঙ্গী [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)] তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেয়; এমনকি প্রসাব-পায়খানার নিয়ম-কানুনও তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়! (জবাবে) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ডান হাতে শৌচকাজ করতে, (ইস্তিঞ্জার সময়) ক্বিবলামুখী হয়ে বসতে এবং তিনি আমাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন, গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে। তিনি বলেছেন, لاَ يَسْتَنْجِى أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ‘তোমাদের কেউ যেন তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করে’।[৩০] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইস্তিঞ্জার সময় ডান হাত ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ‘তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় (শৌচাগারে) যায় তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে’।[৩১]

ইসলাম মানুষকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকতে সাহায্য করে। কখনো কেউ অজ্ঞাতসারে অপরিচ্ছন্ন হোক এটাও ইসলাম চায় না।

---

২৫. বুখারী হা/৩৩২০; আবূদাঊদ হা/৩৮৪৪।
২৬. মুসলিম হা/২৭৯; আবূদাঊদ হা/৭১; মিশকাত হা/৪৯০।
২৭. বুখারী হা/৬২২৩; আবূদাঊদ হা/৫০২৮; তিরমিযী হা/২৭৪৭; মিশকাত হা/৪৭৩২।
২৮. মুসলিম হা/৫৫৩; আহমাদ হা/২১৫৮৯; মিশকাত হা/৭০৯।
২৯. বুখারী হা/১৫১; আহমাদ হা/১৩৭৪৩।
৩০. মুসলিম হা/২৬২।
৩১. মুসলিম হা/২৬৭; নাসাঈ হা/২৫।

এজন্য চলাফেরার রাস্তায় ও গাছের নিচে প্রসাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা লা'নতকারী দু'টি কাজ থেকে দূরে থাক। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল লা'নতের সে কাজ দু'টি কি? তিনি বললেন, মানুষের (যাতায়াতের) চলাফেরার রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় প্রসাব-পায়খানা করা'।[৩২]

১৩. প্রস্রাব-পায়খানার অপরিচ্ছন্নতা থেকে সতর্ক না থাকার পরিণতি :

প্রসাব-পায়খানার অপবিত্রতা থেকে সাবধান থাকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ প্রসাবের অপবিত্রতার জন্য কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রসাব হ'তে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একখানি করে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে'।[৩৩]

১৪. সর্বাবস্থায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা :

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন *(ত্বীন ৯৫/৪)*। মানুষ যদি পরিচ্ছন্ন থাকে তাহ'লে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকশিত হবে। তাই নিয়মিত পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীরের বিভিন্ন স্থানের লোম পরিষ্কার করা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের এখানে এসে এক বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালাকে দেখে বললেন, أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ 'লোকটি কি তার চুলগুলোকে আঁচড়ানোর জন্য কিছু পায়না? তিনি ময়লা কাপড় পরিহিত অপর এক ব্যক্তিকে দেখে বলেন, লোকটি কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায় না?'।[৩৪] অন্যত্র আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা যেন চল্লিশ দিনের বেশী রেখে না দেয়া হয়'।[৩৫]

ঘর ও বাড়ির চারপাশকে পরিষ্কার রাখা মুমিনের কর্তব্য। ঘরের চারপাশে যদি ময়লা-আবর্জনা থাকে তাহ'লে প্রতিবেশী ও অন্যান্য মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাউকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। অপরিচ্ছন্ন লোকদের ব্যাপারে মানুষ নিচু ধারণা পোষণ করে। কোন দ্বীনদার পরিবারে অপরিচ্ছন্নতার অভ্যাস থাকলে অনেকে দ্বীন সম্পর্কেও ভুল ধারণায় পড়ে যায়। এজন্য সচেতন থাকা উচিত। ঘরবাড়িতে ঐ স্থান ভালভাবে পরিষ্কার করা উচিত যেগুলো বেশি ময়লা হয়। যেমন রান্নাঘর, গোসলখানা, টয়লেট ইত্যাদি। আর একাজ যে শুধু ঘরের মহিলাদেরকেই করতে হবে তা অপরিহার্য নয়, পুরুষরাও যখন গোসলখানা ব্যবহার করেন তখন তা পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। দৈনিক অন্তত একবার টয়লেট পরিষ্কার করার নিয়ম করা ভাল। বেশী ব্যবহৃত হ'লে দৈনিক দুইবার পরিষ্কার করা উচিত। কোনো কোনো মসজিদেরও টয়লেট ও অযূখানা অপরিচ্ছন্ন থাকে। এসব বিষয়ে সচেতনতা কাম্য। ময়লা ফেলার ঝুড়ি বা ডাস্টবিন পরিষ্কারের ব্যাপারেও খুব বেশী অবহেলা করা হয়। অনেক সময় ময়লার ঝুড়িতে এত বেশী ময়লা হয় যে, তা ধরে পরিষ্কার করাও কষ্টকর হয়ে যায়। এটাতে ময়লা ফেলা হয় বলে কি এটা অপরিচ্ছন্ন রাখা অনুচিৎ।

উপসংহার :

পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য পরিচ্ছন্ন রুচি অপরিহার্য। কারো যদি রুচিবিকৃতি ঘটে তাহ'লে শত অর্থ-সম্পদের মধ্যেও সে অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করবে। পক্ষান্তরে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রুচি স্বল্প সামর্থ্যের মধ্যেও মানুষকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে সহায়তা করবে। এজন্য ছোট থেকেই শিশুদের মধ্যে ভদ্র, শালীন, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রুচি গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ দান করেছেন। সেই আদর্শের যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে সুস্থ রুচি গড়ে উঠতে পারে। ইসলাম তো শুধু পরিচ্ছন্নতা নয়, পবিত্রতার নির্দেশনাও দিয়েছে। অপবিত্রতার কারণ আর পবিত্রতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে যেভাবে ইসলামে বলা হয়েছে তার মতো বাস্তব ও স্বভাবসম্মত নির্দেশনা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই নির্দেশনার অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে পবিত্র রুচিবোধ তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, আজকের করোনা ভাইরাস আমাদের দু'হাতের কামাই। যার জন্য আমাদের দুনিয়াবী শাস্তি শুরু হয়ে গেছে এবং আখেরাতের শাস্তি এখনো বাকি রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়তে এবং আসমান ও যমীনের বালা-মুছিবত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করুন- আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক, সোনামণি]

---

৩২. মুসলিম হা/২৬৯; আহমাদ হা/৮৮৪০।
৩৩. বুখারী হা/২১৮।
৩৪. আবূদাঊদ হা/৪০৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯৩।
৩৫. মুসলিম হা/২৫৮; মিশকাত হা/৪৪২২।

পর্দা নারীর রক্ষাকবচ

-নিযামুদ্দীন

ভূমিকা : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় আসীন করেছেন। মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মত নয়। জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের রয়েছে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তি সত্তা। মানুষের সেই ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ফুটে উঠে তাদের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া ও পোষাক-পরিচ্ছদে। নারী-পুরুষ উভয়ে নিজস্ব পোষাকে তাদের জীবন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। কখনোই নারীরা পুরুষের এবং পুরুষরা নারীর পোষাক নিজেদের বলে দাবী করতে পারে না। নিম্নে ইসলামে নারীর পোষাক বিধান ও তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হ'ল।

পর্দার ফযীলত :

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য প্রর্দশন : আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) অনুকরণ করাকে মুমিনদের জন্য ওয়াজিব করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে *(নিসা ৪/৬৫)*।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ– 'আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জা-স্থানের হিফাজত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারীরা হচ্ছে আওরাত বা আবরণীয় বস্তু। সে বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়'।[১]

পর্দা নারীর পবিত্রতার বাহন : আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পর্দা করাকে পবিত্রতার শিরোনাম হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا– 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলে দাও তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

সতী ও পবিত্র নারীরা সর্বদা নিজেকে পর্দায় ঢেকে রাখার চেষ্টায় রত থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বাণী فَلَا يُؤْذَيْنَ ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়লে সমাজের মানুষকে কষ্টে ফেলে দিবে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে এবং তারা বিভিন্ন ধরণের অপরাধে জড়িয়ে পড়বে।

তবে বৃদ্ধ নারী, যাদের যৌবন হ্রাস পেয়েছে এবং বিবাহের আশা করে না, তাদের জিল-বাব ব্যবহার না করা, চেহারা ও কবজিদ্বয় খোলা রাখায় ফিৎনার আশংকা থাকে না। তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পর্দা করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'আর বৃদ্ধা

১. *তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯।*

নারী যারা বিবাহের কামনা রাখে না, তারা যদি সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাতে তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নূর ২৪/৬০)*। আল্লাহ তা'আলার বাণী, أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ– 'যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের কিছু পোশাক খুলে রাখে' এখানে তাদের জন্য কোন দোষ নাই এ কথার অর্থ হল, কোন গুনাহ নাই। অর্থাৎ বয়স্ক বা বৃদ্ধা নারীরা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে পোশাক খুলে রাখে, তাতে তাদের কোন গুনাহ হবে না।

এ কথা বলার পরপর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– 'তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নূর ২৪/৬০)*। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হিজাবকে বৃদ্ধা ও বয়স্ক নারীদের জন্যও উত্তম বলে ঘোষণা করেন। সুতরাং যুবতী নারীদের জন্য পর্দা করা যে কতটা আবশ্যক তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব।

পর্দা নারীদের পবিত্রতা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ– 'আর তোমরা তাঁর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পর্দাকে মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষের পবিত্রতা বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ, যখন চোখ কোন কিছু না দেখে, তখন তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আর যখন চোখ দেখে, তখন অন্তর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে কোন কোন সময় নাও হতে পারে। এ কারণে যখন তারা নারীদের দেখবে না, তখন তাদের অন্তর পবিত্র থাকবে। তাদের মধ্যে কোন ফিৎনার আশঙ্কা দেখে যাবে না। ই না; তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তার অবসান হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ– 'তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বল না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়' *(আহযাব ৩৩/৩২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إن الله تعالى حيِيٌّ سِتِّيرٌ, يحب الحياء والستر– 'মহান আল্লাহ লাজুক, গোপনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা তথা পর্দা-শীলতাকে পছন্দ করেন।[২]

রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرَهُ– 'যদি কোন নারী তার ঘরের বাহিরে স্বীয় কাপড় খুলে এবং সতর খুলে ফেলে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার থেকে তার কাপড় খুলে ফেলবেন'।[৩]

পর্দা করা তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির পরিচায়ক :

পর্দার অপর নাম তাক্বওয়া বা আল্লাহর ভয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ– 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহ ভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিন নারীদেরকে সম্বোধন করে পর্দা করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ 'হে রাসূল! আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন। অনুরূপভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অপর এক আয়াতে আরও বলেন, وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ 'হে মুমিনদের স্ত্রীগণ!। হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বনী তামীম গোত্রের নারীরা একবার পাতলা কাপড় (অর্থাৎ যে কাপড়ে শরীর দেখা যায়) পরিধান করে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করল, তাদের দেখে তিনি বললেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তবে তোমরা যে পোশাক পরিধান করেছ, তা কোন মুমিন নারীদের পোশাক হতে পারে না। আর যদি তোমরা মুমিন না হয়ে থাক তবে তা উপভোগ করতে থাক *(তাফসীর কুরতুবী ১৭/২৩১)*।

পর্দাই লজ্জা :

পর্দা লজ্জাবোধের প্রতীক। যাদের মধ্যে লজ্জা নাই, তাদের নিকট পর্দার কোন গুরুত্ব নাই। অথচ লজ্জাশীলতার ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ– 'প্রতিটি দ্বীনের একটি চরিত্র আছে, আর ইসলামের চরিত্র হল, লজ্জা'।[৪] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِى الْجَنَّةِ 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ আর ঈমানের গন্তব্য হল জান্নাত'।[৫] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, الحياء والإيمان قُرِنا جميعاً , فإذا رُفِعَ أحدُهما, رُفِعَ الآخر– 'লজ্জা ও ঈমান উভয়টি একটি অপরটির সম্পূরক। যদি একটি শূন্য হয়, তখন অপরটিও শূন্য হয়ে যায়'।[৬]

২. *আবুদাউদ হা/৪০১২; মিশকাত হা/৪৪৭।*
৩. *আহমাদ হা/২৬৬১১; মুসতাদরাকে হাকেম হা/৭৭৮২।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮১; মিশকাত হা/৫০৯০।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৪; তিরমিযী হা/২০০৯।*
৬. *আদাবুল মুফরাদ হা/১৩১৩; মুসতাদরাকে হাকেম হা/৫৮।*

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِى الَّذِى دُفِنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى فَأَضَعُ ثَوْبِى فَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِى وَأَبِى فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلاَّ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِى حَيَاءً مِنْ عُمَرَ– ‘রাসূল (ছাঃ) ও আমার পিতা আবুবকর (রাঃ)-কে যে ঘরে দাফন করা হয়েছে, সে ঘরে আমি আমার কাপড় (ওড়না) খুলে প্রবেশ করতাম, আমি মনে মনে বলতাম, এরা আমার স্বামী ও পিতা। এখানে পর্দা করার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন ওমর (রাঃ)-কে একই ঘরে দাফন করা হল, তখন ওমর (রাঃ)-এর লজ্জায় আমি সে ঘরে কাপড়কে শক্ত করে পেঁচিয়ে ও কঠিন পর্দা করে প্রবেশ করতাম’।[৭]

এতে একটি কথা প্রমাণিত হয়, নারীদের জন্য পর্দা শুধু শরী‘আতের বিধানের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং পর্দা হল, নারীদের স্বভাবের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদের সৃষ্টিই করেছেন লজ্জাবতী ও কোমলমতি করে। ফলে তাদেরকে তাদের স্বভাবই লজ্জা করতে অনেক সময় বাধ্য করে।

পর্দা নারীদের জন্য আত্মমর্যাদা ও সম্মানের কারণ :

আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানের সাথে পর্দার সম্পর্ক নিবীড় ও গভীর। মানব জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আত্মসম্মান ও মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার কারণে দেখা যায়, একজন মানুষ তার মেয়ে, বোন ও স্ত্রীদের প্রতি কোন লম্পট বা চরিত্রহীন লোকের কুদৃষ্টিকে বরদাশত করতে পারে না। তাদের সম্মানহানি হয়, এমন কোন কাজ বা কর্মকে তারা কোনক্রমেই মেনে নিতে পারে না। ইসলামপূর্ব যুগে এবং ইসলামের যুগে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানি নারীদের ইযযত-সম্মান রক্ষার্থে সংঘটিত হয়েছিল। আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, তোমাদের নারীরা বাজারে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা ও চলাফেরা করে। এতে কি তোমরা একটুও অপমান বোধ করো না? *(আহমাদ হা/১১১৮, আহমাদ শাকের ছহীহ বলেছেন)*।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতার ক্ষতি :

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানী ও আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা। যারা আল্লাহর নাফরমানী করে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্য হয়, তারা তাদের নিজেদের ক্ষতি করে। তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى. ‘আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করে তারা ছাড়া। ছাহাবী এ কথা শুনে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যারা অস্বীকার করে তারা কারা? রাসূল বললেন, যে আমার অনুকরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার নাফরমানী করল, সে অস্বীকার করল’।[৮]

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা মহাবিধ্বংসী কবীরা গুনাহ :

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, উমাইমা বিনতে রাকিকাহ রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আসল, ইসলামের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়‘আত গ্রহণ করতে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكِى بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقِى وَلاَ تَزْنِى وَلاَ تَقْتُلِى وَلَدَكِ وَلاَ تَأْتِى بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلاَ تَنُوحِى وَلاَ تَبَرَّجِى تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى. ‘আমি তোমাকে এ কথার উপর বায়‘আত করাবো, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে না, তুমি কাউকে সরাসরি অপবাদ দেবে না, নিয়া-হা তথা মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করবে না এবং জাহেলী যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না’।[৯] এ হাদীছে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতাকে কবীরা গুনাহের সাথে একত্র করা হয়েছে।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা অভিশাপ ডেকে আনে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমার উম্মতের শেষ যুগে এমন কতক মহিলার আবির্ভাব হবে, তারা কাপড় পরিধান করবে অথচ নগ্ন, তাদের মাথার উপরিভাগ উটের সিনার মত হবে। তোমরা তাদের অভিশাপ কর। কারণ তারা অভিশপ্ত’।[১০]

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা জাহান্নামীদের চরিত্র :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. ‘দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী হবে, যাদের আমি আমার যুগে দেখতে পাব না। এক শ্রেণীর লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লেজের মত এক ধরনের লাঠি যা দ্বারা তারা মানুষকে পিটাবে। অপর শ্রেণী হল, কাপড় পরিহিতা নারী, অথচ নগ্ন, তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্টকারী ও নিজেরা তাদের প্রতি

৭. *আহমাদ হা/২৫৭০১; মুসতাদরাকে হাকেম হা/৪৪০২; মিশকাত হা/১৭৭১।*

৮. *বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।*
৯. *আহমাদ হা/৬৮৫০।*
১০. *তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯।*

আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে উটের চোটের মত বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে'।[১১]

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা মুনাফেকী :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ، إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ، إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ– 'তোমাদের মধ্যে উত্তম নারী হল, যারা অধিক মহব্বতকারী, অধিক সন্তান প্রসবকারী, ..যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমাদের মধ্যে খারাপ মহিলা হল, যারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী, অহংকারী। মনে রাখবে এ ধরনের মহিলারা মুনাফেক। তারা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র লাল বর্ণের ঠোঁট বিশিষ্ট কাকের মত।[১২]

এ ধরনের কাক একেবারেই দূর্লভ বা পাওয়া যায় না বললেই চলে। এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, নারীদের জাহান্নামে প্রবেশের সংখ্যা খুবই কম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা আল্লাহ্র মাঝে ও বান্দার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে ও নারীদের জন্য অপমান :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ. 'কোন নারী যদি তার স্বামীর ঘরের বাহিরে স্বীয় কাপড় খোলে, তাহলে তার মাঝে এবং আল্লাহ্র মাঝে যে বন্ধন ছিল তা সে ছিঁড়ে ফেলল'।[১৩]

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা অশ্লীলতা :

নারীরা হ'ল আদতেই সতর। আর এই সতর খোলা অশ্লীলতা ও নোংরামি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 'আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। বল, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্র ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৭/২৮)*?

শয়তান মানুষকে এ ধরনের অশ্লীল বিষয়ে নির্দেশ দেয় এবং তাদেরকে অন্যায়ের প্রতি ধাবিত করে। পর্দাহীন নারীরা মূলত: আল্লাহ নয়, শয়তানেরই আনুগত্য করে। শয়তান মানুষকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ– 'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*।

যে নারীরা সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়ায়, তারা অত্যন্ত খারাপ ও ক্ষতিকর নারী। তারা ইসলামী সমাজে অশ্লীলতা ও অন্যায় ছড়ায় এবং বেহায়াপনার দ্বার উন্মুক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'নিশ্চয় যারা এটা পসন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না' *(নূর ২৪/১৯)*।

সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর্দাহীনতা শয়তানের আদর্শ :

অভিশপ্ত ইবলীসের সাথে সংঘটিত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর ঘটনা দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস বনী আদমের ইযযত ও সম্ভ্রম হনন করা, তাদের সম্মান হানি করা, তাদের হেয়পতিপন্ন ও দুর্নাম ছড়ানোর প্রতি কতটুকু লালায়িত। এমনকি ইবলীসের লক্ষ্যই হল, বনী আদমকে অপমান, অপদস্থ ও অসম্মান করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا– 'হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে' *(আ'রাফ ৭/২৭)*।

মোটকথা, ইবলীস বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার দাওয়াতের গুরু। শয়তানই নারী স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে নারীদেরকে ঘর থেকে বের করার জন্য দায়িত্বশীল। যে সব লোক আল্লাহ্র নাফরমানী করে, শয়তান এ ধরনের লোকদের ইমাম। বিশেষ করে ঐ সব মহিলা যারা তাদের নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে মুসলিমদের কষ্ট দেয় এবং যুবকদের বিপদে ফেলে, শয়তান তাদের বড় ইমাম। শয়তান বনী আদমের চির শত্রু। পৃথিবীর শুরু থেকেই শয়তান মানুষকে বিপদে ফেলে আসছে। আর নারীরা হ'ল, শয়তানের জাল। শয়তান অসতী নারীদের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে কলুষিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِىَ أَضَرُّ

---

১১. *মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪।*
১২. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৪৯।*
১৩. *আহমাদ হা/২৫৬৬৮; ইবন মাজাহ হা/৩৭৫০।*

عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. 'আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে বড় ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাইনি'।[১৪]

সৌন্দর্য প্রদর্শন করা ইয়াহুদীদের আদর্শ :

নারীদের মাধ্যমে কোন জাতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র ও কৌশল সফলতার দাবীদার। নারীরাই হ'ল তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের বড় হাতিয়ার। ইয়াহুদীরা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ও অভিজ্ঞ। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ– 'তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীকে ভয় কর, কারণ বনী ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীর ফিৎনা'।[১৫]

তাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছিহয়ুন গোত্রের মেয়েদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের কারণে শাস্তি দেন। সিফরে আশিয়া কিতাবের তৃতীয় সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছিহয়ুন গোত্রের মেয়েদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের কারণে শাস্তি দেন। অর্থাৎ তাদের থেকে তাদের সৌন্দর্যকে ছিনিয়ে নেন।

রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেন। বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে তিনি উম্মতে মুসলিমাহকে অধিক সতর্ক করেন। অথচ দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম নারী ও পুরুষ রাসূল (ছাঃ)-এর সতর্কীকরণের বিরোধিতা করেন। রাসূল (ছাঃ) উম্মতের প্রতি যে ভবিষ্যৎবাণী রেখে গেছেন, তার প্রতিফলনই আমরা লক্ষ্য করছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. 'তোমরা তোমাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে, তাদের হুবহু অনুকরণ করবে; কড়া ইঞ্চি পর্যন্ত অনুকরণ করবে। এমনকি যদি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তোমরাও তাদের অনুকরণ করেই সাপের গর্তে প্রবেশ করবে। ছাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, তারা কি ইয়াহুদী ও খৃস্টান? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, তারা ছাড়া আর কারা'?[১৬]

যারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করে এবং আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের নাফরমানী করে, তাদের সাথে ঐ সব অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের কোন পার্থক্য নাই; যারা এ বলে আল্লাহ্র আদেশের বিরোধিতা করে, [سمعنا وعصينا] 'আমরা শুনলাম ও নাফরমানী করলাম'। এরা ঐ সব নারীদের থেকে কত দূরে যারা আল্লাহ্র নির্দেশ শোনার পর বলে, [سمعنا وعصينا] 'আমরা শুনলাম এবং অনুকরণ করলাম'। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এরশাদ করে বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 'আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসাবে তা খুবই মন্দ' *(নিসা ৪/১১৫)*।

হেদায়াতের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি কোন লোক গোমরাহীর পথ অবলম্বন করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কঠিন আযাব রেখেছেন। আখেরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কঠিন শাস্তি দেবেন। আর আখেরাতের শাস্তি কত কঠিন হবে তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না।

পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন নিকৃষ্ট জাহিলিয়াত :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এরশাদ করে বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى– 'তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

রাসূল (ছাঃ) জাহিলিয়াতের দাবীকে অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় বলে অভিহিত করেন এবং আমাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেন। রাসূল (ছাঃ)-এর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাওরাতে বলা হয়, তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেন। অনুরূপভাবে কুরআনেও এসেছে, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ– 'এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

জাহেলী কুসংস্কার ও নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন উভয়টি একটি অপরটির পরিপূরক। এ দু'টিই অপবিত্র ও দুর্গন্ধময়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য এ সবকে হারাম করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ– 'শুনে রাখ, জাহেলী যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ'ল'।[১৭]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

১৪. *মুসলিম হা/২৭৪০; মিশকাত হা/৩০৮৫।*
১৫. *মুসলিম হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৮৬।*
১৬. *মুসলিম হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/৫৩৬১।*
১৭. *মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।*

সাক্ষাৎকার : মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী

[জমঈয়তে আহলেহাদীছ পশ্চিমবঙ্গ-এর আমীর, 'সরল পথ' ট্রাস্ট্রের চেয়ারম্যান, প্রবীণ আলেমে দ্বীন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের একজন মুখলিছ সিপাহসালার মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী (জন্ম : ১৯৬০)। যিনি ভারত উপমহাদেশে বালাকোট, বাঁশের কেল্লা, মুলকা, সিত্তানা, চামারকান্দ, আসমাস্ত ও আন্দামানের স্মৃতি বিজড়িত রক্তাক্ত ইতিহাসে গড়া সন্তান। জেল-যুলুমসহ শত বাধাবিপত্তিকে তিনি হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে আখেরাত লক্ষ্যপানে স্থির থেকে জীবনকে করেছেন ধন্য। এই ঈমানী তেজোদ্দীপ্ত, আল্লাহর পথের লড়াকু সৈনিক আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে-এর ত্রিশতম বার্ষিক জাতীয় তাবলীগী ইজতেমা-২০২০-এ মেহমান হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, স্বহস্তে রূযী উপার্জনে অভ্যস্ত, সদা হাস্যোজ্জ্বল, তদানীন্তনকালে ভারতীয় মাদরাসা বোর্ডে স্ট্যাণ্ডকারী ছাত্রের স্মৃতিধন্য জীবনযুদ্ধ সামনে আনার লক্ষ্যে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার তাওহীদের ডাক পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক সহকারী সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম]

তাওহীদের ডাক : দীর্ঘ সফর শেষে আপনি ইজতেমায় আসলেন। এখন কেমন বোধ করছেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : আলহামদুলিল্লাহ, সফরটি অভাবনীয়ভাবে খুব সহজ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এখন অসম্ভব ভাল লাগছে। সাথে তাজাম্মুল হক ও গোলাম রব্বানী সফরসঙ্গী হিসাবে এসেছে সুতরাং কোন কষ্ট হয়নি। তাজাম্মুল হক 'সরল পথ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং গোলাম রাব্বানী আমাদের সংগঠনের একজন দায়িত্বশীল।

তাওহীদের ডাক : আপনি কি পিতৃসূত্রেই আহলেহাদীছ ছিলেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : হ্যাঁ, বংশীয়ভাবেই আমরা আহলেহাদীছ। প্রথমেই আমার বংশীয় সমাচার কিছু বলে নেওয়া ভাল। আমার দাদা আব্দুল ক্বাইয়িম বীরভূম জেলার ছাতিনা গ্রামের একজন বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। আমার দাদা হাদীছেও খুব ভালো পণ্ডিত ছিলেন। আমার দাদার হাতের লেখা দেখেছি। একদম টাইপের মত। শুধু তাই নয়, তার বিদ্যাবত্তা ও দাওয়াতী কর্মকাণ্ড খুবই ঈর্ষণীয় ছিল। তাঁর দাওয়াতে অনন্তপুর, কানাইপুরসহ বেশকিছু হানাফী গ্রাম আহলেহাদীছ হয়ে যায়।

তাওহীদের ডাক : আপনার দাদা কোথায় পড়ালেখা করেছিলেন এবং দাওয়াতের তা'লীম কোথা থেকে পেয়েছিলেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : কোথায়, কতটুকু পড়াশোনা করেছেন তা জানা নেই, তবে ছোটবেলায় আমার আব্বার মুখে দাদার অনেক গল্প শুনেছি। তিনি ছোট থেকে ছহীহ পদ্ধতিতে ছালাত পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার আব্দুল ওয়াহহাব দেহলভী ছাদরী তার ছালাত আদায় দেখে দাদাকে স্নেহভরে বলেছিল, তুমি আমার কাছ থেকে হাদীছ শিখেছ আর আমি তোমার থেকে ছালাত শিখলাম। সেখান থেকেই বোধহয় তিনি দাওয়াতী মেজাযটা পেয়েছিলেন।

তাওহীদের ডাক : আপনি যে আব্দুল ওয়াহহাব দেহলভী ছাদরীর কথা বলছেন, তিনি কি আমীরে জামা'আতের থিসিসে (৩৯৬ পৃ.) উল্লেখিত দিল্লীর সেই মোর্দা সুন্নাত যিন্দাকারী বিখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান?

আব্দুল্লাহ সালাফী : হ্যাঁ, আমি যতদূর জানি, তিনি ইতিহাস খ্যাত প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান শায়খুল কুল মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর স্বনামধন্য ছাত্র মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব ছাদরী। যিনি সর্বপ্রথম দিল্লীতে ১২ তাকবীর ও পুরুষ-মহিলা পর্দাসহ একই মাঠে ঈদের জামা'আত, মাতৃভাষায় খুৎবা প্রদান, জুম'আতে এক আযান, কালেমায়ে তাওহীদ ও কালামায়ে শাহাদাতের পার্থক্যকরণ, মুসলমানের জীবন বাঁচাতে চরম মূহূর্তে কুফুরী কালাম উচ্চারণ জায়েয, স্ত্রীদের দুষ্ট স্বামীদের হাত থেকে বাঁচাতে খোলা তালাকের বিধানসহ তৎকালীন প্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক সব ফতোয়া প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, ভারতের মাটিতে তথাকথিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নামে গরু কুরবানী প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার যুগান্তকারী সংস্কার হ'ল তিনিই সর্বপ্রথম ঈদুল আযহায় গরু কুরবানী করে মুসলমানদের হারানো সুন্নাতকে পুর্নবহাল করেন; ইংরেজ রচিত আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়াকে রুখে দেন এবং পরবর্তীতে তার গরু কুরবানীর ফলে সে আইন রদ হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতে তার প্রতিষ্ঠিত 'দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' মাদরাসাটি আজও তার সর্বশেষ স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে অক্ষত রয়েছে।

তাওহীদের ডাক : আপনার দাদার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

আব্দুল্লাহ সালাফী : ১৯৩০ সালে ইংরেজ আমলে আমার দাদার দাওয়াতের ফলে অনেক লোক আহলেহাদীছ হয়ে যাওয়ায় বিরোধী পক্ষ খুবই মর্মাহত হয় এবং তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা দাদার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বন্ধ করার জন্য মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থেকে ইসমাঈল পালোয়ান নামে একজন ব্যক্তিকে ৫০০ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে আনে। তিনি ছিলেন খুবই শক্তিশালী মানুষ। শোনা যায়, তিনি নাকি একাই একটি জ্যান্ত বাঘকে গাছের সাথে ধরে মেরে ফেলেছিলেন।

যাইহোক, মজার ব্যাপার হ'ল যে, ইসমাঈল পালোয়ানই পরে আমার আব্বার নানুভাইয়ে পরিণত হন। ঘটনাচক্রে তিনি দাদাকে মারতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনেন এবং দাদার দিল খোলা বক্তব্য তাকে খুবই প্রভাবিত করে। তিনি ভাবেন যে, এমন একজন সুশ্রী এবং আল্লাহওয়ালাকে মানুষকে আমি কেন মারব? উল্টো তিনি আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। তিনি আসলে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি তার মেয়ের সাথে আমার দাদার বিয়ের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, আমার সাথে আপনার যেমন আক্বীদার সম্পর্ক হয়ে গেল, তেমন রক্তের সম্পর্ক গড়তে হবে। আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। অবশেষে দাদা তার পিড়াপিড়িতে প্রথম পক্ষ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করেন। আমার বাবা ছিলেন এই দ্বিতীয় পক্ষেরই সন্তান।

তাওহীদের ডাক : আপনার দাদার ছেলেমেয়ে মোট কয়জন ছিল?

আব্দুল্লাহ সালাফী : ১ম পক্ষে ৩ ছেলে এক মেয়ে এবং ২য় পক্ষে আমার আব্বারা ৩ ছেলে। তারা হ'ল আব্দুর রহমান, ইসমাঈল, ইসহাক। আর আমার বাবা মেজো। আমার ছোট চাচা এখনও বেঁচে আছেন। আমার আব্বা ইসমাঈল শমসের (১৯৩৬-২০১৪)-এর বয়স যখন আট, তখন আমার দাদা মারা যান।

তাওহীদের ডাক : আপনার আব্বার কর্মস্থল কোথায় ছিল? তিনি কোথায় পড়াশোনা করেছিলেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : বাবার বাসস্থান বীরভুম হলেও দাদার মৃত্যুর পর তিনি বর্তমান মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। কারণ আমার বাবার ১৮ বছরের বড় চাচা আব্দুর রহমান পরিবারের অভিভাবক হন। সেই সুবাধে চাচার কর্মস্থল (ইমামতি) মুর্শিদাবাদ হওয়ায় সপরিবারে তাদেরকে সেখানেই যেতে হয়। তিনি প্রখর মেধাবী ছিলেন। মুর্শিদাবাদে এসেও তিনি পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। ঐ সময় বাবা ঐতিহাসিক বেলালপুর মাদরাসায় পড়তে চেয়েছিলেন। সে সময় মাদরাসায় কেরোসিন তেল কেনা বাবদ এক টাকা লাগত। সে টাকা দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে সাগরদিঘী থানার অন্তর্গত হলদি গ্রামে জায়গীর থাকতেন। সেখান থেকে ২ কি.মি. দূরে যুগোর দারুল হুদা মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। বাবার বয়স যখন ১৮, তখন চাচা লেখাপড়ার খরচ চালাতে অপারগতা প্রকাশ করে বাবাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। এক গরীব পরিবারে বাবাকে বিয়ে দিয়ে দেন। অবশেষে তিনি অনেক কষ্ট করে দাওরায়ে হাদীছ শেষ করেছিলেন।

বিয়ের সময় নানার সাথে আমার বাবার কথা ছিল যে, তুমি যতদিন পড়বে ততদিন আমার বাড়ীতে থাকবে। কিন্তু কয়েক মাস পর নানা বললেন, হয় আমার মেয়েকে তালাক দাও, না হয় মেয়েকে সাথে নিয়ে যাও। বাবা তো ইয়াতীম ছিলেন। তার তো জায়গা-জমি ছিল না। কোথায় নিয়ে যাবেন? তাই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আম্মাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে আম্মার কান্নাকাটির কথা গ্রামের লোকজন জানতে পারল। তখন বলল, আমরাই তোমাকে জায়গা দিব। মজার ব্যাপার হ'ল ঐ সময়ের বিত্তশালী ব্যক্তিরা কেউ জায়গা দেয়নি। বরং একজন ভিক্ষুক তার দু'টি ঘরের একটি বাবাকে ছেড়ে দেয়।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম কোথায় ও কত সালে? আপনারা কয় ভাই-বোন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : ১৯৬০ সালের ১৭ই রামাযানে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী থানাধীন হলদি গ্রামে আমার জন্ম। আমরা ৬ ভাই ও ৪ বোন। সকলেই এখনও বেঁচে আছে। আলহামদুলিল্লাহ আমার সকল ভাই-ই আলেম। আর আমি সবার বড়।

তাওহীদের ডাক : আপনার পড়াশোনা কিভাবে শুরু হলো?

আব্দুল্লাহ সালাফী : প্রাইমারী স্কুলের পরে আমার ছোট চাচা মাওলানা ইসকারের কাছে মক্তবে কুরআন মাজীদ শিখি। ১২ বছর বয়সে বাবা বীরভুমের 'রিয়াযুল উলুম মহিশাডহরী' মাদরাসায় হিফয করতে পাঠালেন। সেখানে অন্ধ হাফেয উস্তাদ সাইদুর রহমান অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ ছিলেন। মজার ব্যাপার ছাত্ররাও সবাই অন্ধ ছিল। একমাত্র আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম। সে সময় গ্রামের লোকজন আমাকে খুবই বিভ্রান্ত করেছিল যে, তুমিও হিফয করে অন্ধ হয়ে যাবে। তখন সমাজের মানুষের বিশ্বাস ছিল অন্ধরা ছাড়া কেউ হিফয করে না। সাত পারা মুখস্থ করার পর আর হিফয করা হ'ল না।

এরপর বীরভুমের শুক্রাবাদ মাদরাসায় আব্বার পরিচয়ে ভর্তি হলাম। সেখানে একবছর উর্দু-ফার্সী শিখলাম। এরপর লালগোলায় বুলুগুল মারামের অনুবাদক মাওলানা মমতাযুদ্দীন ছাহেবের মাদরাসায় গেলাম। কিন্তু সেখানে বেশী দিন পড়ালেখা করতে পারিনি। কেননা মাদরাসা থেকে ছয় মাইল দূরে আমার জায়গীর থাকা খুবই কষ্টকর ছিল। বিধায় এখান থেকে বীরভুমের লোহাপুর মাদরাসায় গেলাম, যেখান থেকে আমার আব্বা দাওরায়ে হাদীছ শেষ করেছেন। এই মাদরাসায় উত্তর প্রদেশের এক বড় আলেম ওমর গৌরনভী ছিলেন। এখানে আমি দু'বছর প্রথম হওয়ায় আমার এক উস্তাদ তাযীরউদ্দীন ছাহেব আমাকে উত্তর প্রদেশের মিশকাতের ভাষ্যকার মাওলানা ওবাইদুল্লাহ মোবারকপুরীর 'দারুত তা'লীম মোবারকপুর' মাদরাসা পাঠিয়ে দিলেন। শুনেছি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ 'আর-রাহীকুল মাখতুম'-এর লেখক মাওলানা ছফীউর রহমান মোবারকপুরীও এই মাদরাসার প্রাথমিক ছাত্র ছিলেন।

এখানে ভর্তি পরীক্ষা আমার উস্তাদ শায়খ আব্দুর রব বললেন, তুমি কি কি পড়েছ? আমি বললাম, বুলূগুল মারাম। তিনি বললেন, বই খুলে পড়। আমি পড়লাম 'বাবু সুতরাতিল মুছাল্লী'। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, মুছাল্লী পড়ছ, মুছাল্লা কেন নয়? সে সময় মুছাল্লী ও মুছাল্লা পার্থক্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না। উস্তাদ আমাকে বললেন, তুমি গ্রামারে কাঁচা আছ। তাই আমাকে দু'ক্লাস নিচে ছানিয়াতে নামিয়ে দিলেন।

এখানে এক বছর পড়ার পর আমি মানসিকভাবে এমন আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম যে, দুনিয়ার আর কিছু আমাকে আটকাতে পারবে না। এখানে প্রথম পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলাম এবং বার্ষিকে প্রথম হলাম। তারপর আলহামদুলিল্লাহ জীবনে আর কখনো পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

তাওহীদের ডাক : দারুত তা'লীম মোবারকপুর মাদরাসায় আপনি কতদিন ছিলেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : উক্ত ঘটনার পর মাদরাসায় এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। সকাল থেকে ১২টা পর্যন্ত ও যোহর পর থেকে আছর পর্যন্ত দু'বেলা ক্লাস হতো। দুপুর পর পড়া ছাত্রদের জন্য কষ্টকর হলো। এতে ছাত্ররা আন্দোলন করল। যখন ছাত্ররা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত চলে আসল, তখন উস্তাদ নূরুল আল-আযমী সকলকে ডেকে পাঠালেন। এতে সব ছাত্ররা মাদরাসায় ফিরে গেল। কিন্তু আমি আর ফিরে গেলাম না। কারণ আমি যেখান থেকে ফিরে এসেছি আর সেখানে যাব না।

বাড়ী ফিরে এসে জামে'আ সালাফিয়া বেনারস মাদরাসায় ভর্তির জন্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' থেকে পড়া শুরু করলাম। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলাম। ৭২জন ছাত্র পাস করল। আর সিরিয়ালে আমি প্রথম স্থান অর্জন করলাম। ভর্তি হওয়ার সময় সমস্যা হ'ল টিসির। কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি? ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আমার ছিলনা। আমি তো মাদরাসায় বছর শেষ না করে চলে এসেছি। পরে উস্তায নূরুল আল-আযমী বেনারসে এসে সুফারিশ করে গেলেন যে, আব্দুল্লাহকে কিছু বলবেন না। সে আমার কাছে পড়েছে। পরবর্তীতে মাদরাসার সেক্রেটারী এসে আফসোস করলেন। কিন্তু তিনি সুফারিশ করে গেলেন। ফলে আলহামদুলিল্লাহ আমার সমস্যা মিটে গেল। অতঃপর আমি ১৯৮৬ সালে সেখান থেকে ফারেগ হই এবং পরবর্তীতে আমি ১৯৯১ সালে টাইটেল পরীক্ষা দিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফাস্ট বোর্ড স্টার্ডধারী ছাত্র হিসাবে সম্মানজনক সাফল্যের সাথে পাশ করি।

তাওহীদের ডাক : আমাদের জানামতে জামে'আ সালাফিয়া বানারসের সাথে সঊদী আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মু'আদালাহ রয়েছে। তাহলে আপনি মদীনায় কেন গেলেন না? এটা নিয়ে আপনার আফসোস হয় কি?

আব্দুল্লাহ সালাফী : আমাদের ব্যাচ থেকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়ায় আর যাওয়ার সুযোগ হয়নি। আগে ফযীলত শেষ করে যাওয়া যেত। কিন্তু পরে সেটা আলিমিয়াত শেষে যাওয়ার সুযোগ হয়। বড় কথা হ'ল তাকদীরে ছিল না। তাছাড়া আমি মনে করি, মদীনায় না যাওয়াটা আমার জীবনে কল্যাণকরই ছিল। কারণ দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এ পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি বেশীরভাগ মদীনা ফারেগ ছাত্ররা ইখলাছশূন্য এবং আত্মঅহমিকায় ভরপুর ইল্লা মাশাআল্লাহ। তবুও দো'আ করি আল্লাহ আমাদের মাদানী ভাইদের প্রকৃত খাদেমুল উম্মাহ হিসাবে কবুল করুন। কেননা শিরক-বিদআতে পরিপূর্ণ সমাজকে সংস্কারের জন্য তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাওহীদের ডাক : আপনি চাকুরি-বাকরী, পরিবার-পরিজন সম্পর্কে দয়া করে যদি বলতেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : মাওলানা আলীমুদ্দীন নদিয়াভী ছাহেব, যিনি পরে হিজরত করে বাংলাদেশের মেহেরপুরে গমণ করেন, তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা নিজ গ্রাম ছোট পলাশীতে আমি সেকেন্ড মুহাদ্দিছ হিসাবে চাকুরী জীবন শুরু করি। সেখানে ছহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য কিতাবাদি এক বছর পড়াই। এরপর হাফেয আইনুল বারী আলীয়াবী তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ এডুকেশন সেন্টার' বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদে আমাকে ডেকে নেন। প্রথমত তিনি আমাদের পীর সাহেবের মত ছিলেন। যদিও পরে আমাদের বিরোধী হয়ে যান। এখানে এসে আড়াই বছর পড়াই। এরপর সেখান থেকে মুর্শিদাবাদের শংকরপুর গ্রামে যাই। এখানে দু'বছর প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করি। সব জায়গাতে সংস্কারের কাজ করি। কিন্তু সত্য বলায় কমিটির সাথে বিরোধ হয়। সত্যবাদী হওয়ার ফলে চাকুরী-বাকরীর প্রতি আমার এক প্রকার হতাশা এবং বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়। আর এভাবেই চাকুরী-বাকরী থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই।

আর পরিবার-পরিজন সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি জামে'আ সালাফিয়া থেকে ১৯৮৬ সালে ফারেগ হওয়ার এক বছর পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে বিবাহ করি। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়ী গ্রামেই হওয়ায় তাদের সম্পর্কে আমার জানা ছিল যে, তারা যৌবনকাল থেকে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত। ফলে আমার বিশ্বাস ছিল যে, তাহাজ্জুদগুজারী ব্যক্তির মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে না। সেকারণ আমার ২৫ বছর এবং স্ত্রীর ১৩ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এজন্য আমাকে খুবই ধৈর্য ধরতে হয়েছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ স্ত্রী আমার খুবই আনুগতা। আমার ছেলেমেয়েরাও মাশাআল্লাহ। আমার ৪ মেয়ের বিয়ে-শাদী সম্পন্ন হয়েছে এবং দুই ছেলের মধ্যে এক ছেলে এবার মাধ্যমিক পড়ছে এবং ২য় ছেলে আমাদের নিজেদের স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ছে।

তাওহীদের ডাক : আপনি কি এখন কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : দাওয়াতী কাজে আঞ্জাম দেওয়ায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত নেই। বর্তমানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পশ্চিম বাংলা' সংগঠনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। এই সংগঠনটি পশ্চিমবাংলাকেন্দ্রিক। মালদা যেলার সাঈদুর রহমান মাদানী সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

তাওহীদের ডাক : পশ্চিম বাংলায় আহলেহাদীছদের আর কোন সংগঠন আছে কি?

আব্দুল্লাহ সালাফী : পশ্চিম বাংলায় 'মারকাযে জমঈতে আহলেহাদীছ' নামে সংগঠন আছে। এর ইমারতের দায়িত্বে

আছেন জামি'আ সালাফিয়া বেনারসে পড়ুয়া আমাদের এক বছরের সিনিয়র ভাই আসগর আলী। এই সংগঠনটি কাগজে-কলমে আছে। বছরে দু'একটি জালসা করে। এ পর্যন্তই তাদের কার্যক্রম। আর পুরো ভারতে আমাদের পুরাতন সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া জমঈতে আহলেহাদীছ হিন্দ' আছে। তাদের দাওয়াতী তৎপরতাও গতিশীল নয়। ফলে তাদের সাথে মতবিরোধ হলো। আইনুল বারী সাহেবের সাথেও মতবিরোধ হলো। উনারা আমাদের বাদ দিয়ে দিলেন। তবে এই দাওয়াতী কাজ যেহেতু আল্লাহ্‌র নির্দেশ, তাই আমরা কাজ করতেই থাকলাম। গোটা পশ্চিম বাংলাতে আমাদের আন্দোলন বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গে ২৩টি যেলার মধ্যে প্রায় ১৮-টিতে আমাদের কার্যক্রম বিদ্যমান আছে।

তাওহীদের ডাক : আপনাদের সাংগঠনিক কাঠামো কি আমাদের মতই?

আব্দুল্লাহ সালাফী : না, একটু ভিন্নতা রয়েছে। আমাদের সংগঠনে আপনাদের মতই আমীর পদ রয়েছে; তবে নায়েবে আমীর পদ নেই। কাযিউল কুযাত পদে একজন আমীরের অবর্তমানে নায়েব হিসাবে কাজ করে থাকেন। এছাড়াও একজন সেক্রেটারী এবং সহযোগী সেক্রেটারী একাধিক আছেন। তবে আপনাদের সাংগঠনিক স্তর যেমন শাখা, এলাকা, উপযেলা, যেলা এবং কেন্দ্র এবং তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত এবং তাজদীদে মিল্লাত নামে সুশৃংখল কর্মসূচী রয়েছে, আমাদের তেমনটি নেই।

তাওহীদের ডাক : আপনি 'সরলপথ ট্রাস্ট'-এর কথা বলছিলেন। যদি এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের কিছু জানাতেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : আমি 'সরলপথ ট্রাস্ট'-এর চেয়ারম্যান হিসাবে এর সরাসরি দেখভাল করি। আগে বলে নেই ছিরাতে মুস্তাকিমের বাংলা হ'ল 'সরল পথ'। ভারতীয়রা আরবী নাম শুনলে ভাবে এতে কোন জঙ্গী কার্যক্রম হচ্ছে কি না? তাই বাধ্য হয়েই এই নাম দিয়েছি। এই ট্রাস্টের অধীনে ২০১৩ সালে মুর্শিদাবাদের ওমরপুরে 'সরল পথ স্কুল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেছি। এখানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩৫০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ২৬ জন। এর লক্ষ্য হাদীছশাস্ত্রে তাখাচ্ছুছ পর্যন্ত পড়ানো। এবার ছাত্ররা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল। এরপর উচ্চ মাধ্যমিক খুলেছি। নেযামী বিভাগে ক্লাস নাইন পর্যন্ত খুলেছি। হিফয বিভাগে তিনজন শিক্ষক রেখেছি। বালিকাদের জন্যও বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদে 'সরল পথ গার্লস একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। আমি তাদের প্রধান উপদেষ্টা হয়ে আছি। শুধুমাত্র সহযোগিতা করে থাকি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন আমরা করিনা।

এতদ্ব্যতীত এ ট্রাস্টের অধীনে কোন ভুর্তুকি ছাড়াই 'সরলপথ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করি। এর প্রচারসংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার। আমার সফরসঙ্গী তাজাম্মুল হক সালাফীর সম্পাদনায় প্রায় ধারাবাহিকভাবে ১২/১৩ বছর থেকে পত্রিকাটি চালু আছে।

তাওহীদের ডাক : দাওয়াতের মাঠে আপনারা কি বাধার সম্মুখীন হন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দাওয়াতী ময়দানে সব চাইতে বাধা পেতে হয় বড় বড় আলেমদের মাধ্যমে। যদিও তাদের সাথে অনেকবার বসার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনদিন আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সাথে আপনার পরিচয় হয় কিভাবে?

আব্দুল্লাহ সালাফী : আমীরে মুহতারাম ড. গালিব ভাইয়ের সাথে আমার সর্বপ্রথম পরিচয় হয়, যখন তিনি থিসিস লেখার সময় ভারতে গিয়েছিলেন। ভারতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি কিষাণগঞ্জ যান। তিনি মুর্শিদাবাদে কারা আহলেহাদীছদের প্রাণপুরুষ আছেন, তাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। তখনই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। পরবর্তীতে তাঁরই দাওয়াতে ১৯৯৮ সালে তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করেছিলাম। এরপরও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে নিয়মিত আসা-যাওয়াতে ড. গালিব ভাইয়ের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায় এবং তা ঘনিষ্ট বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ফালিল্লাহিল হামদ।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ত্রাসবাদের তকমা দিয়ে আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারকে গ্রেফতারের সংবাদটি আপনারা ইন্ডিয়াতে কিভাবে পেয়েছিলেন এবং আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

আব্দুল্লাহ সালাফী : ইন্ডিয়াতে তখন এ রিপোর্টটি পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে হাইলাইট করে ছেপেছিল। কিছুই তো করার নেই। আমরা খুব দুঃখবোধ করছিলাম যে, আলেমদের উপর বাংলাদেশ সরকার কেন অহেতুক নির্যাতন চালাচ্ছে? যারা সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের চেষ্টা চালাচ্ছে আর তাদেরকেই সরকার সন্ত্রাসীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে? এটাতো অন্যায়। কি বলা যাবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা। যার দ্বীনদারী যত বেশী, তার উপর তত মুছীবত আসে। তার প্রেক্ষিতে এই মুছীবত আসে। এছাড়া এর ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। আল্লাহ তা'আলা এ দেশের সরকারকে হেদায়াত করুন। আর যেন এভাবে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে কষ্ট পেতে না হয়। এটা অন্যায়।

তাওহীদের ডাক : আপনার বিরুদ্ধেও অনুরূপ একটা কেস হয়েছিল শুনেছিলাম, যেটা আপনাকে চরম ভোগান্তিতে ফেলেছিল। সেটার কি অবস্থা?

আব্দুল্লাহ সালাফী : হ্যাঁ, দুইবার এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রথমবার ১৯৯৮ সালে ইজতেমা শেষে ভারত যাওয়ার পর ১৯৯৯ সালে আমাকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে প্রশাসন অ্যারেস্ট করে। সে সময় ড. গালিব ভাইকে জড়িয়ে ভারতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও বের হয়েছিল। ফলে

বিষয়টি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার অবস্থা সৃষ্টি করে। অথচ এ ব্যাপারে গালিব ভাই কিছু জানেন না; আমিও কিছু জানিনা। কোন কিছুই জানিনা। তারপরও মিথ্যা প্রচার করা হয়। আমি একদম নিরীহ মানুষ। সাধারণ জীবন যাপন করি। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কারো সাথে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ করিনা। আর কোন পলিটিক্যাল পার্টির সাথেও জড়িত নই। আবার যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে তাদেরও সমর্থন করি না। সালাফী মানহাযের প্রচারে কাজ করছি। অথচ আমাকে তারা অ্যারেস্ট করল। মানসিক ও শারীরিক টর্চার করল। বিশেষ করে মানসিক টর্চারটা বেশী করেছে। প্রায় ৯৫ দিন জেলে ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ এরপর জামিনে মুক্ত হই। পরে দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ কেসটা চলেছে। এই ১৯ বছরে মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতা প্রায় ২৫০কি.মি যাতায়াত করতে হয়েছিল। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল না। গাড়িঘোড়া তেমন উন্নত ছিলনা। খুবই কষ্ট করে যাতায়াত করতে হত। ১৫ দিন অন্তর অথবা কখনও ১ সপ্তাহ পরপর ডেট পড়ত। ফলে খুবই ভোগান্তির শিকার হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বেকসুর খালাস পাই। দুঃখ হয় ২০১৪ সালে আমার আব্বা মারা যান। তিনি তার জীবদ্দশায় আমার জন্য খুবই কষ্ট করেছেন। অনেক দৌড়ঝাপ করেছেন। আমার কেসের রেজাল্টটা দেখে যেতে পারলে খুবই ভালো লাগত এবং তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন।

দ্বিতীয়বার যখন ভারত সরকার ২০০২ সালে ইসলামিক স্টুডেন্ট মুভমেন্ট নামক একটি সংগঠনকে ব্যান্ড করে, তখন অহেতুক আমাকে নামের বিভ্রাটে গ্রেফতার করে ও এজন্য ৬২ দিন আমাকে জেল খাটতে হয়। তারপরে জামিনে মুক্তি পাই। চার্জশীটে আমার নাম না আসায় এমনিতেই কেস থেকে রেহাই পেয়ে যাই।

তবে আমার তখন ভাল লেগেছিল এজন্য যে. যখন সমস্ত আবোল-তাবোল, মিথ্যা প্রচারকারী পত্রিকাগুলো ফলাও করে আমার বেকসুর খালাসের কথা প্রচার করেছিল। যদিও তারা কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কথা প্রচারে খুবই কৃপণ। আলহামদুলিল্লাহ আমার ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন চরিত্রই দেখেছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার সংগ্রামী জীবন ও দাওয়াতী ময়দানে সরব পদচারণার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন আলেমের প্রভাব রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : আমি যার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, তিনি আমার নানা শ্বশুর মাওলানা ওমর আলী ছাহেব। তিনি বড় আলেম ও সুবক্তা ছিলেন। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ছাড়া কোন কথা বলতেন না। এই পরহেযগার মানুষটি কোন মজলিসে বক্তব্য রাখলে সবাই কাঁদতেন। তবে আমারও সেই ধরনের ইচ্ছা ছিল যে, সবসময় কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী বক্তব্য রাখতে হবে। এজন্য ছাত্র জীবনে প্রচুর কুরআন-হাদীছ মুখস্থ করেছিলাম। পরবর্তীতে তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কেই জড়িয়ে পড়ি।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে যাকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল, তিনি হলেন আমার বুখারীর উস্তাদ ও 'আর রাহীকুল মাখতুম' এর খ্যাতনামা লেখক মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী। আমি তার দ্বারা দাওয়াতের ক্ষেত্রে খুবই অনুপ্রাণিত হই এবং চাকুরীই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, আমি জানি তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি অন্য কিছু কর। এরপর তিনি আমাকে 'আর-রাহীকুল মাখতুম' বিক্রয়ের জন্য দোকানঘর তৈরী, অনুবাদ ও বই ছাপানোর জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। আমি পরবর্তীতে সম্পূর্ণ টাকা ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি। মুদারাবা সিস্টেমে যদিও তাকে খুব বেশী লভ্যাংশ দিতে পারিনি। আল-হেলাল বুক হাউজ, সাগরদিঘী বাজার, মুর্শিদাবাদের দোকানটি এখনও আছে। দ্বীনী দাওয়াতে সব সময় বাহিরে থাকার কারণে দোকানেও ঠিকমত বসা হয় না। ফলে উল্লেখযোগ্য কোন মুনাফা পাওয়া যায়না। শুধু দ্বীনী দাওয়াত ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে দোকানটি এখনো আমি ধরে রেখেছি।

তাওহীদের ডাক : যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আপনি সরকারী চাকুরীর চেষ্টা করেননি কেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : আমি ছেলেদের অছিয়ত করে দিয়েছি সরকারী চাকুরী পেলেও করবে না। আমি নিজেও সরকারী চাকুরী পেয়েও করিনি। আমি ১৯৯১ সালে যখন টাইটেল পরীক্ষা দেই তখন আমি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকারকারী ছিলাম। মুর্শিদাবাদ যেলায় আমার থেকে বেশী কারো নাম্বার ছিল না। তবুও সরকারী চাকুরীতে ঢুকিনি। কেননা সরকারী চাকুরি করলে দাওয়াতী যিন্দেগীতে নানা রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সেটা একজন দ্বীনদার মানুষের জন্য খুব ক্ষতিকর। আপনারা দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি সরকারী চাকুরী হারাম বলছি না। তবে মহান আল্লাহ মানুষের জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এবং তিনি দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সবোর্ত্তম আমলকারী কে? আমি মনে করি, এই ছোট্ট যিন্দেগীতে এটা সবোর্ত্তম আমল ও উত্তম কাজের বিরোধী। আমি হালাল রূযী উপার্জন করব উত্তম পন্থায়। রূযীর মালিক তো আল্লাহ। তিনি আমার তাকদীরে যা বরাদ্দ করেছেন, তা তো পাবই।

তাই আমি কোন সময় অলস বসে থাকি না। অবসরে আমি অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ করি। শুধু তাই নয়, সময় পেলে এখনও আমি মাঠে কাজ করি। আমার যেটুকু জমিজমা আছে, এ বয়সে সেখানে চাষবাসের আমি এখনও পরিশ্রম করি। আমার লক্ষ্য একটাই যে হালাল রূযী খেতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আলহামদুলিল্লাহ পশ্চিমবাংলায় আমার যে অবস্থান আছে, তাতে আমি চাইলে বসে বসে খেতে পারব। কিন্তু আমি হযরত দাউদ (আঃ)-এর মত নিজে খেটে খেতে পসন্দ করি।

আর আমি এই দু'টো কাজের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি যে, জামা'আতবদ্ধ ছালাত পড়লে একাকী ছালাত পড়ার চেয়ে ২৭গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং কেউ যদি একাকী

৪ রাকা'আত ছালাত পড়ে তাহলে সে শুধু ৪ রাকা'আতেরই নেকী পাবে। আর যে জামা'আতে ছালাত পড়বে সে ১০৮ রাকা'আতের নেকী পাবে। আমাদেরকে হিসাব করতে হবে নেকীর। আমাকে মানুষে বলত, তুমি সরকারী চাকুরী করলে না কেন? আমি বলি, আমি তো স্বসম্মানে বেঁচে আছি। আমার বিল্ডিং না থাকতে পারে। আমার টাকা না থাকতে পারে। কিন্তু আমি কি না খেয়ে মরেছি, নাকি সম্মানের দিক দিয়ে আমার কমতি আছে? আলহামদুলিল্লাহ কোন অসুবিধা নেই।

তাওহীদের ডাক : ভারতে নাগরিকত্ব বিল নিয়ে আপনাদের কোন সাংগঠনিক কর্মসূচী ছিল কি?

আব্দুল্লাহ সালাফী : এই বিল নিয়ে সারা ভারতে উত্তাল মিছিল-মিটিং হচ্ছে, বিরোধিতা হচ্ছে। কিন্তু আমরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না। সাংগঠনিকভাবে এসব বিষয় নিয়ে অবস্থান নেই না। এজন্যই নেই না যে, এসব করে কিছু হবে না। সূরা রাদের ১১নং আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'কোন জাতির উপর মন্দ ইচ্ছা করলে তাকে খণ্ডন করার কেউ নেই'। দুনিয়ার সকল পাপ করবো আর আল্লাহ আযাব পাঠাবেন না, এমনটা কি হয়? এসব আন্দোলন-সংগ্রামের চাইতে ইসলামের জন্য কাজ করলে অনেক বেশী কাজ হতো। মানুষ অহেতুক সময় নষ্ট করছে, শক্তি ক্ষয় করছে, রক্ত ঝরছে। কিন্তু যা হবার তা-ই হচ্ছে। সুতরাং আমরা রাজনীতি নিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজি না।

তাওহীদের ডাক : কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে আপনাদের সংগঠনের উপর রাজনৈতিক কোন চাপ সৃষ্টি হয়েছিল কি?

আব্দুল্লাহ সালাফী : আমাদের উপর কোন চাপ নেই। কেননা আমরা এসব নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করি না। আমরা বক্তব্যে যা বলার বলেছি এবং আমাদের পত্রিকায় লিখিত প্রতিবাদ করেছি।

তাওহীদের ডাক : নির্যাতনের শিকার হলে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা বা প্রতিবাদ করা জায়েয নয় মনে করেন কি?

আব্দুল্লাহ সালাফী : কথা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মত জগদ্বিখ্যাত সালাফদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ছিল। তবুও তারা চরম নির্যাতনের শিকার হয়েও কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে বিক্ষোভ করেননি। বর্তমানে তথাকথিত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো জিহাদের যে ব্যাখ্যা করছে, তাহলে তারা কি তা জানতেন না? প্রকৃতপক্ষে তাদের বুঝটাই ছিল প্রকৃত বুঝ। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা সালাফদের মানহাজ নয়। বরং তারা আমাদেরকে ছবরের শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন-হাদীছের ভাষ্যানুযায়ী ধৈর্য ও নমনীয়তা দিয়ে যা অর্জিত হওয়া সম্ভব, কঠোরতা ও জবরদস্তি দিয়ে কখনো তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

তাওহীদের ডাক : জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থা থেকে বাঁচতে যুবসমাজকে আমাদের কী নছীহত করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত দিতে হবে। সালাফদের ত্বরীকা তাদের বুঝাতে হবে। চরমপন্থীরা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এর মূলে তো ইহুদীবাদীরা রয়েছে। দূর থেকে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। আর এরা বুঝতে পারছে না। যুবকরা বুঝতে পারছে না; এমনকি আলেমরাও বুঝতে পারছেন না। তারা কুরআন মাজীদের অপব্যাখ্যা শুনে জিহাদ জিহাদ বলে চিৎকার করছে এবং দলে দলে জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ তারা জানেই না যে, এগুলো কাফের-মুশরিকদের চক্রান্ত যা কুরআন ছহীহ সুন্নাহ সাপোর্ট করেনা। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ– 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

সুতরাং যুবকদের প্রতি আমার পরামর্শ হ'ল- **প্রথমতঃ** দ্বীনের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেই কথা বলতে হবে। যুবকদের নিশ্চিত হতে হবে যে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে তাওহীদের পথের উপর সে প্রতিষ্ঠিত আছে কি না। এটা নিশ্চিত হয়েই সে মানুষকে দাওয়াত দিবে। না জেনে মানুষকে কোন কথা বলা উচিত নয়। আর এ জন্য যুবদের প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে। আর এখন তো আলহামদুলিল্লাহ তাওহীদের পথ খোঁজার জন্য কোন অসুবিধা নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে জ্ঞান এখন অনেক বেশী সহজলভ্য। আমি আবারো বলছি, একটি বিষয়ের উপর পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করে হালকা বা স্থূল জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করা যাবে না। কোন মানুষের দ্বারা কোন মানুষের আক্বীদা বা আমলের ত্রুটি ঘটে, তাহলে তা তারই উপর বর্তাবে। সুতরাং প্রথমে নিজেকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আমি যে মানহাজের উপর আছি, এটাই পবিত্র কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক খাঁটি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত মানহাজ। মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াত যুক্তির ভিত্তিতে নয়, উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দিতে হবে। কারণ যুক্তির দাম ইসলামে নেই।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলের অনুসারীদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র পথে দিকে আহ্বান জানানো পূর্ণ ইখলাছ সহকারে। কেননা এই কাজের জন্য ইখলাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ– 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের ময়দানের ইখলাছের বড় অভাব। সর্বত্র শুধু আত্মপ্রচারের আড্ডা। আজকাল সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে খেয়াল করলেই দেখা যায়, আমি এই করলাম, সভা করলাম, বক্তব্য দিলাম ইত্যাদি। এগুলো মানুষের ইখলাছের ঘাটতি ঘটায়। আমার দায়িত্ব হ'ল প্রচার করা। কতজন মানুষ হেদায়াত হ'ল বা না হ'ল সেটা আল্লাহ্র কাছে। হেদায়াতের মালিক তিনি। কিছু মানুষ কিছু কাজ করলে নিজেকে খুব বড় মনে করে। অথচ আমি যতই কাজ করি, আল্লাহ্র কাছে সেটা তুচ্ছ। কাকে আল্লাহ ছওয়াব বেশী দেন সেটা আলাদা। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীন যে সমস্ত কাজগুলো করছেন, সালাফরা যেভাবে মেহনত করেছেন, তার ১০০০ ভাগের একভাগও আমরা করতে পারব

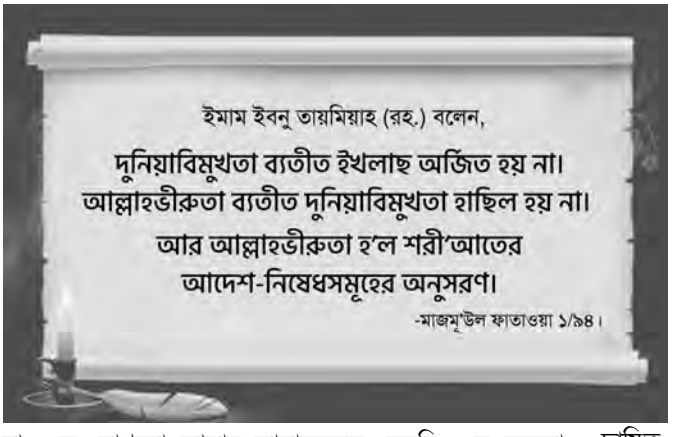

না। সে যোগ্যতা আল্লাহ আমাদেরকে দেয়নি। সে দক্ষতা নেই, পরিস্থিতিও নাই, পরিবেশও নাই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যতটুকু দিয়েছেন, ততটুকুতেই আলহামদুলিল্লাহ। যুবকদের মাঝে ইখলাছ সৃষ্টি করতে হবে। ইখলাছপূর্ণ কাজ না হ'লে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য আমাদের উপর নেমে আসবে না। আর যদি ইখলাছপূর্ণ কাজ হয়ে, তবে সব কাজ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আলোচনার সারমর্ম হ'ল, নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা জ্ঞান সহকারে। আমি যখন কোন জিনিসকে সত্য ও তাওহীদ ভিত্তিক বুঝলাম, তখন সেটাকে অন্যের কাছে প্রচার করা। এটা না বোঝার আগে দাওয়াত নয়। আবেগে ভাসলে হবে না। আর কোন বিষয় সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা না তৈরী হবে এবং আক্বীদার উপর ইস্তিকামাত যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের কাজ করতেও ভালো লাগবে না। বরং কাজ করতে বিরক্ত লাগবে। কেননা আপনার ইখলাছের গণ্ডগোল আছে। আপনি লাভের অংশটি বুঝতে পারেননি। কোন ব্যক্তি যখন কোন জিনিসের লাভ বুঝতে পাওে, তখন সে জান দিয়ে কাজটি করে। এজন্য পুরাটা বোঝা যরূরী।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলটা অত্যন্ত যরূরী। কেননা আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল না থাকলে আমি কার জন্য কাজ করছি? আল্লাহ যে সবার উপরে পাওয়ারফুল, সেটা বিশ্বাস করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ– 'তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহাপরাক্রান্ত ও মহাপ্রশংসিত আল্লাহ্র উপরে' *(বুরূজ ৮৫/৮)*।

বিরোধীদের রাগের কারণ তো একটাই আমি ঈমান এনেছি। এটা তো ইতিহাস। সুতরাং কাজ করতে হবে। আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল করতে হবে। কোন প্রকার হঠকারিতা করা যাবে না।

তিনি আরো বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 'অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর' *(হিজর ১৫/৯৪)*।

তাই ভালো কাজের আদেশ দিতে হবে এবং যারা ঝামেলা করবে তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। কাউকে বিবাদে জড়ানো উচিত নয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা তাওহীদে বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাস প্রকাশের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। সুতরাং অকারণ বিবাদে জড়ানোর কিছু নেই। অনেকে ঝামেলায় জড়িয়ে যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা বিতর্ক করছে। এটা ভালো কাজ না। এতে লাভের লাভ কিছুই হয় না। সত্য বলতে কি, আমি যদি আল্লাহ্র জন্য কাজ করি, তাহ'লে আমাকে দেখার জন্য দায়িত্ব কি আল্লাহ্র নেই? অবশ্যই আছে। সুতরাং পুরো বিশ্বাস রেখে কাজ করতে হবে। দেখার দায়িত্ব যখন আল্লাহ্র আছে, তখন আল্লাহ আমাকে রূযী দিবেন। আমাকে শত্রু থেকে রক্ষা করবেন। সমস্যা তো আসবেই। জেলে যাওয়া, জেল থেকে মুক্তি পাওয়া- এসব শুধু আলেমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিদিন কত লোক ঢুকছে, কত লোক বের হচ্ছে। তারা কি দ্বীনের কাজ করে ঢুকেছে? তাহলে তারা যদি অপরাধ করে জেলে ঢোকে আর আমি যদি দ্বীনের কাজ করে ঢুকি, তাহলে এটা কি আমার জন্য বাড়তি পাওয়া নয়? এটি একটি গর্বের বিষয় নিঃসন্দেহে। আমি তো চুরি করে ঢুকিনি। আমি তো বেঈমানী করে ঢুকিনি। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র কথা বলতে গিয়ে ঢুকেছি আলহামদুলিল্লাহ।

তাওহীদের ডাক : ডা. যাকির নায়েকের দাওয়াত সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

আব্দুল্লাহ সালাফী : ডা. যাকির নায়েকের কাজের ফলাফল সকলেই জানে। কিন্তু ডা. যাকির নায়েক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, সে পদ্ধতিটা আমার মনে হয় খুব ভালো ছিল না। আসলে কোন জিনিসের হাইলাইটস যখন বেশী হয়ে যায়, তখন তার বরকত কমে যায়। সেটাই বোধহয় তার ক্ষেত্রে ঘটেছে। অথচ দক্ষিণ ভারতে ও উত্তর ভারতে কিছু আলেম আছে, তাদের দ্বারা প্রতিদিনই বহু মানুষ ইসলাম

গ্রহণ করছে। অথচ কেউ তাদেরকে চেনেনা। তাদের সে রকম কোন হাইলাইটস নেই।

তাওহীদের ডাক : এধরনের দু'একজন আলেমের নাম যদি বলতেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : কালীম ছিদ্দীকী নামে হানাফীদের একজন আলেম আছে। তাঁর হাতে প্রচুর লোক ইসলাম গ্রহণ করছে এবং আহলেহাদীছ আলেমদের মধ্যে রিয়ায মুসা বারী ছাহেব আছেন দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের। দক্ষিণ ভারতের দারুস সালাম উমরাবাদ দাওয়াতী কেন্দ্র আছে। তাদেরও মানহাজ একই। তবে তাদের দাওয়াত অমুসলিমদের মাঝে বেশী। তারা নিরবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা পরহেযগারও খুব। এভাবে দক্ষিণ ভারতে নিরবে আহলেহাদীছদের প্রচুর দাওয়াতী কাজ হচ্ছে।

তাওহীদের ডাক : ভারতকে আপনি দারুদ দাওয়াহ নাকি দারুল কুফর বা দারুল জিহাদ মনে করেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : ভারত হ'ল দারুদ দাওয়াহ। একজন দাঈর জন্য দাওয়াতের উন্মুক্ত ময়দান। চারিদিকে শুধু সুযোগের হাতছানি। ভারত অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক ভাল একটি দেশ। বাকি সব দেশেই যুলুম আছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান সব জায়গাতেই যুলুম আছে। ক্ষমতা যেখানে আছে, সেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকবেই। ক্ষমতায় যারা থাকবে তারা ক্ষমতার জন্য একটু-আধটু শয়তানী তো করবেই। আমাদের কাজ দাওয়াত দিয়ে যাওয়া। সরকারে কে গেল কে আসল তা নিয়ে মাথা ব্যাথার দরকার নেই। অনেকে বলছেন, ভারতে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসায় মুসলমানদের উপর যুলুমের স্টীম রুলার চলছে। কুরআন-হাদীছের ভাষ্যানুযায়ী আমি এটা বিশ্বাস করিনা।

একটি জিনিস হচ্ছে রাসূল (ছাঃ) ছহীহুল বুখারীর হাদীছে বলছেন, এমন একটি সময় আসবে যখন আজকের দিনের চেয়ে কালকের দিন বেশী খারাপ হবে। তো আমরা চাইলেই এ সময়টা সুন্দর করতে পারব না। তাই আমরা যতটা পারি নিজেরা ভালো হয়ে চলব। ফিৎনার সময় সম্পর্কেই আবু হুযাইফা আল ইয়ামানীর হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যখন চারিদিক ফিৎনা। আমি মেরেধরে আমার মত সবকিছু ঠিক করে ফেলব, এ এক ভ্রান্ত ধারণা। এই দাবীটাই ভ্রান্ত। তথাকথিত আরব বসন্তের পরিণতি কি আমরা দেখিনি? আল্লাহর রাসূলের ছাহাবীরাও এমন ছিলেন না। ছাহাবীদের মধ্যে স্তর ছিল। সব ছাহাবী এক রকম ছিলেন না। সুতরাং নিজে ভালো থেকে মানুষের জন্য কতটা কল্যাণ করা যায়, সে চেষ্টা করতে হবে। কবুল হওয়া আল্লাহর হাতে।

তাছাড়া পরিস্থিতি বা সময়কে গালি দেওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, পরিস্থিতিকে গালি দিওনা। পরিস্থিতিকে আমি সৃষ্টি করেছি। রাত ও দিন আমার দ্বারাই আবর্তিত হয়। রাত একটা যায়। নতুন রাত আসে। পুরাতন দিন চলে যায়। নতুন দিন আসে। শুধু তাই নয়, একটা রাজার পর অন্য রাজাকে আমি নিয়ে আসি। এগুলো সব আল্লাহর হাতে। সুতরাং শাসককে গালি দেওয়া যাবে না। এটা হাদীছের নির্দেশ। তাকে কেন গালি দিব? আমাদের আমলের কারণেই অত্যাচারী শাসক ক্ষমতায় এসেছে। সুতরাং আমাদের আমলের পরিবর্তন আগে ঘটাতে হবে। আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, কেউ যদি মানুষের প্রতি যুলুম করে তাহলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। দেশ কুফরী শাসনে থাকুক। কিন্তু যুলুম না করলে দেশ টিকে থাকবে। কিন্তু যুলুম করলে মুসলিম শাসক ক্ষমতায় থাকলেও টিকে থাকতে পারবে না। এজন্য আমরা সরকারকে আহ্বান জানিয়েছি যে, আপনার যুলুম বন্ধ করুন।

তাওহীদের ডাক : আপনার ঘটনাবহুল জীবনের বিশেষ স্মৃতিকথা যদি আমাদের শুনাতেন?

আব্দুল্লাহ সালাফী : রাবে'আ জামা'আতের একটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। ঢাকা যাত্রাবাড়ীর শায়খুল হাদীছ মাওলানা আহমাদুল্লাহ জামে'আ সালাফিয়া বেনারসে এক বছর দাওরা পড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রথম ব্যাচের ছাত্র আমার উস্তাদ মউনাথভঞ্জনের 'মাদরাসা ফাতেমাতুয যাহরা'-এর প্রিন্সিপাল শায়খ নূরুল আল-আযমী খুবই কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর ক্লাসে ছাত্ররা ভয়ে বই ছাড়া অন্য দিকে তাকানোর সাহস পেত না। আর কেউ বই ছাড়া অন্য দিকে তাকালেও ধরে ফেলতেন ও বাম হাত দিয়ে পিটাতেন। একদিন তিনি একটু বাইরে গেছেন আর টেবিলে একটা বড় বই আছে। কি বই আমি খুলে দেখেছি। সেখানে লেখা আছে ছহীহুল বুখারী। উনি কিন্তু বাইরে থেকে এটা দেখে ফেলেছেন। এসেই বলছেন, তুমি কিতাব দেখলে কি কিতাব? আমি বললাম 'ছহীহুল বুখারী' তারপর তিনি বললেন, তুমি এটা পড়তে পারবে? আমি বললাম, আপনি যদি পড়ান তাহলে পড়তে পারব। তিনি বললেন, তুমি কি জান এটি কোন বই? তিনি এবার নরম হয়ে বললেন, তুমি কি জান বইটি কার কিতাব? যার সম্বন্ধে ইবনু খালদুন বলেছেন, 'শারহুল বুখারী দাঈনুন আলাল উম্মাহ' 'বুখারী ব্যাখ্যা করা উম্মতের উপর ঋণ থেকে গেল'। আর যখন ইবনু হাযার আসক্বালানী বুখারীর শারাহ গ্রন্থ ফাৎহুল বারী লিখলেন। তখন তিনি বললেন, কিছুটা ঋণ শোধ হলো'। সেই বইটি তোমাকে পড়ালে তুমি পড়বা? আমি আবার বললাম, হ্যাঁ, আপনি পড়ালে আমি পড়ে নিব। অথচ একাজটি যে কতবড় দুঃসাহসের, সেটা আমি পরে বাইরে এসে অনুধাবন করেছিলাম।

তাওহীদের ডাক : জাযাকুমুল্লাহু খাইর। সফরের কষ্ট সত্ত্বেও আপনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। আগামী প্রজন্মের জন্য আপনার দেয়া মূল্যবান তথ্যগুলো অনেক অজানা দুয়ার খুলে দিবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন এবং ভারতে ইসলামী দাওয়াতের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করুন। আমীন!

আব্দুল্লাহ সালাফী : যাজাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ফিৎনা থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

আলেম সমাজের প্রতি প্রত্যাশা

-জগলুল আসাদ

ফেসবুক ও ইউটিউবের বাইরে থাকা আলেমগণকে আমরা চিনি না। বাংলাদেশে অবশ্যই বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিছ আছেন। তাঁদেরকে প্রাসঙ্গিক রাখা এবং তাঁদের ছোহবতে থাকা তালেবে ইলমদের অবশ্য কর্তব্য বলেই মনে করি। দীর্ঘদিন ইলমচর্চায় ও গবেষণায় নিয়োজিত আছেন, হয়তো কিতাব লিখেছেন, যা বাজারের বিজ্ঞাপনী ডামাডোলে আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে, অনুপ্রাণিত করছেন অপরকে গভীর ইলম অর্জনে, এমন আলেমকে আলোয় আনা, তাঁদের বক্তব্য ও লেখনীকে সামনে আনা, তাদের নছীহতকে জনগণের সম্মুখে হাযির রাখা যরূরী প্রয়োজন। আর ইলম যে উঠে যাচ্ছে, চারপাশের শোরগোলে তা কিন্তু লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের প্রতিভাবান তরুণ আলেম আছে অনেক, কিন্তু বয়স ও চিত্তচাঞ্চল্যে তাঁদের গুটিকয়েক এমন বাহাছে নিয়োজিত হয় প্রায়শই, যেগুলোতে উম্মাহ্র কোন পারলৌকিক কল্যাণ বা জাগতিক লাভ আছে কিনা বোঝা দুরূহ। তাদের ইলমী পরিসরে এটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ। তবে অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বুঝি, বয়স ও জীবনাভিজ্ঞতার একটা পর্যায়ে না এলে মননে ধৈর্য ও ইলমে পরিপক্কতা আসে না। সমকালের জন্যে প্রয়োজনীয় বয়ান হাযির করা আসলেই কঠিন, যা শুধু নির্দিষ্ট কিছু কেতাবী বুঝ দিয়ে সম্ভব না। যদিও বিপরীত উদাহরণও ইতিহাসে আছে জানি। কিন্তু আমাদের কালটা বড্ড চঞ্চল, বড্ড জটিলতায় ভরা, নানা মতাদর্শ ও ফ্যাসাদে পূর্ণ। কারো ভেতরে হয়তো ইলমের গভীরতা আছে। কিন্তু কীভাবে অপরকে উম্মাহ থেকে খারিজ করা যায় এই আবেগের চপলতাও আছে সাথে। মনের ভেতরে না থাকলেও অন্তত বাক্যপ্রয়োগে ও কথার ভঙ্গিতে ধারণা হয় যে, যত কম লোক নিয়ে বেহেশতে থাকা যায় তা তার বা তাদের জন্যে তত ভাল।

অনেকেরই মনে হয়, এই লোকের যা লেখা, আর ঐ লোকের যা বক্তব্য তাতে তাঁদের কাছে গেলেই মনে হয় কাফের ফতওয়া দিবে, না হয় কমপক্ষে বিদ'আতী লক্বব তো জুটবেই। চাইলেও শুধু তাওহীদ, রিসালাত আর আখেরাতে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একতার অনুভব গড়া প্রায় অসম্ভব। মূল বিষয় নয়, শুধু শাখাগত মাসআলায় কোন দলের সাথে একমত হলেই আপনি কেবল মুমিন বা সম্পর্ক রাখার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আপনার মুখে ঈমানের স্বীকৃতি তাঁদের দিল ভরাবে না, আততায়ী হয়ে আঁতের খবর বের করার আগ পর্যন্ত অনেকের সাধ মিটবে না। ফেসবুক পরিসরে বিভিন্ন দ্বীনী লেখায় বা বক্তব্যে কী পরিমাণ তর্ক-বিতর্ক ও কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি হয়, তা দেখলে যে কোন নিরীহ ঈমানদারের ঈমানহারা হওয়ার সমূহ সম্ভবনা। আর কোন অমুসলিমের যদি ঐ বাহাছ-বিতর্ক চোখে পড়ে, তাহলে তার কাছে ইসলামের যে রূপ প্রকটিত হবে, তাতে ইসলামের অনুসারী হওয়া তো দূরের কথা, তফাতে থাকতে পেরে সে নিজেকে ধন্যবাদ জানাবে। ভাষার যে ব্যবহার ও আলোচনার যে বিষয় থাকে, তাতে সাধারণ শিক্ষিতমহল তাঁদের সাহচর্যের ফয়েয লাভের কথা ভুলেও চিন্তা করবে না।

সাধারণ মানুষ আলেমদের কাছে যাবে, খুব খেয়াল করে দেখবেন, সে সুযোগও খুব কম। আলেমগণও সাধারণ মানুষের কাছে যে যাবেন জান্নাতের পথ দেখাতে সেটাও বিরল ঘটনা! সবাই জান্নাতুল ফেরদাউস নিয়ে ব্যস্ত, জান্নাতের অপরাপর স্তরেও যে কেউ যেতে পারে বা যাবে, সেটা তাঁদের মাথায় থাকে না আর। সামান্য ত্রুটিতেই কারো সব কিছুকে ব্যর্থ করে দিতে পারলেই যেন নিজের ঈমানের জাযবায় সন্তুষ্ট থাকা যায়। ব্যাখ্যা করতে করতে এমন সব বিষয়কে আমরা ঈমানের বিষয় বানিয়ে ফেলি, যা নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাগণ করেননি। ছাহাবীদের মুবারক জা'মাআত আমাদের চোখের সামনে থাকেনা। থাকে নিজের ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি, অন্যের ত্রুটির প্রতি কঠোরতা আর নিজেকে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা।

নবীজীর আগমন ঘটেছিল সুসংবাদ দিতে ও সতর্ক করতে। আর অনেককে দেখে মনে হয় তাঁর বা তাঁদের আগমন ঘটেছে অভিসম্পাত করতে। অধিক সংখ্যক লোকের জন্যে জাহান্নামের সুবন্দোবস্ত করতে। কাউকে আপনি পূর্ণ অনুসরণীয় ভাবতে পারবেন না একালে। কারো ভেতরে পাবেন অপূর্ব আখলাক কিন্তু ইলমের স্বল্পতা; কেউবা প্রবল ইলমসম্পন্ন কিন্তু উম্মাহ চেতনা শূন্য; কেউবা কঠোর কেতাবী কিন্তু ইনসানের প্রতি দরদবিরহিত; কেউ বা প্রবল উম্মাহ-চেতনাসম্পন্ন কিন্তু ইলমের কমতি; কেউ বা তর্কে প্রবল পারঙ্গম কিন্তু তাক্বওয়ায় ঘাটতি; কেউ বা অপরের প্রতি কঠোর, দ্বীনকে কঠিন করাই তার কাছে তাক্বওয়া; কেউবা নিজের প্রতি কঠোর কিন্তু অপরের প্রতি কোমল। আসলে নবীর ছিফাত ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়, নবীর পর একক কারো মধ্যে তা আর ঘনীভূত নেই।

সেই আলেমগণই সামনের প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন যারা অস্থির বাহাছ নয়, স্থির একাডেমিক এপ্রোচে আগ্রহী। উম্মাহ্র সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে ভাববেন, ইসলামকে সভ্যতা আকারে বুঝবেন, শরী'আতের উদ্দেশ্যের দিকেও তাকাবেন, মানুষকে বুঝবেন, শুধু কথা বা লেখা নয়, মানুষের প্রতি ও মুমিনের প্রতি দরদবোধ রাখবেন ও মুমিনকে এক দেহ ভাববেন। যেসব বিষয়ে আসলেই প্রকৃত ইখতেলাফ আছে সেসব বিষয়ে সবার মধ্যে একটিই মত প্রতিষ্ঠা করবার উচ্চাভিলাষ না দেখিয়ে নিজের কাছে যেটা ছহীহ মনে হয়

সেটা নিজে আমল করবেন, অনুসারীদেরকে ভিন্নমত সম্বন্ধেও জানাবেন। নিজ ভূখন্ডের রাহবার হওয়া কঠিন কাজ, আর উম্মাহ্র কাস্টোডিয়ানশিপ নেওয়া তো আরো কঠিনতর। নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবাদের কাছে প্রিয় হয়েছিলেন কেন? কারণ আল্লাহ তাঁকে বানিয়েছিলেন আল-আমীন, ছাদিক, দরদী, অন্যের প্রতি সাহায্যপ্রবণ, মুমিনের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠাকারী, বিধানকে সহজকারী, মিষ্টভাষী, আর হুসনে খুলুকের অধিকারী। এই হুসনে খুলুক একাই শত তর্ক-বিতর্কের চেয়ে ইসলামের সৌন্দর্যটুকু তীব্রভাবেই উন্মোচনে সক্ষম। তা হোক অনলাইন পরিসর বা অফলাইনে।

একালে যারা আমাদেরকে দ্বীনী ক্ষেত্রে দিশা দিবেন, তাঁদের বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার দরকার হবে বলে মনে করি। ইসলামের অন্তত কোন একটি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার পাশাপাশি ইসলামের সামগ্রিক জ্ঞানব্যবস্থা, অনুভূতিকাঠামো, প্রচলিত প্রতিটি মতাদর্শ সম্পর্কে যথাবিহিত জ্ঞান, ধৈর্য, মানুষের প্রতি দরদ, আল্লাহভীতি, হুসনে খুলুক, মানুষের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া দরকার। তাঁদের কাছেই মানুষ শুধু যাবে এমন যেন না হয় শুধু, তারাও মানুষের কাছে যাবেন। সবাই যাতে জান্নাতে যেতে পারে সেই দিশা দেখাবেন কোমলতায়, দরদে।

ফেসবুক কিন্তু একটা বাজার, একটা বহু বর্ণিল গণজমায়েত, এখানে সব কথা ও আলাপ করতে নেই। এখানে আলাপ হওয়া উচিত তা-ই নিয়ে যা আমার দৈনন্দিন জীবনকে আল্লাহমুখী করবে, হালাল খেতে ও পরতে উৎসাহিত করবে, মানুষের মধ্যে আদল প্রতিষ্ঠা করতে উদ্দীপিত করবে, যা কিছু অনৈসলামী ও বাতিল মত, সেগুলোকে এ্যাকাডেমিকভাবে খণ্ডন করবে, ইসলামের বিধিবিধানের ব্যাপারে মুমিনের মনে সন্তুষ্টি যোগাবে। নিজেদের ভেতরে তর্ক করে দুর্বল হয় শুধুমাত্র হতভাগারা। অন্ধকার নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু আলোও যেন জ্বালাই।

আর একাডেমিক এপ্রোচে আলোচনা ও লেখা, নিজের মতকে দুয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নেয়া বা জেনে নেয়ার চর্চা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে যদি ইসলাম বিষয়ে পিয়ার-রিভিউড জার্নাল বের হতো, বিরাট কাজ হতো। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বা ভক্তকুলের প্রতাপে নয়, অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও ইলমের সঠিকতার জোরে টিকে থাকার শর্ত তৈরী যরূরী।

আর আমরা যারা সাধারণ মুসলমান, তাদের উচিৎ ফেসবুকীয় যেকোন বিতর্ক থেকে নিজেদের হেফাজতে রাখা। যদিও আমরা কেউই নিজেদের সাধারণ মুসলমান ভাবতে চাইনা। দশ-বিশটা কিতাব পড়ে সবাই আমরা অসাধারণ মুসলমান আজ! নিজের জীবন ও বলয়ে ইসলাম আনার চেয়ে অপরের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, নিজের বুঝকে একমাত্র বুঝ ভেবে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে চুলকানির মতোই আরামপ্রদ। সাধারণ মুমিনের জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যেন পাই, এই চেষ্টাই ভাল। নানা মত, তর্ক ও বাহাছের প্রচার-প্রসারের অবাধ সুযোগের এই কালে নির্জনবাস, মানে দ্বীনের যতটুকু জানি সে অনুসারে আমল করা, কাঙ্ক্ষিত মনে হয়। আর নিজের অধীনস্তদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করা ও আমলে উদ্দীপিত করা, অনেক বড় কাজ। শুধুমাত্র কুরআন, কুরআনের তাফসীর, হাদীছগ্রন্থ, বিশেষত সেইসব অংশ যা নিজের জীবনে বা সমাজের প্রয়োজন ও পালনীয়, নবী-জীবনী ও সাধারণ মাসআলা-মাসায়েল অধ্যয়নই যথেষ্ট। আর প্রয়োজন প্রচুর তওবা করা এবং আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করা। কারণ সত্যিকার 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া'র অভাবে আমাদের আমলে, ইলমে ও ঈমানে অনেক ঘাটতি। আমাদের সাধারণদেরই দায় বেশী কান্নার, ইস্তিগফার করার। আমাদের কান্না কেউ কেঁদে দিবেনা, আমাদেরকে জান্নাতের পথ কেউ আর দরদ ভরা কণ্ঠে দেখাবে বলে মনে হয়না। সমাজে ছহীহ বুঝ যারা দিবেন তারা আন্তঃকলহে লিপ্ত, অপ্রয়োজনীয় তৎপরতায় নিমগ্ন, ইলমের তাজাল্লিতে ও নিজ পথকেই একমাত্র ছহীহ ভেবে প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের পার্থক্য ঘুচিয়ে ফেলেন। অগ্রাধিকারের প্রশ্নটিকে বিদায় করে নিজেদের অজান্তেই এক ভয়বহ কূপে ডুবন্ত। তাই আসুন, নিজেরা অধ্যয়নে মনোযোগী হই, আর আরবী ভাষাটা সাধ্যমত শিখে নেই। যেটুকু সম্বল রয়েছে সেটুকু নিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পথচলা শুরু করি। ইনশাআল্লাহ সামনে সুদিন আসবেই। আল্লাহুম্মা আমীন।

[লেখক : প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারী হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ ও সম্পাদক, ষাণ্মাসিক চিন্তাযান]।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

অনুভবের অনুরণনে আহলেহাদীছ আন্দোলনের শিক্ষা সফর ২০২০

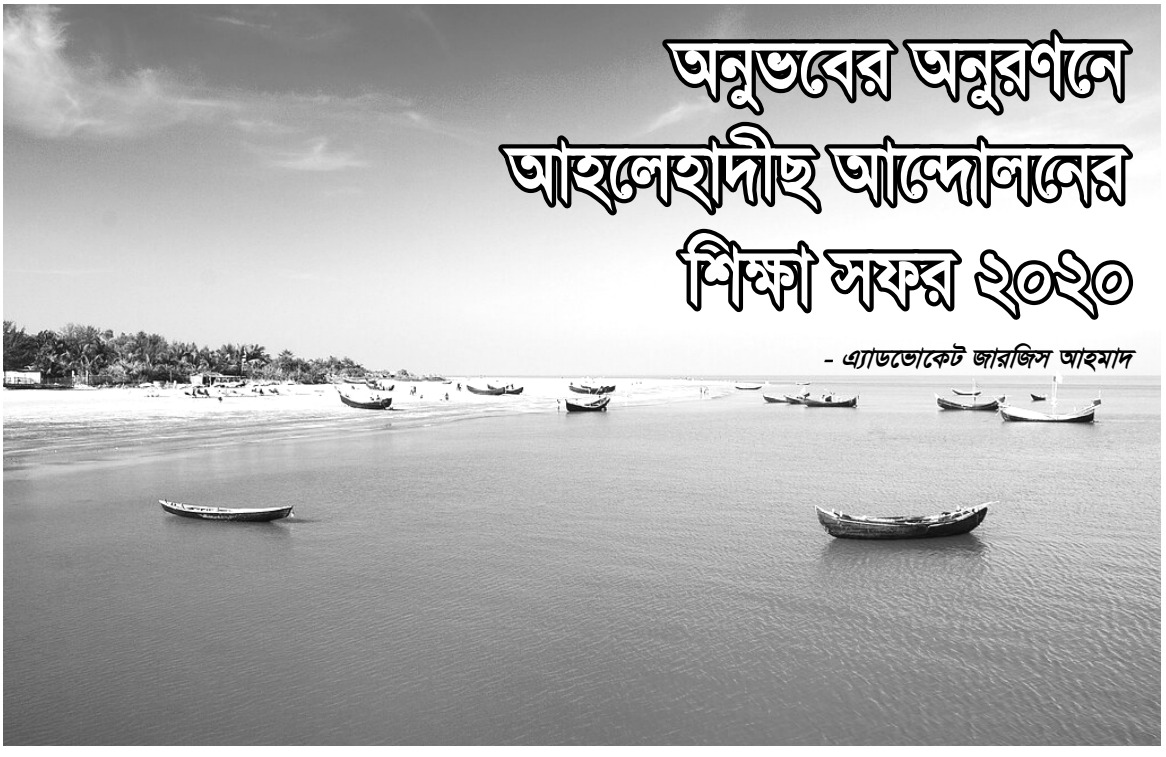

- এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ

কক্সবাজার, মহেশখালী, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিনে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের আয়োজনে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসফরের গন্তব্য নির্বাচিত হয়েছে এ বছর। সেকথা জানামাত্র সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করিনি। সফরের নির্ধারিত দিনের ২দিন পূর্বে ১০ই মার্চ '২০ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১.২০ মিনিটে ধুমকেতু আন্তনগর ট্রেন রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের অর্ধশতাধিক সফরকারীকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল। অন্ধকার রাত বাইরে কিছু দেখা যায় না। কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। ট্রেন ছেড়ে দিলে সিটে বসে মনে পড়ল সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াতের কথা। হযরত ইউনূস (আঃ) মাছের পেটে গিয়েছিলেন এবং দো'আ ইউনুস পাঠ করলে আল্লাহ তাকে মাছের পেট থেকে জীবিত অবস্থায় নদী তিরে নিক্ষিপ্ত করেন। নিঝুম অন্ধকার রাতে এতো গুলো মানুষকে পেটের ভিতরে নিয়ে ট্রেন চলল বাংলাদেশের রাজধানীর উদ্দেশ্যে।

ফজরের পর পর 'ধুমকেতু' ট্রেনটি ঢাকা কমলাপুর স্টেশনে এসে থামল। আমরা আস্তে আস্তে ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্ম ত্যাগ করলাম এবং স্টেশনের দক্ষিণ পার্শ্বের মসজিদে ছালাত আদায় করে হালকা নাস্তা সেরে নিয়ে আবার ফিরে আসলাম স্টেশনে। অপেক্ষা করতে থাকলাম চট্টগ্রামগামী মহানগর ট্রেনের। যথাসময়ে ট্রেন আসল। আমরা সবাই ট্রেনে উঠে বসলাম। এবার আর রাতের অন্ধকার নয় বরং দিনের তেজদীপ্ত আলো। শীতকাল শেষ হয়ে বসন্তকাল চলছে। তবুও শীতের হালকা আমেজ রয়েছে বাতাসে। ফজরের ছালাত আদায়ের সময় ভাল শীত ছিল। তবে এই সময়টা বেশ তৃপ্তিকর। রৌদ্রের তাপ আছে। ঠিক শীতও নয়, গরমও নয়। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। দেখতে দেখতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যেলার মানচিত্র পার হয়ে বি. বাড়িয়া যেলার মানচিত্রে চলে আসলাম। তার একটু পরেই সাবেক ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লা যেলার ভূমিতে ট্রেন চলতে থাকে। চলন্ত ট্রেনে বসে বসে কখন গন্তব্যে পৌঁছাব সেই চিন্ত া করছি আর তখনই মনে পড়ল এই সেই কুমিল্লা যেলা, যে যেলার বুড়িচং উপযেলার পারুয়ার গ্রামের মুজাহিদ সন্তান মাওলানা আকরাম আলী খাঁন মূল জিহাদ কেন্দ্র 'আসমাস্ত' হতে আমীর আব্দুল্লাহর নির্দেশক্রমে রাজশাহী যেলার দুয়ারীতে এসে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জিহাদের অন্যতম কেন্দ্র গড়ে তোলেন (দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, ৪২০-৪৫০ পৃ.)। এই যেলারই দেবীদ্বার উপযেলার আরেক কৃতি সন্তান এই শিক্ষা সফরের পরিচালক মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। এসব বিষয়গুলো ভাবতে ভাবতে ট্রেন কুমিল্লা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। জানালার ধারে বসে আছি। স্যারের কনিষ্ঠ পুত্র শাকির বলল, চাচা এক বোতল পানি দিব? বললাম, দাও সময় পাবে তো? সে এক বোতল পানি হাতে দিতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। মুবীনুল ভাই ফোন দিয়ে বললেন, সফরে টিম-

২-এর দলনেতা হিসাবে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুঠোফোনে কথা শেষ হতে না হতেই লাকসাম স্টেশনে এসে দাঁড়াল। তারপর কয়েক স্টেশন পার হ'তেই চোখে পড়ল চট্টগ্রাম যেলার সিতাকুণ্ড উপযেলার উঁচু-উঁচু পাহাড়। আর পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা সবুজ গাছপালা কত যে সুন্দর সাজানো-গুছানো সুবিস্তৃত ভূপৃষ্ঠ। নিশ্চিত হলাম যে, চট্টগ্রামের মাটিতে মহান আল্লাহ আমাদের নিয়ে এসেছেন। ফালিল্লাহিল হামদ!

উঁচু উঁচু পাহাড় আর পাহাড়ের পার্শ্বে নীচু ভূমিতে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। এবিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর পৃথিবীকে আমরা প্রসারিত করেছি এবং তাতে পাহাড় সমূহ স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকলপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজি' (ক্বফ ৫০/৭)। এই পাহাড়গুলোকে চোখে দেখলে এবং অন্তর দিয়ে সেটা উপলব্ধি করলে বুঝা যাবে যে এইসব সৃষ্টির একজন পরিচালক এবং প্রতিপালক আছেন। তিনি সবকিছুর ব্যবস্থাপনা করেছেন।

বেলা দু'টার দিকে রাজশাহী থেকে প্রায় সাতশত কি.মি. ট্রেন ভ্রমণ করে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে উপস্থিত হলাম। এবার নামার পালা। আপন আপন লাগেজ নিয়ে এক সাথে প্লাটফর্ম ত্যাগ করে বাইরে এলাম। এখন যেতে হবে চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গা থানাধীন আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকায মসজিদ। বাসে উঠে চট্টগ্রাম মহানগরীর বহুতল ভবনগুলো দেখতে দেখতে পতেঙ্গা এলাকায় এসে বাস থামল। আমরা আস্তে আস্তে বাস থেকে নেমে সমবেত হয়ে একজন দোকানদার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম আহলেহাদীছ মসজিদের কথা। তিনি রাস্তার পার্শ্বের দিয়ে একটি গলি দেখিয়ে বললেন, ঐ গলিতে আহলেহাদীছ মসজিদ আছে। ঐ দিক-নির্দেশনা মোতাবেক আমরা চলতে থাকলাম। পেয়ে গেলাম মারকায মসজিদ। আজ আপাতত এখানেই যাত্রা বিরতি।

মারকায মসজিদে যোহর ও আসর ছালাত আদায় এবং পার্শ্বের হোটেলে খাবার খেয়ে মসজিদে রেস্ট নিতে থাকলাম। পরে জানতে পারলাম মুহতারাম আমীরে জামা'আত চট্টগ্রাম মহানগরীর কয়েকটি স্থানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। সাথে ছিলেন ড. কাবীরুল ইসলাম ও দুররুল হুদা ভাই। তবে আমরা ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি, শারীরিকভাবে ক্লান্ত থাকায়। কিছুক্ষণ পর মাগরিবের আযান হলে জামা'আতে মাগরিব এবং এশার ছালাত আদায় করা হ'ল। এরপর পার্শ্বের হোটেলে রাতের খাবার শেষ করে মারকায মসজিদে ফিরে এসে জানতে পারলাম রাত ২টায় চট্টগ্রাম হ'তে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে। অগত্যা না ঘুমিয়ে আমরা মসজিদে বসে আমি, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্মাদক বাহারুল ভাই এবং নাটোরের কয়েকজন দ্বীনী ভাই মিলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বিষয়ে আলোচনা শুরু করলাম। নানাবিধ কথা হ'ল। এইভাবে আরও কথা হ'ল এই মারকায মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য চরমোনাই পীরের অনুসারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। প্রশাসনের বাধাদানের কারণে তারা ফিরে গেছে। তবে সেই থেকে মসজিদে মাইকে আযান নিষিদ্ধ আছে। বিষয়টি নিয়ে ফৌজদারী আদালতে মামলা বিচারাধীন আছে। এই অবস্থায় দায়িত্বশীল একজন ভাই বললেন, এখন রাত ১.৪৫ মিনিট। বাস রোডের ধারে দাঁড়ানো। আস্তে আস্তে চলে যান। এরপর সবাই বাসে উঠে সিটে বসলাম। বাস ছাড়ল রাত ২.৪০ মিনিটে।

এবার যাত্রা শুরু হ'ল চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে। আমি এর আগে কোনদিন কক্সবাজার আসিনি। সুতরাং সফরটি ছিল আমার জন্য খুবই আনন্দের। যাই হোক বাসের মধ্যে বসে আছি আর মনে মনে চিন্তা করছি কক্সবাজার সম্পর্কে। হঠাৎ ফজরের আযানের ধ্বনি কানে এল। বুঝলাম গন্তব্যস্থল সমাগত। কক্সবাজার যেলা শহরে প্রবেশ করে বাস এসে দাঁড়াল হোটেল সি কুইন-এর পাশে। বাস থেকে নেমে হোটেলেই ফজরের ছালাত আদায় করলাম।

মহেশখালী ও সোনাদিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা :

১২ই মার্চ'২০ সকাল থেকে আমাদের সফরের মূল পর্ব শুরু হ'ল। ৪০৭ নং রুমে আমার সীট বরাদ্দ হয়েছে। গোসল সেরে সকাল ৮টায় নাশতা করলাম। অতঃপর সোয়া ৮টায় হোটেল চত্বরে দাঁড়িয়ে সফরকারীদের উদ্দেশ্যে সফর পরিচালক ড. সাখাওয়াত হোসাইন দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করলেন। সকাল ৯টায় মহেশখালী ও সোনাদিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হ'ল। প্রথমে কক্সবাজার লঞ্চঘাটে যাওয়ার জন্য আমি দলনেতা হিসাবে আমার দলের ২০জনকে নিয়ে নির্দিষ্ট জীপে উঠি। অতঃপর নুনিয়ারছড়া লঞ্চ ঘাট থেকে স্পীড বোটে সোনাদিয়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বিশাল পানি রাশির উপর দিয়ে ছোট্ট একটি স্পীড বোট ১০জন মানুষ নিয়ে ঝড়ের গাতিতে চলা শুরু করল। দো'আ পড়তে লাগলাম। দো'আ ইউনুস কতবার পড়েছি মনে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে স্পীড বোট সোনাদিয়া দ্বীপের কিনারে এসে থামল।

আমরা আস্তে আস্তে নেমে অন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সবাই এসে হাজির। সোনাদিয়া দ্বীপের পরিচিতি একটু বলে রাখি। মহেশখালী উপযেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীব বৈচিত্র সমৃদ্ধ একটি দ্বীপ 'সোনাদিয়া'। দ্বীপটির আয়তন ৭ বর্গকিলোমিটার। এই দ্বীপের মত সুউচ্চ বালিয়াড়ির তুলনা বাংলাদেশে নেই। এখানে সামুদ্রিক সবুজ কাছিমও ডিম পাড়তে আসে। স্থানীয় অদিবাসীরা মনে করেন, সোনাদিয়া দ্বীপে মানব বসতির ইতিহাস অনুমানিক দেড়শত বছরের। দ্বীপের মানুষেরা মূলতঃ দুইটি গ্রামে বসবাস করে, সোনাদিয়া পূর্বপাড়া ও সোনাদিয়া পশ্চিম পাড়া। দ্বীপটির বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১৭০০। মাছ ধরা, মাছ শুকানো এবং কৃষিকাজই দ্বীপবাসীর মূল পেশা। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকুলীয় প্যারাবনের

অবশিষ্টাংশ এখন মূলত শুধু সোনাদিয়া দ্বীপের দেখা যায়। এই দ্বীপে ২টি মসজিদ, ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি সাইক্লোন সেন্টার, অনুমানিক ১২টি গভীর নলকুপ রয়েছে। ভারতের কুট কৌশলী বিরোধিতার কারণে সোনাদিয়ায় চীন ও জাপানের সহায়তায় একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেছে। সোনাদিয়াকে সরকার ইকোপার্ক হিসাবে ঘোষণা করেছে।

এবার সোনাদিয়া দ্বীপে শুরু হ'ল পদব্রজে ভ্রমণ। বালির উপর দিয়ে হাটতে থাকি। হঠাৎ দেখতে পেলাম লেকের মত জলাধার। পানি একটু হাতে নিয়ে মুখে দিলাম। প্রচণ্ড লবণাক্ত। সাথে সাথে ফেলে দিলাম। চারিদিকে কিছু সবুজ গাছ ও বালির স্তুপ নজরে পড়ল। কোন মানুষের সাথে আমাদের কথোপকথন হয়নি। যাইহোক ভ্রমণ শেষ করে স্পীড বোটে আমরা এবার মহেশখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু কলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পীড বোট মহেশখালীর কিনারে এসে থামল। স্পিড বোট থেকে নামার সময় এক উজবুক যুবক ধাক্কা দিলে আমার চশমাটি পানিতে পড়ে যায়। স্মৃতির পাতায় চিরস্থায়ী ধরে রাখতেই বোধহয় অকস্মাৎ ঘটনাটি ঘটে গেল। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আর মানবীয় দূর্বলতাহেতু রাগে গজ গজ করি, এই সব উবজুক যুবক কেন আসে সফরে!

ঐ প্রসঙ্গ যাক, মহেশখালীর পরিচিতি হচ্ছে এটি বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড় সমৃদ্ধ দ্বীপ। এই দ্বীপ উপযেলা আরো ৩টি ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলি হ'ল সোনাদিয়া, মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা। মহেশখালীর সাথে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস যুক্ত। এই সম্প্রদায়ের প্রভাবের কারণে মহেশখালীতে আদিনাথ মন্দির নির্মিত হয়। মহেশখালী নৌ ঘাটে স্পীড বোট থেকে নেমে ঐ এলাকায় আমরা কয়েকজন একসাথে সঙ্গে আনা দাওয়াতপত্র বিতরণ করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে কয়েকজন লোক এসে আমাদের অটো গাড়ীর সামনে এসে পথরোধ করল। আমি বললাম, এই দিকে আসেন আমার সাথে কথা বলেন। একজন ব্যক্তি পান চিবাতে চিবাতে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? আমি বললাম, আমি একজন সিনিয়র এডভোকেট। রাজশাহী থেকে আপনার এলাকায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে এসেছি। উনি বললেন, কার হুকুমে দাওয়াত দিচ্ছেন? দাওয়াত দিতে হ'লে এই এলাকায় আমাদের হুকুমে দাওয়াত দিতে হবে। আমি বললাম, কেন আপনার হুকুম নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে? কে আপনি? উনি বললেন, আমি এই এলাকার মানুষ। আমি বলি, বাংলাদেশ সরকার কি আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছে? এরপর উনি প্রচারপত্রগুলো নিয়ে টানাটানি শুরু করেন। তখন আমি বললাম, টানাটানি করবেন না। এমনিতেই নিয়ে যান। ছিড়ে ফেলুন, তাতে দুঃখ নেই। এতেই আমাদের বিজয়। আমাদের দাওয়াত এইভাবে কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ। তারপর অটো নিয়ে আমরা অন্য দিকে চলে গেলাম। পরে অটো ড্রাইভার বলল, স্যার ঐ লোক মাদরাসায় চাকুরী করে।

আসার পথে পাশে দেখতে পেলাম লবণের স্তুপ। দেখার জন্য অটো ড্রাইভারকে নিয়ে লবণ তৈরীর পদ্ধতি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে লবণ তৈরী হয় এবং কিভাবে বাজারজাত করা হয়। যাইহোক, অটোযোগে মহেশখালী লঞ্চঘাট এসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত মহেশখালী পৌঁছলেন। বললাম, স্যার আমরা এখন হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। উনি বললেন, যান আমি একটু পরেই চলে আসবো। কথোপকথন শেষে আমরা স্পীড বোটে উঠে কক্সবাজার লঞ্চঘাটে নেমে সি কুইন হোটেল চলে আসলাম। যোহর ও আছরের ছালাত আদায়ের পর দুপুরের খাওয়া শেষ করে রুমে রেস্ট নিতে থাকলাম।

হিমছড়ি ভ্রমণ :

বিকাল ৩টায় হিমছড়ি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সি কুইন হোটেলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিপে উঠে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। হিমছড়ি কক্সবাজার থেকে ১২ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত একটি পর্যটন স্থল। এর একপাশে রয়েছে সুবিস্তৃত সমুদ্র সৈকত, অন্য পাশে রয়েছে সবুজ পাহাড়ের সারি। হিমছড়িতে একটি জলপ্রপাত রয়েছে যা এখানকার প্রধান আকর্ষণ যদিও বর্ষার সময়ছাড়া অন্য সময় ঝর্ণায় পানি থাকে না। তবুও প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসাবে হিমছড়ি পর্যটকদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়। হিমছড়ি পৌঁছানোর আগেই দারিয়ানগর পয়েন্ট 'প্যারাসেইলিং' স্পট রয়েছে। ১৫০০ টাকা দিয়ে প্যারাসুটে চড়ে তিন থেকে চার'শ ফুট উপরে উঠে বেড়ানোর দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। দূর্বল হার্টের মানুষ খবরদার এই অভিজ্ঞতার পিছনে ছুটবেন না। কারণ হিতে বিপরীত হতে পারে। কিছু খেতে চাইলে এখানকার ফল খান। যা দেখতে আমড়ার মত। ভিতরে লাল পেয়ারার বীচি। যা আপেল-নাশপাতির ন্যায় সুগন্ধ। প্রতি পিস ১০টাকা। খেতে বড়ই মজা। হিমছড়ির একপাশে সুবিস্তৃত সমুদ্র সৈকত এবং অন্য পাশে সবুজ পাহাড়ের সারি। মহান আল্লাহ একপাশে সবুজ পাহাড় দাঁড় করিয়েছেন আর অন্য পাশে বিশাল সমুদ্র সৈকত তৈরী করেছেন। শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহু আকবার!

আমরা সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাই। মনে থাকে না। মহান আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকালে উপলব্ধি করা যায় কিভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, 'ওরা কি আকাশের দিকে তাকায় না? লক্ষ করেনা আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি। সুশোভিত সুবিন্যাস্ত করেছি, ত্রুটিমুক্ত করেছি *(ক্বাফ ৬)*।

ইনানী সমুদ্র সৈকত :

হিমছড়ি ভ্রমণ শেষে রওয়ানা হ'তে হবে ইনানী সমুদ্র সৈকত, যা হিমছড়ি হতে ১৪ কি.মি. দক্ষিণে। আমরা সকলে নিজ নিজ জীপে উঠে রওয়ানা হলাম ইনানী সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ইনানী সমুদ্র সৈকত। আমরা সবাই জীপ থেকে নেমে ইনানী সমুদ্র সৈকতে

অবস্থান করে সাগর দেখছি। সূর্য ডোবার পূর্ব মুহূর্তে নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হয়। আমরা সাগরের পানিতে পা ভিজিয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করি। দেখতে দেখতে লাল সূর্য চোখের আড়াল হয়ে গেল। সূর্য বিদায়ের কালে রক্তিমাকাশের নীচে সমুদ্র ঝিকমিক করতে থাকে। একসময় সেটাও অদৃশ্য হয়ে অন্ধকার নেমে আসে। পাশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য হেলিপ্যাড তৈরী করা হয়েছে, যা সাগরের

কিনারে অবস্থিত। এখানেই আমরা মাগরিবের ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

খুলনার মাওলানা জাহাঙ্গীর ভাই দরাজ কণ্ঠে মাগরিবের আযান দিলেন। আযান শেষ হলে আমরা সবাই হেলিপ্যাডের উপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পিছনে কাতারবন্দী হয়ে ছালাতে দাঁড়ালাম। ছালাত শুরু হ'ল। অতঃপর মাগরিবের সাথে এশাও পড়ে নেয়া হল। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড.মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব নছীহতমূলক আলোচনা করলেন। সাগরপাড়ে অস্তমান সূর্যের মৃদু আভায় দাড়িয়ে হেলিপ্যাডের উপর এই ছালাত আদায় এবং আমীরে জামাআতের নছীহতের মুহূর্তটি যেন চীরদিনের জন্য স্মৃতির মনিকোঠায় স্থায়ী হয়ে গেল। অতঃপর পরবর্তী দিনের দিক-নির্দেশনা দিলেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও তাসলীম সরকার ভাই।

এরপর আমরা কক্সবাজারে ফেরার জন্য জীপে রওয়ানা হলাম। চলে আসলাম কক্সবাজার সি. কুইন হোটেলে।

সেন্টমার্টিন যাত্রা :

পরদিন ১৩ই মার্চ'২০। ফজরের ছালাত আদায় করে তৈরী হলাম বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন যাত্রার উদ্দেশ্যে। ভোর সাড়ে ছয়টায় জীপে কক্সবাজার লঞ্চঘাটে রওয়ানা হলাম। তবে ভাটার কারণে এমভি কর্ণফুলী জাহাজটি সময় মত ছাড়তে পারল না। ফলে সকাল ৭টার জাহাজ ছাড়ল সাড়ে আটটায়। এত চমৎকার সুসজ্জিত জাহাজ যে, প্রথমেই মনটা সতেজ হয়ে উঠল। গত ৩১শে জানুয়ারী'২০ থেকে এই বিলাসবহুল জাহাজটি সরাসরি কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন রুটে যাতায়াত শুরু করেছে। এই রুটে যাতায়াতে প্রায় ১৯৫ কি.মি. রোমাঞ্চকর সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করেন পর্যটকরা।

এই প্রথম আমার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে জাহাজযাত্রা। আধুনিক জাহাজে তেমন ভয় নেই। কিন্তু পূর্বপুরুষরা যখন এভাবে দূরদেশের উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করতেন, তখন আত্মীয়-স্বজন থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করে আসতেন। কত মানুষ যে ঝড়ে কিংবা পথ হারিয়ে বিজন সমুদ্রের বুকে হারিয়ে গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। জাহাজের আড়াই'শ সীট বিশিষ্ট পূর্ণ একটি কেবিন আমাদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল। সেখানে ব্যানার টানিয়ে ও মাইকের ব্যবস্থা করে আলোচনা সভার আয়োজন করা হ'ল। মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, আমানুল্লাহ মাদানী তাদের ওজস্বীনী ভাষণ পেশ করলেন। আমি স্বরচিত একটি জাগরণী পরিবেশন করলাম। আলহামদুলিল্লাহ খুব উপভোগ্য সময় কাটল। ইতিমধ্যে জুম'আর সময় হয়ে গেলে মুহতারাম আমীরে জামাআ'ত জাহাজের ক্যাপ্টেনস্ ডেক থেকে খুৎবা দিলেন। পুরো জাহাজের প্রায় সাত শতাধিক পুরুষ-মহিলা তাঁর সেই হৃদয়গ্রাহী খুৎবা শুনে আন্দোলিত হ'ল। তারপর যার যার অবস্থান থেকে কেবল নারীরা বাদে প্রায় সকলেই জামাআ'তে যোগ দিল।

জুম'আর পর একটি দল গান-বাজনার আয়োজন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ছালাতের পর তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। শুধু তাই নয়, জাহাজের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের বই ও লিফলেট পৌঁছে দিয়েছিলেন আমাদের কর্মীরা। তারা সেগুলো পড়া শুরু করলেন। অনেকেই জানতে চাইলেন আহলেহাদীছ সম্পর্কে। এই সুযোগে কর্মী ভাইরা যার যার মত দাওয়াতী কাজে সময় দিলেন। সাংগঠনিক শিক্ষাসফরে এই যে দাওয়াতের সুন্দর উপলক্ষ্য পাওয়া যায়, তা অন্য কোন সফরে পাওয়া যায় না। এজন্য এই সফর নিঃসন্দেহে অন্য যে কোন শিক্ষাসফরের চেয়ে আলাদা। জাহাজের সহকারী ক্যাপ্টেন বলেই ফেললেন, এই জাহাজে আপনাদের মত দ্বীনদার পর্যটক গ্রুপ অতীতে কখনও উঠেনি আর ভবিষ্যতেও কখনও হয়তো উঠবে না। অথচ দ্বীনদারদের এমন সফর করা বেশী প্রয়োজন যাতে তারা মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত আরও বেশী ছড়িয়ে দিতে পারে।

উল্লেখ্য যে, যে, জাহাজের ক্যাপ্টেনের বাড়ী ময়মনসিংহে এবং তিনি পূর্ব থেকেই আহলেহাদীছ। আমীরে জামাআ'তের ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইটি তিনি পূর্ব থেকেই মানুষের কাছে বিতরণ করে থাকেন। তিনি স্যারের সাক্ষাৎ করে আবেগী হয়ে পড়লেন। এছাড়া তাঁর একজন সহকারী এবং জাহাজের প্রকৌশলীও স্যারের হাতে হাত রেখে আহলেহাদীছ হয়ে গেলেন। সত্যিই এটা একটা স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল।

সেন্টমার্টিন পৌঁছানোর কিছু পূর্বেই সাগরের বুকে কালো রেখার মত সেন্টমার্টিনের ভূখণ্ড ফুটে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেলা আড়াইটার দিকে জাহাজ সেন্টমার্টিন দ্বীপের ঘাটে পৌঁছল। অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে সেন্টমার্টিন দ্বীপে পা রাখলাম আলহামদুলিল্লাহ! আবাসনের জন্য নির্ধারিত সেন্টমার্টিন বাজারস্থ স্বপ্নবিলাস হোটেলের ৩ নং রুমে পৌঁছলাম। তৎপূর্বেই ইউরো বাংলা নামক হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। আছরের ছালাতের পর আমরা দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। স্থানীয় জনগণের মধ্যে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-সহ অন্যান্য বই বিতরণ করলাম কয়েকজন দায়িত্বশীল ভাইকে সাথে নিয়ে। সকলেই আগ্রহভরে গ্রহণ করলেন আলহামদুলিল্লাহ।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। এটি টেকনাফ হতে প্রায় ৯ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা সেন্ট মার্টিন দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮ বর্গকি.মি.। ২০১৫ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী এর জনসংখ্যা প্রায় ৮ হাযার। দ্বীপের পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার ব্যাপী প্রবাল প্রাচীর। যা ভাটার সময় দেখা যায়। ভৌগোলিকভাবে এটি তিনটি অংশে বিভক্ত। উত্তর অংশকে বলা হয় নারিকেল জিঞ্জিরা বাতিঘর পাড়া, দক্ষিণ অংশকে বলা হয় দক্ষিণপাড়া এবং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বিস্তৃত একটি সংকীর্ণ লেজের মতো এলাকা। এর সংকীর্ণতম অংশ গলাচিপা নামে পরিচিত। দ্বীপের দক্ষিণে ১০০ থেকে ৫০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি ছোট্ট দ্বীপ রয়েছে, যাকে ছেড়া দ্বীপ বলা হয়। ভাটার সময় এই দ্বীপে হেটে যাওয়া যায়। তবে জোয়ারের সময় নৌকা প্রয়োজন হয়। সেন্টমার্টিন দ্বীপটির ভূপ্রকৃতি প্রধানত সমতল। তবে কিছু কিছু বালিয়াড়ি দেখা যায়। এই দ্বীপটির প্রধান গঠন হ'ল চুনাপাথর। চারিদিকে সমুদ্র হ'লেও দ্বীপের ভূখণ্ডে ৮-১০ ফুট নীচেই সুপেয় মিঠা পানি পাওয়া যায়। যা দ্বীপবাসীর মিঠাপানির অভাব মিটায়। চারিদিকে লোলাপানির সমুদ্রের মধ্যে এভাবে মিঠা পানির সঞ্চয় সত্যিই আল্লাহ্‌র এক অমূল্য নে'মত। দ্বীপে দক্ষিণ দিকে প্রচুর পরিমাণে কেওড়ার ঝোপ ও কিছু ম্যানগ্রোভ গাছ আছে। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে কেয়া, শ্যাওড়া, সাগরলতা, বাইন গাছ ইত্যাদি। প্রায় ১০০ থেকে ১২৫ বছর আগে এখানে লোক বসতি শুরু হয়। বর্তমানে এখানে আট হাজারের মত লোক বসবাস করে। পর্যটন মৌসুমে গড়ে ১০ হাজার লোক থাকে। এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান পেশা মাছ ধরা। পর্যটক ও হোটেল ব্যবসায়ীরাই প্রধানতঃ তাদের কাছ থেকে মাছ কেনেন।

এছাড়া দ্বীপে মসজিদ রয়েছে ১৯টি। এখানে সাক্ষরতার হার ১৫.১৩%। রয়েছে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ১টি বি.এন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ। সেন্টমার্টিন ইউনিয়নের প্রধান হাট-বাজার হ'ল পূর্ব বাজার, যা জেটিঘাট থেকে অনতিদূরে অবস্থিত।

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ সেরে হোটেল স্বপ্ন বিলাসে ফিরে এলাম এবং মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করলাম। মাগরিবের পর হোটেল লবিতে দ্বীনী আলোচনা বৈঠক শুরু হ'ল। প্রায় ২ঘন্টা যাবৎ আলোচনা চলল। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সমাপণী ভাষণের মাধ্যমে দ্বীনী আলোচনা শেষ হ'ল। এরপর রাত পৌঁনে নয়টায় রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে রাত্রি যাপন করি। অনেকেই এ সময় সমুদ্র সৈকতে গিয়ে রাতের সমুদ্রের বিপুল সৌন্দর্য উপভোগ করলেন। এরই মাঝে স্থানীয় দু'তিন জন আলেম কিছু সন্ত্রাসী টাইপের লোক নিয়ে হোটেলে উপস্থিত হলেন এবং কেন আমরা শিক্ষাসফরে এসে দাওয়াতী কাজ করছি, সেই প্রশ্ন তুললেন। আমরা শান্তভাবেই জবাব দিলাম এটা আমাদের শিক্ষাসফরের অন্যতম কর্মসূচি। কিন্তু তারা মানতে নারাজ। পরে বুঝতে পারলাম উক্ত আলেমদ্বয় এদেরকে ডেকে এনেছেন আমাদের শাসানোর জন্য, যেন আমরা দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকি। আমরা বললাম, আমরা আপনাদের সমাজে কোন অশান্তি করতে আসিনি। আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করা আপনাদের জন্য আবশ্যক নয়। আমরা যা বলছি তা মানতেও পারেন, নাও মানতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধান মোতাবেক নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রচারের স্বাধীনতা আমাদের আছে। কেউ যদি শিক্ষাসফরে এসে নাচগানের অনুষ্ঠান করতে পারে, তবে আমরা নিশ্চয়ই দাওয়াতী কাজও করতে পারব। অবশেষে তারা ফিরে গেলেন।

ছেড়াদ্বীপে ভ্রমণ :

১৪ই মার্চ'২০। ফজর ছালাতের পর ছেড়াদ্বীপে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। নাশতা সেরে বড় ট্রলারে ছেড়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেও জোয়ারের কারণে ট্রলার ছেড়া দ্বীপে ভিড়তে পারল না। ফলে নৌকা থেকেই ছেড়া দ্বীপ দেখে আমরা ফিরে আসলাম। তারপর নাশতা করে হোটেলে ফিরলাম। সকাল সাড়ে দশটায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত হোটেল স্বপ্ন বিলাসের বারান্দায় আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্যার আমাদের নিয়ে উপদেশমূলক আলোচনা করলেন। আন্দোলন বিষয়ে অনেক দিক-নির্দেশনা দিলেন। তাঁর আলোচনা শুনছি আর মনে মনে বলছি, তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর। একটি প্লাস্টিক কেদারায় বসে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। তাঁর সিংহাসন, মসনদ কিছুই প্রয়োজন হয়না। আল্লাহ্‌র যমীনই তাঁর মসনদ, তাঁর সিংহাসন। আমরা ২৮ জনের মত সেখানে ছিলাম। শুনছি আলোচনা। ৬২০ খ্রিস্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির গভীরে বাহিরাগত বিভিন্ন হজ্জ কাফেলার লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। একরাতে আবু বকর ও আলীকে সাথে নিয়ে তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। একপর্যায়ে আকাবার গিরিসংকটের আলো-আধারীর মধ্যে কিছু লোকের কথা-বার্তা শুনে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসার জানতে পারলেন যে

ইয়াছরিব থেকে হজ্জে এসেছেন এবং তারা সংখ্যায় ৬জন খাজরায গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মধ্যে বসে পড়লেন। সিংহাসন নেই, মসনদ নেই। বিশ্বনবী, বিশ্বনেতা বসলেন আল্লাহ্র যমীনেই। তরতাযা তরুণদের মধ্যে বসে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল এবং তিনিই আখেরী নবী এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তখনই ইসলাম কবুল করল।

এই ঘটনা থেকেই ইসলামের সংঘবদ্ধ আন্দোলন তথা সংগঠন শুরু হয়েছিল। আমরাও সংগঠন করি। আমাদের সংগঠনের নাম আহলেহাদীছ আন্দোলন। অদ্যকার আলোচনা হ'তে আমাদের এই শিক্ষাসফরে এসে এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যে, আমরা তাওহীদের বাস্তবায়ন করতে চাই সিংহাসন-মসনদের কোন অহংকার ছাড়াই। আমাদের রাসূল (ছাঃ) যে তরীকায় ইসলাম বাস্তবায়ন করে গেছেন, আমাদেরকেও সংঘবদ্ধ হয়ে সেই তরীকায় অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকেই জীবন গড়তে হবে। যার শেষ ঠিকানা জান্নাত। আলোচনা শেষে হ'লে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আমি সি. ইন হোটেল পর্যন্ত গেলাম। ফিরে এসে গোসল সেরে ইউরো বাংলা হোটেলে দুপুরের খাওয়া সমাপ্ত করে বেলা আড়াইটায় এমভি কর্ণফুলী জাহাজে সিট গ্রহণ করলাম। এবার ফিরে আসার পালা। জাহাজ কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল। দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা বসে থাকলাম জাহাজে। এর মধ্যে চলন্ত জাহাজ থেকে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করলাম। সন্ধ্যার পর জাহাজে আলোচনা সভা শুরু হ'ল। অনেকে আলোচনা সভার মাঝে মাঝে জাগরণী উপস্থাপনা করল। শেষে কুইজ প্রতিযোগিতা হ'ল। এক সময় কক্সবাজার শহরের উত্তর নুনিয়াছড়া ঘাটে জাহাজ এসে থামল। আমীরে জামাআতে আমাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী বক্তব্য রাখলেন এবং দোআ করলেন।

রাত তখন ৮টা। আমরা আস্তে আস্তে নেমে যার যার মত বাস স্টাণ্ডে এলাম। অতঃপর বাস যোগে বিভিন্ন গন্তব্যে রাওয়ানা হলাম। আমরা রাজশাহীর কয়েকজন ঢাকাগামী বাসে চড়লাম। আঁধার রাতে বাসের বাইরে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। কুমিল্লা যেলার শেষ প্রান্তে এসে ফজরের আযানের সময় বাস দাঁড়ায়। পাশের একটি মসজিদে ছালাত আদায় করলাম। আবার যাত্রা শুরু হ'ল। কুমিল্লা যেলার দেবীদ্বার উপযেলার কৃতি সন্তান ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন নিজ বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বাস থেকে নেমে গেলেন। আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করে দিলাম। ঢাকায় পৌঁছে কমলাপুর রেলস্টেশনে অপেক্ষা করতে থাকলাম রাজশাহীগামী ট্রেনের জন্য। সবাই মিলে শিক্ষা সফরের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে কথা বলছিলাম। এসময় ট্রেন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। আমরা নিজ নিজ লাগেজ নিয়ে ট্রেনে উঠে সিটে বসে পড়লাম। ট্রেন চলছে। ট্রেনে বসে আছি। বাইরে দূরের সবুজ গাছপালা দিয়ে সাজানো গ্রাম বাংলার দৃশ্য দেখছি। মহান আল্লাহ তার রহমতে সেগুলোকে সুবিস্তৃত করে রেখেছেন দুনিয়ার মানুষের কল্যাণে। এইভাবে দেখতে দেখতে ট্রেন যমুনা ব্রীজ অতিক্রম করে। আমরা কয়জন ট্রেনে বসে কথা-বার্তা বলছি আর রাজশাহী কখন পৌঁছাবো সেই অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে ট্রেনে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। রাত ১০টায় ট্রেন রাজশাহী রেল স্টেশনে এসে পৌঁছাল। ট্রেন থেকে নেমে আমরা সবাই পরস্পরের জন্য দো'আ করে আপন আপন বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। শিক্ষা সফর ২০২০ সমাপ্ত হ'ল। এক প্রাতঃস্মরণীয় ঘটনাবহুল দ্বীনী শিক্ষাসফরের যবনিকাপাত ঘটল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে তার দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন। আমীন!

[লেখক : সিনিয়র এ্যাডভোকেট ও উপদেষ্টা, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী সদর।

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[সিরিয়ান বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ (৬০) ১৯৬০ সালে সিরিয়ার আলেপ্পোতে ফিলিস্তিনী শরণার্থী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী পরিবারের সাথে সঊদী আরবে আসেন এবং রাজধানী রিয়াদে বেড়ে উঠেন। শায়খ বিন বায ও ইবনুল উছায়মীনের এই সুযোগ্য ছাত্র মুসলিম দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছেন মূলত তাঁর পরিচালিত জনপ্রিয় ফৎওয়া ওয়েবসাইট 'ইসলামকিউএ.ইনফো' (IslamQA.info) -এর মাধ্যমে। ১৯৯৭ সালে তিনি স্বতন্ত্রভাবে ফৎওয়াভিত্তিক এই ওয়েবসাইটটি চালু করেন, যা আরবী, ইংরেজী, বাংলাস উর্দূসহ ১৬টি ভাষায় বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হচ্ছে। সালাফী মানহাজ অনুযায়ী পরিচালিত এই ওয়েবসাইটটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাবে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ফালিল্লাহিল হামদ। কর্মজীবনে তিনি সঊদীআরবের আল-খোবার শহরে উমার ইবনুল খাত্তাব মসজিদের খত্বীব। পাঠদান, বক্তব্য, খুৎবা ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে রয়েছে তাঁর বিপুল গ্রহণযোগ্যতা। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যুবসমাজের আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সুস্পষ্ট দলীলভিত্তিক ও সহজবোধ্য লেখনীর জন্য তিনি সুপরিচিত। নিম্নে এই ক্ষণজন্মা মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হল]।

প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা :

শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত রিয়াদেরই বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি সঊদী আরবের যাহরানে অবস্থিত বাদশাহ ফাহাদ পেট্রোলিয়াম ও মিনারেলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর শায়খ বিন বাযের পরামর্শে দ্বীনের দাওয়াতের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি একে একে শায়খ বিন বাযসহ সমসাময়িক বিখ্যাত আলেমগণ যেমন শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন, আব্দুর রহমান বিন নাছের বার্রাক, মুহাম্মাদ শানক্বিতী, ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ গুনাইম, আব্দুল মুহসিন যামেল, আব্দুর রহমান আল-মাহমূদ প্রমুখ বিদ্বানদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেন। বিশেষ করে শায়খ বিন বাযের সাথে সুদীর্ঘ প্রায় পনের বছরের সম্পর্ক তাঁর ইলমী জগতের দুয়ার নতুনভাবে উন্মোচিত করে দেয়।

কর্মজীবন :

শায়খ বিন বাযের পরামর্শে ৩০ বছরের পূর্বেই তিনি সঊদী আরবের উত্তরাঞ্চলে জুমআর খত্বীব হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দাঈ ইলাল্লাহ হিসাবে পূর্ণোদ্দমে কাজ শুরু করে। তিনি জুমআর খুৎবাসহ সাপ্তাহিক দারস, হালাকা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ও টেলিভিশনে নিয়মিত বক্তব্য পেশ করে থাকেন। এছাড়া লেখালেখিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গ্রন্থাবলী রয়েছে, যার সংখ্যা অন্যূন তিন হাজার। এছাড়া রয়েছে প্রায় ৫০০০ ঘন্টার বেশী বিষয়ভিত্তিক অডিও-ভিডিও দারস।

রচনাবলী :

মূলতঃ জীবনঘনিষ্ট বিষয়াদিই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। তরুণ ও যুবসমাজের প্রাত্যহিক সমস্যাগুলো নিয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য রচনা। তন্মধ্যে প্রায় ২৫টি গ্রন্থ বাংলা ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। যেমন :

১. ভাল কাজের সহযোগী হও। ২. বিনয়ী হওয়ার ৩৩টি উপায়। ৩. ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি। ৪. আল্লাহ্র প্রতি ভরসা। ৫. দুঃশ্চিন্তার চিকিৎসা। ৬. শারঈ বিধি-নিষেধ। ৭. যে সকল হারাম কাজকে মানুষ হালকা মনে করে। ৮. দুর্বল ঈমানের পরিচয়। ৯. দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকার মাধ্যমসমূহ। ১০. আমি তওবা করতে চাই, কিন্তু! ১১. কেমন ছিল তাদের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আচরণ? ১২. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ। ১৩. অন্তরের রোগ, ১৪. অন্তরের আমল, ১৫. বিয়ের উপকারিতা ও শারঈ রূপরেখা প্রভৃতি।

ইসলামকিউএ.ইনফো (IslamQA.info)

শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ ১৯৯৭ সালে সালাফী মানহাজভিত্তিক ফৎওয়া ওয়েবসাইট ইসলামকিউএ.ইনফো চালু করেন। তৎকালীন সময়ে এটিই ছিল স্বতন্ত্রভাবে ফৎওয়া বিষয়ক একমাত্র ওয়েবসাইট। বিগত কয়েক বছর যাবৎ এটি ইসলাম বিষয়ক বিশ্বের সবচেয়ে শীর্ষ জনপ্রিয় ওয়েবসাইট হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে প্রায় চার লক্ষাধিক ফৎওয়া প্রকাশিত হয়েছে।

কারাবরণ :

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে শেষের দিকে ইয়েমেনের হূছী সম্প্রদায় ও মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের পক্ষাবলম্বনের দায়ে সঊদী সরকার অন্যান্য বেশ কয়েকজন সঊদী আলেমদের সাথে শায়খ ছালেহ আল মুনাজ্জিদকেও গ্রেফতার করেছিল। তারপর থেকে তাঁকে আর জনসম্মুখে দেখা যায় নি। অদ্যবধি তিনি কারারুদ্ধ আছেন বলে ধারণা করা হয়।

মহান আল্লাহ এই দাঈ ও আলেমের মহান খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। আমীন!

জীবনের সব রহস্য কুরআনে খুঁজে পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন যিনি

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ দয়ালু, করুনাময়, এক ও অদ্বিতীয়। ইসলাম মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখায়। ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, আদম হ'তে শুরু করে আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী ইসলামের বাণীই প্রচার করে গেছেন। যুগে যুগে বহু মানুষ ভিন্ন ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ইসলাম গ্রহণ করলেন কেনিয়ান যুবক অস্টিন আমানি।

কেনিয়ান যুবক অস্টিন আমানি ৬ই জানুয়ারি ২০২০ তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছে। সে মুসলিম হয়েছে। একটি খ্রিস্টান পরিবারের সদস্য হিসাবে ইসলাম গ্রহণ তার জন্য মোটেও সহজ ছিল না। কেননা শৈশব থেকে সে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা নিয়ে বড় হয়েছে। আল্লাহ তিন ধরনের লোকের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। ঘটনার সূত্রপাত যখন তার নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় হয় এবং নতুন পরিবেশে সে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে সে বিষয়ে তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং নানা কৌশল শেখানো হয়। মিডিয়ার প্রচারণার কারণে আমানির পরিবার ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। তার মা তাকে উপদেশ দেয় সে যেন মুসলিম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে না মেশে। তিনি আমানির সামনে মুসলিমদের যথাসম্ভব ভয়ংকর হিসাবে তুলে ধরলেন। আর এটাই তাকে মুসলিমদের ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করল।

স্কুলে যাওয়ার পর আমানি তার মায়ের নির্দেশনা মান্য করে চলল এবং মুসলিমদের থেকে দূরে দূরে থাকল। বিশেষত তাদের সঙ্গে কখনো ওয়াশরুমে যেত না যখন তারা সেখানে ভিড় করত। কিন্তু আমানির একজন মুসলিম সহপাঠীর সহানুভূতি ও উত্তম আচরণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ব্যক্তিই আমানির জীবনে বাঁকবদল এনে দেয়। আমানি তাকে (First Wonder of the World) বলে অবহিত করে। তার আচরণ তাকে মুগ্ধ করল। বিশেষত সে যখন দেখত মুসলিম সহপাঠী সব সময় সবার সঙ্গে হাসিখুশি, তার ভেতর দুশ্চিন্তার কোনো ছাপ নেই।

এমনকি শিক্ষকের সঙ্গে কোনো সমস্যায় পড়লেও সে হাসিমুখে থাকে। তার এই সৌহার্দপূর্ণ আচরণ মুসলিমদের সম্পর্কে আমানির চিন্তাধারা পাল্টে দেয়। সে তাদের কাছে ঘেঁষতে শুরু করে। মুসলিম সহপাঠীর কাছে তার প্রথম প্রশ্ন ছিল, ওয়াশরুমে বেসিনের সামনে ভিড় করে তোমরা কী করো? সে জানাল, ধর্মীয় প্রার্থনার (ছালাতের) আগে আমরা নিজেদের পবিত্র করি। যাকে অযূ বলা হয়। উত্তর শুনে মুসলিমদের সম্পর্কে তার ধারণা আরো ইতিবাচক হ'ল।

ঘনিষ্ঠতা বাড়ার পর আমানিকে তার মুসলিম বন্ধুরা ইসলাম সম্পর্কিত কিছু বই ও কুরআনের একটি ইংরেজি অনুবাদ দিল। যা বিছানার নিচে রেখে সে গোপনে পড়তে লাগল। কুরআন পাঠ সম্পর্কে আমানির বক্তব্য হলো, কুরআন পাঠ শুরু করার পর আমার শরীরে আমি অপার্থিব প্রশান্তি অনুভব করি, যা আমি আগে আর কখনো অনুভব করিনি। মানবজীবনের সব রহস্য আমি কুরআনে খুঁজে পেয়েছি। দৈনন্দিন জীবনে ইনশাআল্লাহ বলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং না বলার পরিণাম ইসলামের প্রতি আমানির মনে ভালোবাসার যে বীজ বোপিত হয়েছিল তা ফলবান বৃক্ষে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। সে এমন একটি ধর্মবিশ্বাসের সন্ধানে ছিল যা তাকে জীবনে সুখী হ'তে এবং আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা হিসাবে জীবনযাপন করতে সহায়ক হবে। সুতরাং সে কারো পরামর্শ ছাড়াই দ্রুত স্থানীয় মসজিদে যাওয়ার এবং গোপনে কালেমা পাঠ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তার চলাচলের অবাধ সুযোগ বা অনুমতি ছিল না। শুধু পারিবারিক কাজেই সে বের হতে পারত। সুতরাং তাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হলো। আমানি তার মা-বাবার কাছে একটি ফটোগ্রাফি কোর্সে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইল এবং তারা তাতে সম্মত হলো।

এটাই তাকে নাইরোবি শহরের একটি মসজিদে যাওয়ার এবং কালেমা পাঠের সুযোগ এনে দেয়। অতঃপর ৬ই জানুয়ারি ২০২০ আমানি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। ফালিল্লাহিল হামদ।

(তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট)

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা** : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

জীবনের বাঁকে বাঁকে

সাদা মেঘের দেশে

-শামসুল আলম

পাখিদের যখন দেখি মনে হয় ওদের জীবন কত সুন্দর! মুক্ত বিহঙ্গ উন্মুক্ত গগনে যখন উড়ে বেড়ায়, নির্মল পবনে ভেসে বেড়ানোর সে দৃশ্য ভুবনবাসী অবাক হয়ে কেবল উপভোগই করে। রং-বেরঙের পাখিরা যখন কিচিমিচির করে ঘরের পাশ দিয়ে উড়ে যেতে দেখি, তখন মনে হয় আমিও যদি ওদের সাথে যেতে পারতাম! পাখির একটা গল্প মনে পড়ে যায়। বিখ্যাত তাফসীরে কাশশাফ এর লেখকের একটি গল্প রয়েছে। লেখক এর পূর্ণনাম আবুল কাসেম মাহমূদ বিন ওমর যামাখশারী আল-খারেযামী (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ) যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উযবেকস্থানের যামাখশারে। তিনি নাকি একবার শিক্ষার উদ্দেশ্যে বোখারায় গমন করার পর বাহনে থেকে পড়ে গিয়ে তিনি এক পা হারান। তিনি বলতেন, ছোট বেলায় আমি একটি চড়ুই পাখি ধরি ও তার পায়ে রশি বাঁধি। পরে সে হাত থেকে ছুটে গিয়ে একটি গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন আমি রশি ধরে টান দিলে তার পা-টি ছিঁড়ে যায়। তাতে মা আমাকে বদ দো'আ করে বলেন, তোর একটা পা কাটা যাক, যেমন তুই পাখির একটা পা তুই কেটেছিস! আমি মনে করি বাহন থেকে পড়ে গিয়ে আমার একটা পা কেটে ফেলা সেদিনের চড়ুই পাখির একটা পা ছিঁড়ে যাওয়ার শাস্তি'।

ড. গালিব স্যারের তাফসীরুল কুরআনে যখন কাহিনীটি পড়লাম আমারও ছোটকালের সেই চড়ুই পাখি, দোয়েল, শালিক আরও কত পাখি গুলতি দিয়ে মারার স্মৃতি জাগ্রত হ'ল। এখন মনে হয়, কতই না ভুল করেছি। তবে মা আমাকে বদ দো'আ করেননি। আমাদের গ্রামে প্রসিদ্ধ একটি মাঠের নাম ছিল কাঠাল বাগান। তার একটির নাম গোয়াল বাথান। কী ঘন জঙ্গল সেই মাঠের চতুর্পার্শ্বে! স্কুল শেষে বিকেলে গ্রামের সহপাঠিদের নিয়ে গুলতি এবং সাথে পোষা একটি কুকুর নিয়ে কত যে কাঠবিড়ালী মেরেছি। বন্ধুদের কেউ গাছে উঠত আবার কেউ নিচ থেকে ইট অথবা মেঠো শক্ত ঢিল ছুঁড়ে দিতাম বাবলার সরু চিকন ডালে। আমার নিখুঁত ছোড়া এক ঢিলের আঘাতে কাঠবিড়ালিটি মাটিতে পড়ে যেত, আর ততক্ষণে শিকারী কুকুর তো ছিলই, কিন্তু তার আগে আমরা প্রতিযোগিতা করতাম কে ওটা আগে লাঠি বা ঢিল দিয়ে মারতে পারি। আমরা যখন তাকে ধরাশায়ী করতাম, সকলে মিলে কতই না আনন্দ করতাম। মুহূর্তেই সাথে থাকা কুকুরটি ওকে ধরে খেয়ে ফেলত।

ছোটবেলার সেই স্মৃতি আজ কষ্টের সঙ্গে মনে পড়ে যায়। মাদরাসার একাডেমিক ভবনে ক্লাসের অবসরে প্রায়শই চোখ চলে যায় প্রকৃতির পানে। গাছে গাছে কাঠবিড়ালী আর পাখিরা নিশ্চিন্তে কীভাবে ঘুরে-ফিরে আর উড়ে বেড়ায়। কাকেরা ডিম পাড়ার আগে কি চমৎকার বাসা তৈরী করেছে! আর বাবুইয়ের বাসা তো আরও চমৎকার। ভাবি আল্লাহ এদের এত জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন! এরপর সেই বাসায় ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয়। অতঃপর বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়। অতঃপর একদিন দেখি তারা কীভাবে এক ডাল থেকে আর এক ডালে ছুটে বেড়াচ্ছে। অবাক করা বিষয়, উড়াল হাওয়ার সময় যদি একবার এরা নিচে পড়ে যায় তাহলে নিশ্চিত কুকুর-বিড়ালের কবলে অথবা ছোটকালের আমার মত পাষান ছেলেরা টেনে হিঁচড়ে এক পর্যায়ে মেরে ফেলবে। ভাবি ওদের বাবা-মা বাচ্চাদের কীভাবে মুখে মুখে খাবার দিচ্ছে। কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে কাকের মত কত পাখিরা তাদের বাচ্চা নিয়ে এভাবে দিন রজনী পার করছে। ওদের প্রতি আল্লাহ্‌র কত করুণা! তাইতো আল্লাহপাক বলেছেন, 'তারা কি দেখে না উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে? যারা তাদের ডানা সমূহ বিস্তৃত করে ও সংকুচিত করে। তাদেরকে শূন্যে ধরে রাখেন কেবল দয়াময় আল্লাহ। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা' *(মুলক ১৯)*। অথচ শক্তিশালী মানুষ মুহূর্তের জন্য হলেও কি এমন অবস্থানে থাকতে পারে? তবে একথা সত্য যে, দেশে-বিদেশে যুদ্ধে অথবা রাষ্ট্রীয় যুলমের কারণে অথবা বেঁচে থাকার কোন উপকরণ না থাকায় তাদের (বিশেষত মুসলমানরা) জীবন যেন এই পশু-পাখির চেয়ে খারাপ। পশু-পাখিরা তা-ও খাবার জুটিয়ে নেয় কিন্তু আজ মানুষেরা খাবার পাচ্ছে না। পাখির মত মানুষ মানুষকে মারছে। অনুরূপভাবে বর্তমানে করোনার কারণে দেশে-বিদেশে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর প্রহর গুণছে, তেমনি বন্দিদশায় কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে কাটাচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ মারা গেছে করোনায়। আক্রান্ত হয়েছে পঞ্চাশ লাখেরও বেশী। এদের কোন চিকিৎসা নেই। অপরদিকে আমাদের সামনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। চারিদিকে লাশের গন্ধ। অনেকের ধারণা কোটি মানুষ মরতে পারে। আল্লাহ এই মহামারী থেকে আমাদের সকলকে হেফাযত করুন এবং এর বিনিময়ে আমাদেরকে ঈমানী শক্তি দান করুন। যাক যে কথা বলছিলাম। ঐ সমস্ত পাখিদের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাকের। অনুরূপ মানুষের রুযী-রুটি এবং বাচা-মরার দায়িত্বও আল্লাহ্‌র। আল্লাহ বলেন, 'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্‌র যিম্মায় নেই' *(হূদ ১১/৬)*। সুতরাং আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই প্রতি অবনত হতে হবে এবং তাঁরই বিধান অনুসরণ করতে হবে।

এবার মূল গল্পে আসি। ছোটকালে ভাবতাম পাখিগুলো কীভাবে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, পাশাপাশি কিভাবে বিমানও উড়ছে। ভাবতাম পাখিগুলোর তো পাখা আছে। কিন্তু বিমানগুলোর তো পাখা নেই। শুনি পাখির শরীর যত ভারী তার চেয়ে পাখির ডানাগুলো নাকি আরও বেশী বাতাস নিয়ে উড়তে পারে। কিন্তু শতশত যাত্রী নিয়ে বিশাল ভারী যন্ত্রের ঐ বিমান কীভাবে উড়ে যাচ্ছে, তা সত্যিই বিস্মিত করত। আল্লাহ মানুষকে যে সামান্য জ্ঞান দিয়েছেন, তা দিয়েই সে কত অসাধ্যই না সাধন করেছে। মাত্র এক'শ বছর আগে পাখির মত উড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯০৩ সালে আমেরিকার রাইট ব্রাদারস (দু'সহোদর ভাই) এটি আবিষ্কার করেন।

মনটা বড় ছটফট করে একবার যদি ঐ বিমানে চড়তে পারতাম। কীভাবে তা তৈরী, ভিতরটা কেমন, পাইলট তা জীবনের ঝুকি নিয়ে চালাচ্ছে, শূন্যে কেমন লাগে ইত্যাদি। প্রসঙ্গ এলে বন্ধুরা বলে 'তুমি এখনও বিমানে চড়োনি? এখনও হজ্জও কর নি'? ইত্যাদি। তার মানে ওদের বিশ্বাস ইতোমধ্যে আমার যেন হজ্জ সম্পন্ন হয়ে গেছে। উত্তর দিতে একটু সংকোচ লাগত। যাক আল্লাহ যেন সে তাওফীক দ্রুত দান করেন, এই দোআ'ই করি। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক বিমানে আমাকে একবার উঠতেই হবে।

ভাগ্যক্রমে সে সুযোগটা ঘটেই গেল সেদিন। ঢাকায় অফিসিয়াল কাজ শেষ হয়েছে আগের রাতে। ভায়রা ভাই হাফেয আখতার মাদানী আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের ৩০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ উপলক্ষ্যে সঊদী আরব থেকে দেশে আসছেন। ঢাকায় নামার পর আবার কানেক্টিং ফ্লাইটে রাজশাহী যাবেন। তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন একসাথে যাব কি-না। পরে তিনি ফোনে জানালেন আপনার বিমান টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালে (২৬শে ফেব্রুয়ারী'২০) ফ্লাইট। আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিনের একটা স্বপ্ন আল্লাহ তার মাধ্যমে পূরণ করালেন। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। তবে কৌতুহলী মন আনচান করা শুরু করে। কেমনে যাব, কিভাবে উঠবো, উঠে কী করব, উঠলে কেমন লাগবে ইত্যাদি নানা ভাবনা।

পরদিন সকালে শ্যালক আব্দুর রাকীব সোহাগের গুলশানস্থ (উত্তর বাড্ডা) বাসা থেকে ঢাকা বিমানবন্দর পৌঁছলাম। আজ আমার মনে অন্যরকম আমেজ। হ্যাঁ আমি আজ নিজেই বিমান যাত্রী! কত যে আত্মীয়ের বিদায় দিয়েছি এই বিমানবন্দর থেকে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু নিজে যাত্রী হওয়ার সুযোগ পাইনি কখনও। আজ সেই মুহূর্ত উপস্থিত। যাক সঊদী থেকে ফ্লাইট নির্ধারিত সময় সকাল সাড়ে আটটার আগে ল্যান্ড করল। মাদানী ছাহেব বের হলে তাঁর সাথে কোলাকুলি হ'ল। অতঃপর তাঁকে নিয়ে বিমান বন্দরের ডমেস্টিক টার্মিনালে প্রবেশ করলাম। ফ্লাইট বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরীতে ছিল। তাই দু'জনে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া, ঘুরে-ফিরে কাটানোর সময় পাওয়া গেল। টার্মিনালের চিত্রটি খুব ভাল লাগল না। শত শত যাত্রীর ভীড়। বোঝা গেল, বিমানের যাত্রী এখন অনেক। এদেশের মানুষের হাতে যথেষ্ট টাকা এসেছে। তবে সড়ক পথে যানজটের যে অবস্থা, তাতে অর্থকষ্ট হ'লেও মানুষ বিমানকে বেছে নিচ্ছে। কেউ সময় বাঁচানোর জন্য, কেউবা যরূরী কাজে। আমার মত শখে কয়জনই বা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এক সময় ডাক পড়লো আমাদের। কত চেক, কত পরীক্ষা। মাদানী ছাহেবের ব্যাগে নাকি ধাতব বস্তুর শব্দ পেয়েছে। তার জন্য বেশ ভোগান্তি দিল ওরা। পরে দুঃখ প্রকাশ করল অবশ্য। আমাদেরকে প্রথমে বাসে উঠানো হল। বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিটে গিয়ে পৌঁছলাম কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিমানের এটি ছোট্ট ফ্লাইটের সামনে। অবশেষে উঠলাম স্বপ্নের সেই বিমানে। পাশাপাশি দু'জনে। ছোট জানালা দিয়ে বাইরে দেখি। স্টার্ট দিল বিমান। কিছুদূর গিয়ে আবার থামল। তারপর চূড়ান্ত যাত্রার পালা। হ্যাঁ, বিমানটি এবার সাঁই সাঁই করে মুহূর্তে উপরে উঠতে লাগল। তখন বেলা ২-১৫ মিনিট।

কি ব্যাপার! কেমন যেন লাগছে উপরে উঠতে। এবার জানালা দিয়ে নীচে তাকালাম। মনটা যেন ছ্যাঁত করে উঠল। হায় আল্লাহ, আমরা কোন শূন্যে হারিয়ে যাচ্ছি। ভাবনা জাগে যদি কোন সমস্যা হয় বিমানের! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভূমিতে আছড়ে পড়বে না তো! এবার আরও বেশী বেশী দো'আ পড়তে থাকি। আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকি। তারপর ভাবলাম কিসের এত ভয়! আরও তো অনেকেই আছে। নাহ, ভয়ের কারণ নেই বলে নিজেকে আবার মনকে শক্ত করে বসলাম। মাদানী ছাহেব হেসে বলছেন, কেমন লাগছে বিমানে। এরপর তো বড় বিমানে উঠার পালা। নাকি? বললাম- আল্লাহ চাইলে হবে। আস্তে আস্তে ভয় কিছুটা কেটে গেল। ঢাকা শহর পার হয়ে গেল। ঘর-বাড়ি উঁচু উঁচু ভবন কত কি দৃশ্য। সবই যেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে এক সময়ে হারিয়ে গেল জীবন্ত পৃথিবীর সব কিছু। মাদানী ভাইকে বলি এ কোথায় এলাম! ভূপৃষ্ঠ আর দেখা যাচ্ছে না যে! তিনি বললেন, এরকমই হয়। আরও ভাল করে দেখেন। হ্যাঁ, সত্যি এটাতো মনে হচ্ছে অন্য এক পৃথিবী! চারিদিকে শুধু মেঘ আর মেঘ। সাদা পেজা তুলার মত। উঁচু নিচু পাহাড়-পর্বতের মত সারি সারি সাজানো। এত চমৎকার তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। বাহ! তাহলে আমরা এখন মেঘের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। জানাল খোলা থাকলে হয়ত ভিজে যেতাম। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই।

আমি মেঘমালার প্রেমে পড়ে গেলাম। আল্লাহু আকবার! চারিদিকে শুধু সাদা মেঘের মেলা! এত সুন্দর করে সাজানো থাকতে পারে তা আগে কখনও কল্পনা করিনি। বিমান থেকে স্বচক্ষে না দেখলে কেউ অনুভব করতে পারবে না। আমি যেন ওদেরই নিকটবর্তী এক বন্ধু। সূর্যের আলোতে যে কত রঙ ও কত বৈচিত্র্য রয়েছে, তা সিলেটের চা বাগান আর পাহাড় পর্বতের সৌন্দর্যকেও হার মানাবে। তবে এটা সবুজ নয়। বিচিত্র্যময় সাজে সুসজ্জিত। এ যেন সত্যি আরেক জগৎ। নাস্তা দেয়ার সময় বিমানের ক্রু শহীদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম- এ বিমানটি কত জন বহন করতে পারে? তিনি বললেন ৭৫ জন। এখন যাত্রী ৪৫ জন। বললাম, আমরা এখন কত উঁচুতে। বললেন এগার থেকে সাড়ে এগার হাযার ফুট উঁচুতে। আর এটিই সর্বোচ্চ। এর উপরে যায় না। আধা ঘন্টা পর পাইলট নওশাদ ছাহেব খুব দক্ষতার সাথে বিমানটি ল্যাণ্ড করাতে যাচ্ছেন। কাত হয়ে যায় বিমানটি। ভাবি বিমান কি এবার উল্টে যাবে? আমার গা ঘামতে লাগল। অবশেষে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর ২.৫০ মিনিটে বিমানটি ল্যাণ্ড করল।

এ বিমান সফরে আমার জীবনটি যে জন্য ধন্য হ'ল তা হ'ল- বৈচিত্র্যময় আকাশের রূপটি কাছ থেকে দেখা। প্রাণ ভরে উপভোগ করেছি সাদা মেঘে ভেলায় সাজানো ভুবনটি। যা কোনদিন ভোলার নয়। মনে হচ্ছে যেন ঐ মেঘমালা আমাকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর বলছে, এস বন্ধু এস, আবার আমাদের দেশে এস। আমি বলি, তোমাদেরকে ধন্যবাদ, তোমাদের খুব ভাল লেগেছে। ভাগ্যে যদি থাকে লেখা তবে দেখা হবে আবার ইনশাআল্লাহ।

সংগঠন সংবাদ

যুব সমাবেশ ২০২০

রাজশাহী ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে দু’দিনব্যাপী ৩০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর বিকাল সোয়া ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা’২০-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ২য় দিন সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে ‘যুবসমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত বলেন, তোমরা যুবসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। তোমাদেরকে হকের দাওয়াত নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে। অলসতা ও বিলাসিতা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। ভীরু ও কাপুরুষ দিয়ে আন্দোলন চলে না। ‘যুবসংঘ’-এর ত্যাগের মাধ্যমে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা দাওয়াতী কাজ করবে, দুনিয়া লাভের জন্য নয়। কেননা রূযীর মালিক আল্লাহ। যারা দুনিয়াদার তাদের জন্য ধ্বংস। জীবনে সফলতা লাভ করতে হ’লে যৌবনকালকে কাজে লাগাতে হবে। তোমরা অল্পে তুষ্ট থাকবে; তাহ’লে সুখী হ’তে পারবে। তোমরা মুরব্বীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে তাদের দো‘আ নিয়ে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা তোমাদেরকে ‘আন্দোলন’-এর সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে গড়ে উঠার আহ্বান জানাচ্ছি।

‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও যুবসংঘের সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ ও যুবসংঘের কাউন্সিল সদস্য ও আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, বাহরাইন-এর দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী।

এছাড়া যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ‘যুবসংঘ’ কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ, ঢাকা-উত্তর যেলা সভাপতি আল-আমীন, বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আব্দুর রঊফ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে ‘যুবসংঘে’র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২০

বিগত বছরের ন্যায় এবারও তাবলীগী ইজতেমা’২০-এর ২য় দিন সকাল ৯টায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে ‘জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা’ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল ‘রিয়াযুছ ছালেহীন’ (ফাযায়েল অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত)’। প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ’লেন (১) মুহাম্মাদ এ এইচ মাহফূয (রাজশাহী), (২) মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও (৩) মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-যুবায়ের (পাবনা)। এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। তারা হ’লেন (১) মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (সিরাজগঞ্জ), (২) ফারূক আহমাদ (কুষ্টিয়া), (৩) আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), (৪) মুহাম্মাদ আলে-ইমরান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৫) তামীম ফায়ছাল (রাজশাহী)। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন রাতে ইজতেমা মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত।

ত্রাণ বিতরণ

করোনা ভাইরাসে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষিত হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়া হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর যেলা ও শাখা সংগঠনসমূহ। চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন যেলায় কয়েক দফায় স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ ও খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া এই কর্মসূচিতে রাস্তায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জীবানুনাশক ছিটানোসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে, গত ২৬শে মার্চ থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের উদ্যোগে দেশের ৪৫টি যেলায় প্রায় সাড়ে নয় হাযার পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ ও খাদ্য বিতরণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় নগদ প্রায় অর্ধ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সভাপতির আহ্বান

১৮ই এপ্রিল ২০২০, শনিবার : দেশব্যাপী লক ডাউনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের প্রতি ফেসবুক লাইভে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। দিক-নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ :

ব্যক্তিগত নির্দেশনা :

১. একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে না গিয়ে গৃহেই অবস্থান করবেন। নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, পরিবার-পরিজনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে বাইরে গেলে দো'আ পড়ে বের হতে হবে। করোনা ভাইরাসের উপসর্গগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং কারো শরীরে লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. আল্লাহ যতটুকু সময় আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন ততটুকু সময়কে গণীমত মনে করে নিজেকে সাধ্যমত ইবাদতে ব্যস্ত থাকতে হবে। নফল ইবাদতগুলো যত বেশী সম্ভব করার চেষ্টা করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যার পঠিতব্য দো'আ ও যিকিরগুলো নিয়মিত পাঠ করতে হবে।

৩. নিজ পরিবার-পরিজনকে নিয়ে নিয়মিত পারিবারিক তা'লীমী বৈঠক করতে হবে।

৪. উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অনর্থক সময় নষ্ট না করে সাধ্যমত দ্বীনী জ্ঞানার্জনে সময় ব্যয় করতে হবে। প্রাথমিক সদস্য ও কর্মীগণ মানোন্নয়ন সিলেবাস অধ্যয়ন করবেন এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবেন। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ উচ্চতর সিলেবাস অধ্যয়ন করবেন। প্রত্যেকে ইহতিসাবে অধ্যয়নের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করবেন।

৫. রামাযানের কোর্স হিসাবে কমপক্ষে একবার কুরআন খতম করতে হবে এবং যথাসম্ভব তা অর্থসহ পাঠ করার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া আমীরে জামা'আত রচিত তাফসীরুল কুরআন, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), নবীদের কাহিনী, কুরআন অনুধাবন, ছিয়াম ও ক্বিয়াম, মৃত্যুকে স্মরণ, সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী প্রভৃতি বইসমূহ পাঠ করতে হবে।

সাংগঠনিক নির্দেশনা :

১. রামাযানের পূর্বেই তৃণমূল পর্যন্ত প্রত্যেক এলাকায় তুহফায়ে রামাযান পৌঁছাতে হবে।

২. উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল/ সম্পাদকগণ অধ্বঃস্তন দায়িত্বশীল/ সম্পাদকদের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখবেন এবং সার্বিক খোঁজখবর নেবেন ও দিক-নির্দেশনা দেবেন। সেই সাথে কেন্দ্রীয় নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

৩. রামাযানের বিশেষ দান তথা প্রত্যেক কর্মী ১০০ টাকা করে যেলার মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন।

৪. এই লকডাউনের মুহূর্তে অনলাইনে দাওয়াতী কার্যক্রমকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

৫. সংগঠনের কোন কর্মী/দায়িত্বশীল করোনায় আক্রান্ত হ'লে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদেরকে জানাতে হবে এবং তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

সামাজিক নির্দেশনা :

১. নিজ নিজ এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জন্য বিশেষ তহবিল গঠনকরতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং রিপোর্ট যেলা/কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। বিশেষ করে রামাযান মাসে পাড়া-মহল্লায় দরিদ্রদের মাঝে ইফতার ও খাদ্য বিতরণ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যেন এই বরকতময় মাসে কোন মানুষ অভুক্ত অবস্থায় না থাকে।

২. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সামাজিকভাবে যে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে, তা অতীব দুঃখজনক। এমতবস্থায় সাধারণ মানুষকে আল্লাহভীরুতার নছীহত করতে হবে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। এতদসত্ত্বেও কোন আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ বা মৃত্যুর পর কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে কোন সংকট তৈরী হ'লে তা নিরসনে দায়িত্বশীলদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে দাফনকর্মে সহায়তার জন্য বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে হবে।

স্মারকগ্রন্থ ২০২০

কর্মী সম্মেলন ২০২০ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় উদ্যোগে স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এতে প্রাক্তন দায়িত্বশীলদের স্মৃতিচারণ, মুহতারাম আমীরে জামাআতসহ আন্দোলনের প্রবীণ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের সাক্ষাৎকার, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ইতিহাস পরিক্রমা সহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, সাধারণ কর্মী ও দায়িত্বশীলদের অভিব্যক্তি সন্নিবেশিত হবে ইনশাআল্লাহ। স্মারকগ্রন্থে যারা প্রবন্ধ বা কবিতা লিখতে চান কিংবা সাংগঠনিক জীবনের স্মৃতিচারণ করতে চান, তাদেরকে জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগের আহ্বান করা হ'ল।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : কোন দু'টি সূরা তাদের তেলাওয়াতকারীদের স্বপক্ষে প্রভুর সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হবে?
উত্তর : সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান।
২. প্রশ্ন : কুরআনের সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা ফাতিহা।
৩. প্রশ্ন : কুরআনের কোন সূরার প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্ত করলে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?
উত্তর : সূরা কাহাফের।
৪. প্রশ্ন : কোন দো'আ পাঠ করলে জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হয়? উত্তর : ওযূর দো'আ।
৫. প্রশ্ন : পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবার চেয়ে উত্তম কোনটি? উত্তর : ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত।
৬. প্রশ্ন : আদম (আঃ)-কে কোনদিন জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল? উত্তর : শুক্রবার।
৭. প্রশ্ন : রামাযানের ছিয়ামের পর সর্বোত্তম ছিয়াম কোনটি?
উত্তর : আশুরার ছিয়াম।
৮. প্রশ্ন : ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের ছিয়ামের পার্থক্য কি? উত্তর : সাহারী করা।
৯. প্রশ্ন : আরাফার ছিয়ামের ফযীলত কি?
উত্তর : পূর্বের ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ।
১০. প্রশ্ন : সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান কোন আমল?
উত্তর : প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়াম।
১১. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) তিনটি কাজের অছিয়ত করেছেন। তন্মধ্যে ১টি হ'ল-
উত্তর : নিদ্রার পূর্বে বিতর ছালাত।
১২. রাসূল (ছাঃ)-এর উপর প্রথম অহি নাযিল হয়েছিল কোন দিন? উত্তর : সোমবার।
১৩. প্রশ্ন : আল্লাহ কোন দিন সবচেয়ে বেশী জাহান্নামীকে ক্ষমা করেন? উত্তর : আরাফার দিন।
১৪. প্রশ্ন : রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের কিসের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে?
উত্তর : পরিপূর্ণ জ্যোতি।
১৫. প্রশ্ন : নিম্নের কোন ইবাদতের ফযীলত জানা থাকলে মানুষ তাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনে লটারী করত?
উত্তর : আযান দেওয়া ও মসজিদে প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করা।
১৬. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কোন মাসে সবচেয়ে বেশী নফল ছিয়াম রাখতেন? উত্তর : শা'বান মাসে।
১৭. প্রশ্ন : কোন সূরা তেলাওয়াতের কারণে জনৈক ব্যক্তির মাথার উপর মেঘ ঢেকে নিয়েছিল?
উত্তর : সূরা কাহাফ।
১৮. প্রশ্ন : আল্লাহ্র রাস্তায় কোন ব্যক্তির জিহাদ উপলক্ষ্যে অবস্থান করা নিজ ঘরে কত বছর ছালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম? উত্তর : সত্তর হাযার বছর।
১৯. প্রশ্ন : কোন চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না?
উত্তর : যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে ও আল্লাহ্র পথে প্রহরায় রত থাকে।
২০. প্রশ্ন : নবী (ছাঃ) তাবূক অভিযান হতে ফিরে এলে ছোট-বড় সকল মানুষ তাঁকে কোন স্থানে স্বাগত জানিয়েছিল?
উত্তর : মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত 'ছানিয়াতুল অদা' নামক স্থানে।
২১. প্রশ্ন : কোন ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) ঈর্ষার পাত্র বলে উল্লেখ করেছেন?
উত্তর : (ক) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। (খ) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার ফয়ছালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।
২২. প্রশ্ন : যে রাত্রে নবী (ছাঃ)-কে মিরাজ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে রাত্রে তাঁর নিকটে কিসের পাত্র আনা হয়েছিল?
উত্তর : মদ ও দুধের পাত্র।
২৩. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক মুহাদ্দাছ (যাদের মনে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম প্রক্ষেপ করা হয়) লোক ছিল, যদি আমার উম্মতের মধ্যে কোন মুহাদ্দাছ থাকে সে হ'ল-
উত্তর : উমর (রাঃ)।
২৪. প্রশ্ন : মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য রাসূল (ছাঃ) কার নেতৃত্বে একটি গুপ্তচর দল পাঠিয়েছিলেন?
উত্তর : আছেম ইবনে ছাবেত।
২৫. প্রশ্ন : সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমার জন্য আপনি কোন জিনিসকে বেশি ভয় করেন? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) কোনটি বলেছিলেন?
উত্তর : জিহ্বা।
২৬. প্রশ্ন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন?
উত্তর : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে।
২৭. প্রশ্ন : আল্লাহ বলেন, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য করো না। এটি কোন সূরায় বলা হয়েছে?
উত্তর : সূরা মায়েদাহ।
২৮. প্রশ্ন : কোন মুমিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
উত্তর : হত্যার সাথে।
২৯. প্রশ্ন : প্রকৃত মুসলিম কে?
উত্তর : যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলিম নিরাপদে থাকে।
৩০. প্রশ্ন : প্রত্যেক সোম ও বৃস্পতিবার সকলকে শিরকমুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হলেও কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না?
উত্তর : যার সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে।
৩১. প্রশ্ন : কোন কাজটি একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট?
উত্তর : কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ ভাবা।